

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

ডিসেম্বরের অপেক্ষায় আওয়ামীলীগ

● দীনেশ ত্রিবেদীর দৌড়ঝাঁপ ● বিএনপি'তে নরম সুর ● ইমেজ সংকটে জামায়াত

॥ এম. হাসানুল হক উজ্জ্বল ॥

আওয়ামীলীগ সভানেত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী ডিসেম্বরে দেশে ফিরবেন এ ঘোষণা দেওয়ার পর থেকে সর্বত্র আলোচনার জন্ম দিয়েছে। আদৌ কি শেখ হাসিনা দেশে ফিরছেন এ নিয়ে চলছে দেশ বিদেশে আলোচনা-সমালোচনা। সরকার দল ও বিরোধী দল বিষয়টিকে নিছক গুজব বলে চালিয়ে দিলেও ভেতরে ভেতরে তারা এ নিয়ে সতর্ক অবস্থানে থেকে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছে। তবে ভারত সরকার শেখ হাসিনাকে যে কোন মূল্যে ঝামেলা বিহীনভাবে দেশে ফেরাতে কৌশলী ভূমিকা পালন করছে বলে বিভিন্ন সূত্র দাবী করেছে। দলীয় সূত্র জানিয়েছে, আওয়ামীলীগ সভানেত্রী ডিসেম্বরে যে কোন মূল্যে দেশে



ফিরবেন। অতিথের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে অনেক নেতা বলেছেন, শেখ হাসিনার কথার সাথে কাজের মিল তারা পেয়েছেন। এদিকে ডিসেম্বর যতই এগিয়ে আসছে

বিদেশে পালিয়ে থাকা দলীয় শীর্ষ নেতা থেকে শুরু করে কর্মীরাও দেশে ফেরার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন। সম্প্রতি যুক্তরাজ্য ছেড়েছেন সাবেক মন্ত্রী খালেদ মাহমুদ চৌধুরী, আওয়ামীলীগের

সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহমান, সাবেক এমপি রনজিত সরকার। যদিও অনেকে বলেছেন, তাদের আশ্রয় আবেদন ব্রিটিশ সরকার প্রত্যাখ্যান করায় তারা যুক্তরাজ্য ছেড়েছেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এসব নেতার বর্তমানে ভারতে অবস্থান করছেন। দলীয় নেত্রী দেশে ফেরার সাথে সাথে তারাও দেশে ফিরে যাবেন। নেত্রীর দেশে ফেরার ঘোষণা এলে যুক্তরাজ্য থেকে বিমান ভর্তি করে দলীয় নেতাকর্মীরা দেশে পৌঁছাবেন এরকম ঘোষণা ইতোমধ্যে দিয়ে রেখেছেন সিলেটের সাবেক মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী। এদিকে বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে ভারত সরকার একাধিকবার আমন্ত্রণ --১২ পৃষ্ঠায়



বিশেষ সম্পাদকীয় বাংলা পোস্টের ২৪ বছরে পদার্পণ

পাঠক, শুভানুধ্যায়ী ও কমিউনিটির মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসা, আস্থা ও সহযোগিতায় সাপ্তাহিক বাংলা পোস্ট গৌরবের সঙ্গে প্রকাশনার ২৩ বছর পূর্ণ করে ২৪ বছরে পদার্পণ করেছে।

বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের যুগে, যখন সংবাদ ও তথ্য মুহূর্তের মধ্যে মানুষের হাতের মুঠোয় পৌঁছে যাচ্ছে, যখন অনলাইন সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যাপক বিস্তারে কাগজের একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রকে টিকিয়ে রাখা নিঃসন্দেহে এক বিরট সংগ্রামের ইতিহাস।

এই বাস্তবতার মধ্যেও ২৩ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে সাপ্তাহিক বাংলা পোস্টের প্রকাশনা অব্যাহত রাখা আমাদের জন্য শুধু একটি মাইলফলক নয়-এটি আমাদের দৃঢ়তা, নিষ্ঠা, সাহস ও পাঠকের ভালোবাসার এক উজ্জ্বল প্রমাণ।

সময়ের সঙ্গে সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যম বদলেছে, প্রযুক্তি বদলেছে, পাঠকের অভ্যাস বদলেছে। কিন্তু কাগজের পাতায় বাংলা ভাষায় সংবাদ, কমিউনিটির কথা, মানুষের সুখ-দুঃখ, সাফল্য ও সম্ভাবনার গল্প তুলে ধরার যে ঐতিহ্য-বাংলা পোস্ট সেই ঐতিহ্যকে ২৩ বছর ধরে ভালোবাসা ও নিষ্ঠার সঙ্গে ধারণ করে চলেছে।

এই দীর্ঘ পথ কখনোই সহজ ছিল না। নানা প্রতিকূলতা, অর্থনৈতিক চাপ, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এবং সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার অসংখ্য চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করেই আমাদের এই পথচলা। আর প্রতিটি কঠিন সময়ে আমাদের পাশে থেকেছেন পাঠক, শুভানুধ্যায়ী, কমিউনিটির মানুষ, লেখক, সহযোগী ও সম্মানিত বিভাগপনদাতারা। আজকের এই আনন্দঘন ও ঐতিহাসিক দিনে গভীর শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসার সঙ্গে স্মরণ করছি তাঁদের, যারা বাংলা পোস্টের পথচলার শুরু থেকে বিভিন্ন সময়ে এই প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং যাদের শ্রম, মেধা, সময় ও ভালোবাসায় এই প্রতিষ্ঠান আজকের অবস্থানে পৌঁছেছে।

--১৬ পৃষ্ঠায়



দিল্লিতে ৩০০ বিরোধী সংসদ সদস্যের বিক্ষোভ

পোস্ট ডেস্ক :

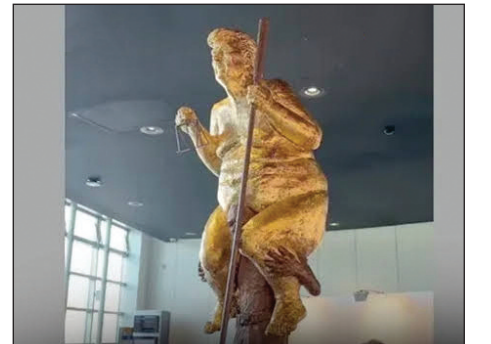
ভারতের রাজধানী দিল্লির যন্তর মন্তরে দেশটির বিরোধী দলগুলোর প্রায় ৩০০ জন সংসদ সদস্য প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন। রুধবার কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা ও সংসদ সদস্য --১৬ পৃষ্ঠায়

সমকামী সেজে ভুয়া আশ্রয় আবেদন লন্ডনে তিনজন গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার :

যুক্তরাজ্যে সমকামী পরিচয়ে ভুয়া আশ্রয়ের আবেদন করা কয়েক ডজন বাংলাদেশিকে সহায়তার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মঙ্গলবার লন্ডনের বিভিন্ন ঠিকানায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অভিযান কর্মকর্তারা।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে জাল নথি, সাজানো ছবি ও অন্যান্য মনগড়া প্রমাণ তৈরির বিনিময়ে অভিবাসীদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ সাড়ে ৪ হাজার পাউন্ড নেয়ার অভিযোগ রয়েছে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের দাবি, --১৬ পৃষ্ঠায়



ইউরোপীয় পার্লামেন্টে ট্রাম্পের নগ্ন ভাস্কর্য

পোস্ট ডেস্ক :

ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ভবনে প্রদর্শিত হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের ৮ ফুট ৬ ইঞ্চি উচ্চতার একটি নগ্ন সোনালি ভাস্কর্য। 'অরেঞ্জ প্লেগ' --১৬ পৃষ্ঠায়

সুনামগঞ্জে চার গ্রামের বাসিন্দাদের সংঘর্ষ, আহত ৩০

সিলেট অফিস :

রাতে গ্রামের মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে সকালে যার যা আছে, তা নিয়ে মাঠে উপস্থিত হতে বলা হয়। পরে ওই ঘোষণার ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে রাতেই সেখানে অবস্থান নেয় পুলিশ। দুই পক্ষকে পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য বোঝানোর চেষ্টা করা হলেও তাতে কাজ হয়নি। বুধবার (৭ অক্টোবর) দুপুরে পুলিশের উপস্থিতিতেই শুরু হয় দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষ। এতে অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছেন।

সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার মধ্য তাহিরপুর এলাকায় প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষ হয়েছে। বেলা



দুইটার দিকে সংঘর্ষ থামলেও এলাকায় দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা আছে। পুলিশ মোতায়েন আছে ঘটনাস্থলে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, সপ্তাহখানেক আগে মধ্য তাহিরপুর এলাকার মাঠে ক্রিকেট খেলছিল একদল কিশোর। তখন পাশের সুনামগঞ্জ-তাহিরপুর সড়ক দিয়ে একটি ইজিবাইক নিয়ে যাচ্ছিলেন এক চালক। একপর্যায়ে মাঠ থেকে বল গিয়ে পড়ে ইজিবাইকের সামনের কাচে। এ নিয়ে মধ্য তাহিরপুর (ময়মনসিংহ হাটি) গ্রামের ইজিবাইকচালকের সঙ্গে কথুকাটাকাটি হয় বীরনগর গ্রামের এক কিশোরের। একপর্যায়ে দুজনের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। পরদিন বীরনগর গ্রামের এক যুবককে তাহিরপুর বাজারে মারধর করেন মধ্য তাহিরপুর গ্রামের দুই ব্যক্তি। এর পর থেকে বিষয়টি নিয়ে মধ্য তাহিরপুর এবং বীরনগর, ধুতমা, জয়নগর ও লক্ষ্মীপুর গ্রামের বাসিন্দাদের

মধ্যে উত্তেজনা চলছিল।

গত মঙ্গলবার রাতে আবার দুই গ্রামের দুই যুবকের মধ্যে তাহিরপুর বাজারে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এরপর রাত ১২টার দিকে বীরনগর গ্রামের মসজিদ থেকে মাইকে ঘোষণা দেওয়া হয় সকালে যার যা আছে, তা নিয়ে মাঠে থাকার জন্য। মাইকের এই ঘোষণার ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে পুলিশ রাতেই সেখানে অবস্থান নেয়। আজ সকালে লোকজনও সেখানে জড়ো হতে থাকেন। একপর্যায়ে উত্তেজনা দেখা দেয়। পুলিশ সংঘর্ষ থামানোর চেষ্টা করে। কিন্তু উভয় পক্ষের লোকজন বেশি হওয়ায় সেটি সম্ভব হয়নি। প্রথমে ইটপাটকেল নিক্ষেপ এবং পরে পাল্টাপাল্টি --১৭ পৃষ্ঠায়

টাওয়ার হ্যামলেটসে কাউন্সিল অব মস্কসের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

ইসলামোফোবিয়া, মসজিদের নিরাপত্তা ও মাদক-অ্যালকোহল সমস্যা নিয়ে আলোচনা

লন্ডন, ৩ অক্টোবর: টাওয়ার হ্যামলেটসের ৫৬টি মসজিদ ও ইসলামিক প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত সংগঠন কাউন্সিল অব মস্কস টাওয়ার হ্যামলেটসের (Council of Mosques TH) বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (৩ অক্টোবর) পূর্ব লন্ডনের লন্ডন মুসলিম সেন্টারে আয়োজিত এ সভায় মুসলিম কমিউনিটির বিভিন্ন সমস্যা, মসজিদের নিরাপত্তা, ইসলামোফোবিয়া এবং মাদক ও অ্যালকোহলসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

সংগঠনের সভাপতি বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ হাফিজ মাওলানা শামসুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের ট্রেজারার মোহাম্মদ আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল ও জয়েন্ট সেক্রেটারি মাহফিজুর রব। সভায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর মায়ুম তালুকদার। তিনি টাওয়ার হ্যামলেটসের মুসলিম কমিউনিটিতে কাউন্সিল অব মস্কসের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। সভায় ইসলামোফোবিয়া বিষয়ে আলোচনা করেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের কমিউনিটি এনগেজমেন্ট অ্যান্ড পার্টনারশিপ বিভাগের কনসালট্যান্ট ড. আব্দুল্লাহ ফলিক।



মসজিদের নিরাপত্তা ও অপরাধ প্রতিরোধের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন টাওয়ার হ্যামলেটসের প্রোটেকটিভ অ্যান্ড ক্রাইম প্রিভেনশন ম্যানেজার আর্টুর পানকওসিক। এছাড়া মাদক ও অ্যালকোহলসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বক্তব্য দেন সার্ভিস ম্যানেজার মিজান চৌধুরী। বক্তারা মুসলিম কমিউনিটির বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, মসজিদ ও ইসলামিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সামাজিক সমস্যাগুলো সমাধানে সংশ্লিষ্ট

প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের গুরুত্ব তুলে ধরেন। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের চেয়ারম্যান ড. আব্দুল হাই মুর্শেদ, কাউন্সিল অব মস্কস টাওয়ার হ্যামলেটসের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ফারুক আহমেদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট শামসুল হক এবং নির্বাহী সদস্য মোহাম্মদ মইন উদ্দিন মজুমদার, মোহাম্মদ আতিক মিয়া, মোহাম্মদ বশির আহমেদ, মোহাম্মদ মুসলেহ উদ্দিন, ইতোয়ার হোসেন মুজিব, নুরুল

উল্লাহ ও আরজ মিয়া। এ ছাড়া বিভিন্ন মসজিদের চেয়ারম্যান, সেক্রেটারি, ইমাম এবং সংগঠনের অন্যান্য সদস্য সভায় অংশ নেন। বার্ষিক সাধারণ সভায় কমিউনিটির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মতবিনিময়ের পাশাপাশি মসজিদ ও ইসলামিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পারস্পরিক যোগাযোগ, সহযোগিতা এবং কমিউনিটির কল্যাণে সম্মিলিতভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

সাইন্ডটেক ক্যারাম ক্লাবের গোল্ড কাপের পুরস্কার বিতরণ সম্পন্ন

লন্ডন প্রতিনিধি: পূর্ব লন্ডনের হেসেল স্ট্রিটে অবস্থিত সাইন্ডটেক ক্যারাম ক্লাব ইউকের আয়োজনে নবম গোল্ড কাপ ক্যারাম টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার (৫ অক্টোবর) আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর মাইয়ুম তালুকদার। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন ক্লাবের সদস্য নাজমুল ইসলাম। পরে প্রধান অতিথিকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান আব্দুল বায়েছ শিপু ও ইফতেখার আহমদ।

সাইন্ডটেক ক্যারাম ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও সভাপতি আব্দুর রহমান খান সুজার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গোলাপগঞ্জ এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের সাধারণ সম্পাদক এবং ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাসির।

নবম গোল্ড কাপ ক্যারাম টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত পর্বে বাছাই করা ১৬টি দল অংশ নেয়। প্রতিযোগিতার ফাইনালে আব্দুর রহমান খান সুজা ও বারেক জুটি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। মিলাদ ও আনোয়ার জুটি রানার্সআপ এবং পারভেজ ও কলম জুটি দ্বিতীয় রানার্সআপ হন। বিজয়ীদের হাতে গোল্ড কাপের ট্রফি ও নগদ অর্থসহ বিভিন্ন পুরস্কার ভুলে দেন অতিথিরা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর মাইয়ুম তালুকদার বলেন, খেলাধুলা মানুষের জীবনে মানসিক শান্তি ও আনন্দের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

পালন করে। তিনি সাইন্ডটেক ক্যারাম ক্লাবের কার্যক্রমের প্রশংসা করে বলেন, ক্লাবের পক্ষ থেকে সহযোগিতার জন্য আবেদন করা হলে কাউন্সিলের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সহযোগিতা করার চেষ্টা করা হবে।

কেবিনেট মেম্বর কাউন্সিলর কামরুল হোসাইন মুন্না; মেয়রাল অ্যাশাসেডর কাউন্সিলর সাদিকুর রহমান ও কাউন্সিলর শফিক ইসলাম; গোলাপগঞ্জ সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল ট্রাস্ট ইউকের (এবএসএস টক) চেয়ারম্যান মোহাম্মদ

খেলাকে জনপ্রিয় করতে যে ভূমিকা পালন করে আসছে, তারা তার প্রশংসা করেন। একই সঙ্গে ভবিষ্যতেও এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে নবম গোল্ড কাপ



অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ও আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংগঠিক দেশ-এর সম্পাদক ও লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট তাইসির মাহমুদ; খই২৪-এর ম্যানেজিং এডিটর ও ইউরো বাংলা-এর সম্পাদক এবং তাকওয়া ব্যাডমিন্টন ক্লাবের সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল; লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের জয়েন্ট সেক্রেটারি, আইওন টিভির চিপ রিপোর্টার আব্দুল কাদির মুরাদ, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক

দেলোয়ার হোসাইন; এএই-এর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মাসুক আহমেদ এবং সাইন্ডটেক ক্যারাম ক্লাব ইউকের সাধারণ সম্পাদক শহীদ মানাফসহ কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ। অতিথিরা বলেন, প্রবাসে খেলাধুলার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করা, সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করা এবং কমিউনিটির মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি করা সম্ভব। দীর্ঘদিন ধরে সাইন্ডটেক ক্যারাম ক্লাব খেলোয়াড়দের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি ও ক্যারাম

প্রতিযোগিতার আয়োজন ও বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন বারেক, মিলাদ, আনোয়ার, পারভেজ ও মোহাম্মদ কলমসহ সংশ্লিষ্টরা। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন, রানার্সআপ ও দ্বিতীয় রানার্সআপ দলের খেলোয়াড়দের হাতে ট্রফি ও নগদ অর্থসহ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। পরে সাইন্ডটেক ক্যারাম ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান খান সুজার সমাপনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।



চট্টগ্রাম-২, ফটিকছড়ি আসনের সংসদ সদস্য সরোয়ার আলমগীর এমপির লন্ডন সফর উপলক্ষে এক গণসংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত

ফটিকছড়ি কমিউনিটি ইউকের উদ্যোগে গত ৩০ সেপ্টেম্বর বুধবার লন্ডনের একটি হলে অনুষ্ঠিত এ সভায় যুক্তরাজ্যে বসবাসরত ফটিকছড়ির বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ, সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ফটিকছড়ি কমিউনিটি ইউকের সেক্রেটারি শেখ নাসির ও জয়েন্ট সেক্রেটারি সরওয়ার হোসেন। এতে সভাপতিত্ব করেন সলিসিটর জাগীর আলম।

সভায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত এবং দোয়া পরিচালনা করেন সংগঠনের সহ সভাপতি আজমল করিম জুয়েল। পরে ফটিকছড়ি কমিউনিটি ইউকের পক্ষ থেকে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি আখতারুল আলম। স্বাগত বক্তব্যে তিনি যুক্তরাজ্যে বসবাসরত ফটিকছড়ির প্রবাসীদের পারস্পরিক সম্পর্ক, ঐক্য এবং দেশের মানুষের সঙ্গে প্রবাসীদের সম্পৃক্ততার বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন।

সভায় সংবর্ধিত অতিথি সরোয়ার আলমগীর বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের যেমন প্রবাসীরা বাংলাদেশের জন্য অনন্য অবদান রেখেছেন এখনো তারা নিঃস্বার্থভাবে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখছেন। তিনি প্রবাসীদের যেকোন সমস্যা বিশেষ করে বিমানবন্দরে হযরানি এবং জমিজমা সংক্রান্ত সমস্যা

সমাধানে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সমিতি ইউকের সাবেক চেয়ারপার্সন নাজিম উদ্দিন, গ্রেটার চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ ইসহাক এবং জেইন গ্লোবালের ডাইরেক্টর সাজ্জাদুল ইসলাম। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফটিকছড়ি কমিউনিটি ইউকের নেতৃবৃন্দসহ যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন, সরোয়ার আলমগীর এমপির সন্তান সাইফ হোসেন তানবির, সহ সভাপতি আলী রেজা, ট্রেজারার এমদাদ হোসেন, সৈয়দ রাসেল, ওয়াহিদ পারভেজ, জয়নাল আবেদীন, মীরা বড়ুয়া, মোহাম্মদ আলম, আলতাফ চৌধুরী, সাইফুল আজম, ইয়াসিন আলতাফ, নিগাত সুলতানা, ব্যারিস্টার ইকবাল আলম, ড. আব্দুল আজিম শাহ, কোরবান আলী, বখতিয়ার উদ্দিন, দীল মোহাম্মদ, শাহীন চৌধুরী, মনির মাহমুদ, সুজন বড়ুয়া, ওসমান ফয়সাল, সেলিম হোসেন, শওকত আকবর, মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ। বক্তারা তাদের বক্তব্যে ফটিকছড়ির উন্নয়ন, প্রবাসীদের সঙ্গে দেশের মানুষের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করা এবং পারস্পরিক মতবিনিময়ের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

শিশুর কাছে নিকোটিনযুক্ত ভ্যাপ বিক্রির দায়ে টাওয়ার হ্যামলেটসে দোকানকে জরিমানা

অপ্রাপ্ত বয়স্ক একজন ক্রেতার কাছে নিকোটিনযুক্ত ভ্যাপ বিক্রি করার দায়ে টাওয়ার হ্যামলেটসের একটি দোকানকে জরিমানা করা হয়েছে। কাউন্সিলের রেগুলেটরি সার্ভিসেস বিভাগের ট্রেডিং স্ট্যান্ডার্ডস কর্মকর্তাদের পরিচালিত একটি টেস্ট পারচেজিং (গোপন ক্রয়) অভিযানে এই জরিমানা করা হয়।

২০২৫ সালের ৪ আগস্ট ট্রেডিং স্ট্যান্ডার্ডস কর্মকর্তা, মেট্রোপলিটন পুলিশ এবং ভলান্টিয়ার পুলিশ ক্যাডেটদের সমন্বয়ে পরিচালিত এক অভিযানে ১৭ বছর বয়সী একজন স্বেচ্ছাসেবক হোয়াইটহর্স লেনের আল-হারামাইন সুপারস্টোর থেকে নিকোটিনযুক্ত একটি ভ্যাপ কিনতে সক্ষম হন। বিক্রি করা পণ্যটি ছিল 'এসকেই অরিজিনাল লেমন অ্যান্ড লাইম' স্বাদের নিকোটিন ভেপ।

দোকানের কর্মচারী মোহাম্মদ আল আমিন বয়স যাচাই বা পরিচয়পত্র চাওয়া ছাড়াই কিশোরটির কাছে পণ্যটি বিক্রি করেন। ব্রিটেনের আইনে ১৮ বছরের কম বয়সীরা দোকানে নিকোটিন ভ্যাপ বা অনুরূপ পণ্য বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

গত সেপ্টেম্বর মাসের ৮ তারিখে টেমস ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্টে অনুষ্ঠিত শুনানিতে আল-হারামাইন লিমিটেডের পরিচালক মিসেস আশরাফি কোম্পানির পক্ষ থেকে দোষ স্বীকার করেন। তিনি ২০১৪ সালের চিলড্রেন এন্ড ফ্যামিলি এ্যাক্ট-এর অধীনে ১৮ বছরের কম বয়সী ব্যক্তির কাছে নিকোটিন ইনহেলিং ডিভাইস বিক্রির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হন। শুনানিতে মিসেস আশরাফি স্বীকার করেন

যে কোম্পানি অপরাধটি করেছে এবং এমন ঘটনা রোধে কর্মীদের আরও সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া উচিত ছিল। আদালত আল-হারামাইন লিমিটেডকে ৮০০ পাউন্ড জরিমানা করে এবং মামলা পরিচালনার খরচ বাবদ আরও ১,৯৯৫ পাউন্ড ও ৩২০ পাউন্ড ভিকটিম সারচার্জ পরিশোধের নির্দেশ দেয়।

অন্যদিকে, মোহাম্মদ আল আমিন এর আগে ২০২৬ সালের ২৪ মার্চ টেমস ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্টে অপরাধ স্বীকার করেছিলেন। তাকে ১৪৬ পাউন্ড জরিমানা, ১০০ পাউন্ড মামলা খরচ এবং ৫৮ পাউন্ড ভিকটিম সারচার্জ পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হয়।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের পাবলিক প্রোটেকশনস অ্যান্ড ইন্সটিটিউটেড এনফোর্সমেন্ট বিষয়ক ক্যাবিনেট মেম্বর কাউন্সিলর কবির আহমেদ বলেন, "আমরা আমাদের তরুণদের নিরাপদ রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে জনস্বাস্থ্যের চেয়ে মুনাফাকে বেশি গুরুত্ব না দেয়, তা নিশ্চিত করতে আমরা নিয়মিত টেস্ট পারচেজিং অভিযান পরিচালনা করি।"

কেবিনেট মেম্বর ফর হেলদি, কেয়ারিং এন্ড ইনক্লুসিভ কমিউনিটিজ, কাউন্সিলর সাবিনা আকতার বলেন, "ভ্যাপিং সিগারেটের ধোঁয়ার ক্ষতিকর প্রভাবের তুলনায় তুলনামূলকভাবে নিরাপদ হলেও এটি সম্পূর্ণ ঝুঁকিমুক্ত নয় এবং এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব এখনো পুরোপুরি জানা যায়নি। শিশু ও তরুণরা, যেহেতু তাদের ফুসফুস ও মস্তিষ্ক এখনো বিকাশমান, তাই এর নেতিবাচক প্রভাবের প্রতি আরও বেশি সংবেদনশীল।"



UK Government

**DO YOU
KNOW YOUR
STATE PENSION
AGE?**

To check, visit: **GOV.UK/STATE-PENSION-AGE**
All you need is your **DATE OF BIRTH**

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যের ৯০ বছর: পূর্ব লন্ডনে স্মরণ করা হলো ঐতিহাসিক 'ব্যাটল অব ক্যাবল স্ট্রিট'

ফ্যাসিবাদ ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে পূর্ব লন্ডনের সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের ঐতিহাসিক ঘটনা 'ব্যাটল অব ক্যাবল স্ট্রিট'-এর ৯০তম বার্ষিকী পালিত হয়েছে নানা আয়োজনে। রোববার ৪ অক্টোবর টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল, ক্যাবল স্ট্রিট নাইনটি (সিএস৯০) অর্গেনাইজিং কমিটি, বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন ও কমিউনিটি সংগঠন এবং শত শত মানুষের অংশগ্রহণে স্মরণসভা, পদযাত্রা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ১৯৩৬ সালের ৪ অক্টোবর ফ্যাসিস্ট নেতা স্যার অসওয়াল্ড মসলের নেতৃত্বে ব্রিটিশ ইউনিয়ন অব ফ্যাসিস্টদের পরিকল্পিত মিছিল প্রতিহত করতে স্টেপনি ও পূর্ব লন্ডনের হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। শ্রমিক, ইহুদি, আইরিশ, বাঙালিসহ বিভিন্ন কমিউনিটি ও ট্রেড ইউনিয়নের মানুষ একজোট হয়ে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ইতিহাসে এই ঘটনা 'ব্যাটল অব ক্যাবল স্ট্রিট' নামে পরিচিত। ঐতিহাসিক এই প্রতিরোধ আজও ঐক্য, সংহতি ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার এক অনন্য উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত। নব্বইতম বার্ষিকী উপলক্ষে রোববার দুপুর ১২টায় হোয়াইটচ্যাপেল রোডস্থ টাওয়ার হ্যামলেটস টাউন হলের সামনে সমবেত হন অংশগ্রহণকারীরা। দুপুর ১টায় সেখান থেকে ঐতিহাসিক কেবল স্ট্রিটের উদ্দেশ্যে পদযাত্রা শুরু হয়। পরে



সেন্ট জর্জেস গার্ডেনসে দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় মূল স্মরণসমাবেশ।

পদযাত্রায় অংশ নেন টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান, জেরিমি করবিন এমপিসহ স্থানীয় কমিউনিটি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি, ইতিহাসবিদ এবং বিভিন্ন প্রজন্মের বাসিন্দারা।

সেন্ট জর্জেস গার্ডেনসের সমাবেশে বক্তৃ

তা, সংগীত, কবিতা আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে ঐতিহাসিক প্রতিরোধের স্মৃতি তুলে ধরা হয়। বক্তারা বলেন, "৯০ বছর আগের সেই ঐক্যের শিক্ষা আজও প্রাসঙ্গিক। ঘৃণা, বর্ণবাদ, ফ্যাসিবাদ ও বিভাজনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কমিউনিটির মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে অবস্থান নিতে হবে।"

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "কেবল স্ট্রিট আমাদের যৌথ ইতিহাসের একটি

ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। হুগেনট শরণার্থী, ইহুদি অভিবাসী এবং বাঙালি কমিউনিটিসহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আগমন, বসতি স্থাপন এবং বরোর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে তাঁদের অবদান প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। প্রদর্শনীটি ১ অক্টোবর থেকে টাওয়ার হ্যামলেটস টাউন হল, ৬০ হোয়াইটচ্যাপেল রোড, লন্ডন উই ১ইউ-তে দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। এদিকে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বাড়াতে কাউন্সিলের 'নো প্লেস ফর হেট' প্রচারণায় অংশ নেওয়ার জন্য স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

নব্বই বছর আগে কেবল স্ট্রিটে বিভিন্ন কমিউনিটির মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ শুধু একটি ঐতিহাসিক ঘটনা নয়, বরং ফ্যাসিবাদ, বর্ণবাদ ও বিভাজনের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে দাঁড়ানোর এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ৯০ বছর পূর্তির এই



গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি মনে করিয়ে দেয়, ভিন্ন ভিন্ন কমিউনিটির মানুষ যখন ঘৃণা ও বিভাজনের বিরুদ্ধে একত্রিত হন, তখন তাঁরা কতটা শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেন। ৯০ বছর পরও সেদিনের সাহসী মানুষদের স্মরণ করা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁদের অবস্থান থেকে শিক্ষা নেওয়া জরুরি।"

তিনি আরও বলেন, "বিভিন্ন পটভূমির মানুষের অবদানে গড়ে উঠেছে আজকের টাওয়ার হ্যামলেটস। বিভিন্ন কমিউনিটির মানুষের সহাবস্থান ও পারস্পরিক সম্প্রীতি বরোর অন্যতম শক্তি। সর্বশেষ রেসিডেন্ট সার্ভের ফলাফলের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বরোর ৯১ শতাংশ বাসিন্দা মনে করেন, বিভিন্ন পটভূমির মানুষ তাঁদের স্থানীয় এলাকায় ভালোভাবে একসঙ্গে বসবাস করছেন।"

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন কমিউনিটির প্রতিনিধিরাও তাঁদের বক্তব্যে ক্যাবল স্ট্রিটের ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরেন। ইহুদি কমিউনিটির পক্ষ থেকে রাব্বি হার্শেল গ্লুক ক্যাবল স্ট্রিটের ঐতিহাসিক তাৎপর্য তুলে ধরেন। ৪ অক্টোবর ইহুদি ধর্মীয় পবিত্র দিবস হওয়ায় তিনি এবং তাঁর কমিউনিটির অনেকে সরাসরি অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারেননি। তবে তিনি আয়োজনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান।

সিটি-রোমা হলোকাস্ট স্মরণ দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরেন ড্যানিয়েলা আব্রাহাম। স্বাধীনতা ট্রাস্টের জুলি বেগম বাঙালি কমিউনিটির কাছে কেবল স্ট্রিটের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, "এই ঐতিহাসিক ঘটনা পূর্ব লন্ডনের বাঙালিসহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ঐক্য ও সম্মিলিত প্রতিরোধের ইতিহাসের সঙ্গে

গভীরভাবে সম্পর্কিত।" এ ছাড়া ঐতিহাসিক কেবল স্ট্রিটের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও পদযাত্রার পথের ইতিহাস ব্যাখ্যা করেন ইতিহাসবিদ ডেভিড রোজেনবার্গ।

অনুষ্ঠানে ক্যাবল স্ট্রিট নাইনটি (সিএস৯০) অর্গেনাইজিং কমিটি-এর পক্ষ থেকে অ্যালেক্স গর্ডন, মেরি ডেভিস ও ডেভিড রোজেনবার্গ প্রতিনিধিত্ব করেন। জন সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন টাওয়ার হ্যামলেটস নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান।

'ব্যাটল অব ক্যাবল স্ট্রিট' এর নব্বইতম বার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসেবে টাওয়ার হ্যামলেটসে দুটি বিশেষ প্রদর্শনীও আয়োজন করা হয়েছে।

'দ্য ব্যাটল অব ক্যাবল স্ট্রিট' প্রদর্শনী টাওয়ার হ্যামলেটস লোকাল হিস্টোরি লাইব্রেরি অ্যান্ড আর্কাইভসে আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে ঐতিহাসিক ঘটনার দুর্লভ আলোকচিত্র, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, পোস্টার, পুস্তিকা ও বিভিন্ন সংরক্ষিত নথি। এতে ১৯৩৬ সালের ৪ অক্টোবরের ঘটনাপ্রবাহ, পূর্ব লন্ডনে ফ্যাসিবাদের উত্থান এবং তার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের প্রতিরোধের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।

প্রদর্শনীটি ১ অক্টোবর থেকে ২৭৭ ব্যাংক্রফট রোড, লন্ডন উই ৪উই-তে শুরু হয়েছে এবং পুরো অক্টোবর মাসজুড়ে দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে।

'এ বরো বিল্ট বাই নিউকামার্স' প্রদর্শনী টাওয়ার হ্যামলেটস টাউন হলে আয়োজিত দ্বিতীয় প্রদর্শনীতে বরোর দীর্ঘ অভিবাসন ও কমিউনিটি গঠনের

আয়োজন সেই ঐতিহাসিক বার্তাকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি বৈচিত্র্য, সম্প্রীতি ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি টাওয়ার হ্যামলেটসের অঙ্গীকার পুনর্বাক্ত করেছে।

ক্যাবল স্ট্রিট পদযাত্রা ও স্মরণ অনুষ্ঠান আয়োজনে সহযোগিতাকারী সংগঠনগুলোর মধ্যে রয়েছে: আলতাব আলী ফাউন্ডেশন, ইতালির জাতীয় পার্টিজান সমিতি - এএনপিআই, বাংলাদেশ ওয়ার্কাস কাউন্সিল, কের্ন স্ট্রিট গ্রুপ, ক্যারিবিয়ান লেবার সলিডারিটি, কমিউনিস্ট পার্টি অব ব্রিটেন - সিপিবি, ডেভালাস থিয়েটার কোম্পানি, ডকল্যান্ডস থিয়েটার, ইসলিংটন ট্রেডস কাউন্সিল, ইহুদি ব্লক, ইহুদি সমাজতান্ত্রিক গ্রুপ, ফায়ার ব্রিগেডস ইউনিয়ন (এফবিইউ), জিএফটিইউ, জিএমবি, গ্রেটার লন্ডন অ্যাসোসিয়েশন অব ট্রেডস কাউন্সিলস, মার্সক্স মেমোরিয়াল লাইব্রেরি ও ওয়ার্কাস স্কুল, মডার্ন ককনি ফেস্টিভাল, দ্য মর্নিং স্টার, ন্যাশনাল এডুকেশন ইউনিয়ন (এনইউ), নিউহাম ট্রেডস কাউন্সিল, নিজর মানুষ, আরএমটি, সার্চলাইট, রোমানি হলোকাস্ট মেমোরিয়াল ট্রাস্ট - সিসি, স্ট্যান্ড আপ টু রেসিজম, স্টপ দ্য ওয়ার অ্যাকশন, স্বাধীনতা ট্রাস্ট, টুগেদার অ্যালায়েন্স, টাওয়ার হ্যামলেটস ট্রেডস কাউন্সিল, টিএসএসএ, টিইউসি - লন্ডন, ইস্টার্ন ও সাউথ ইস্ট, ইউনিসন লন্ডন রিজিয়ন, ইউনাইটেড কমিউনিটি - টাওয়ার হ্যামলেটস, ইউনাইটেড ফর আ ওয়ার্কাস ইকোনমি, ইউনাইটেড দ্য ইউনিয়ন, ওয়াটফোর্ড ট্রেডস কাউন্সিল, ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ (ওয়াইসিএল)।

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST

Sulemanpur, Sunamganj

www.shahjalalmadrassa.com

(UK Charity Reg: 1126912)



শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শাহজালাল (রহঃ) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের খাবার ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছাত্রশালা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আশ্রয়িতা ছাত্রদের আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি কম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোঁয়া দান করেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum charitable organisation which provides and supports poor/orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations. Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building. May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Khar Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamaat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড সাইফ সেট
- ১০০ পাউন্ড হাফিজ শরীফ
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক স্কয়ার জমিন
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইলস জামায়েত এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £10, £20 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust
Account No: 81419386, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrassa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205

You can make donations by PayPal by logging into our website

জলবায়ু নিয়ে জানতে, বুঝতে ও পদক্ষেপ নিতে ফিরে আসছে টাওয়ার হ্যামলেটস গ্রিন উইক ২০২৬

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিভাজনিক তথ্যের বিরুদ্ধে সঠিক তথ্যভিত্তিক আলোচনা গড়ে তুলতে ১৯ থেকে ২৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে টাওয়ার হ্যামলেটস গ্রিন উইক ২০২৬। এবারের আয়োজনের মূল প্রতিপাদ্য হলো জলবায়ু বিষয়ক ভুল তথ্য মোকাবিলা করা এবং বাসিন্দাদের জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে আরও জানার, প্রশ্ন করার ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া।

গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিসমূহ

১৪ অক্টোবরঃ কাপড় ও বই বিনিময় এবং মেরামত অনুষ্ঠান (ক্লোদস অ্যান্ড বুক সোয়াপ অ্যান্ড রিপেয়ার ইভেন্ট), সময়ঃ সকাল ১০:৩০টা থেকে দুপুর ১:৩০টা, স্থানঃ আইডিয়া স্টোর হোয়াইটচ্যাপেল এই অনুষ্ঠানে বাসিন্দারা ব্যবহৃত কাপড় ও বই বিনিময় করতে পারবেন এবং কাপড় মেরামতের কর্মশালায় অংশ নিয়ে পুরোনো পোশাক নতুন করে ব্যবহারের কৌশল শিখতে পারবেন।

১৯ অক্টোবরঃ টাওয়ার হ্যামলেটস জলবায়ু জরুরি অবস্থা ব্রিফিং, সময়ঃ বিকেল ৪টা থেকে ৬টা 'দ্য পিপলস এমার্জেন্সি ব্রিফিং' চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে জলবায়ু ও প্রকৃতি সংকটের কারণ এবং প্রভাব তুলে ধরা হবে।

২০ অক্টোবরঃ টাওয়ার হ্যামলেটস জলবায়ু জরুরি অবস্থা ব্রিফিং (টাওয়ার হ্যামলেটস ক্লাইমেট ইমার্জেন্সি ব্রিফিং), সময়ঃ সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭:৩০টা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশ সংকট নিয়ে আরেকটি বিশেষ আলোচনা ও

প্রদর্শনী সেশন।

২১ অক্টোবরঃ টাওয়ার হ্যামলেটস টেকসই উন্নয়ন মেলা (টাওয়ার হ্যামলেটস সাসটেইনেবিলিটি ফেয়ার) সময়ঃ সকাল ৯:৩০টা থেকে দুপুর ২টা পরিবেশ সংরক্ষণ, পুনর্ব্যবহার এবং টেকসই জীবনযাপন নিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের অংশগ্রহণে বিশেষ মেলা।

২২ অক্টোবরঃ জীববৈচিত্র্য ও চাষাবাদ বিষয়ক সিম্পোজিয়াম, সময়ঃ সকাল ৯:৩০টা থেকে বিকেল ৫টা নগর পরিবেশে জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধি, বাগানচাচা এবং সবজায়ান নিয়ে বিশেষজ্ঞদের আলোচনা।

২৪ অক্টোবরঃ কমিউনিটি বৃক্ষরোপণ দিবস, সময়ঃ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা

পরিবারসহ সকলের জন্য উন্মুক্ত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, যার লক্ষ্য স্থানীয় পরিবেশকে আরও সবুজ করে তোলা।

২৫ অক্টোবরঃ কমিউনিটি খাদ্য বাগান গড়ে তোলার কর্মশালা, সময়ঃ দুপুর ১২টা থেকে ২টা

নিজেদের খাদ্য উৎপাদন এবং স্বাস্থ্যকর বাস্তুতন্ত্র গড়ে তোলার উপায় নিয়ে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ।

২৬ অক্টোবরঃ পরিবেশ বিষয়ক ভুল তথ্য ও কর্মজীবন বিষয়ক ওয়েবিনার, সময়ঃ দুপুর ১২:৩০টা থেকে ১:৩০টা পরিবেশ রক্ষার অঙ্গীকার কার্যক্রম - দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৪টা

'নিরিবিলি পুকুরের রহস্য' জলবায়ুভিত্তিক ইন্টারঅ্যাকটিভ গেম - বিকেল ৩টা থেকে ৫টা

প্রবাসীদের দাবি-দাওয়া আদায়ে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের জোরালো ভূমিকার অঙ্গীকার

১১ অক্টোবর এর কেন্দ্রীয় জাতীয় সম্মেলন সফল করার আহবান

আগামী ১১ অক্টোবর দুপুর ২ ঘটিকায় লন্ডনের দ্য অ্যাট্রিয়াম হলে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কেন্দ্রীয় জাতীয় সম্মেলন ২০২৬।

সিলেটবাসীর এই উৎসবকে সফল করতে সংগঠন এর কেন্দ্রীয় কমিটির চূড়ান্ত প্রস্তুতি সভা গতকাল মঙ্গলবার (২৯ শে সেপ্টেম্বর) বৃটেনের বিভিন্ন শহর থেকে আগত রিজিওনাল ও শাখার নেতৃবৃন্দের সতর্কৃত অংশগ্রহণে সেন্ট্রাল লন্ডনে বারাকায় গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকের কেন্দ্রীয় কনভেনর কমিউনিটি লিডার মোহাম্মদ মকিস মনসুর এর সভাপতিত্বে এবং কো-কনভেনর মসুদ আহমদ ও অর্থ সচিব আসরাফ মিয়র যৌথ পরিচালনায় সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে সংগঠনের প্রেট্রন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. হাসনাত এম হোসেন, ও বিশেষ অতিথি হিসেবে অপর প্রেট্রন সিনিয়র সাংবাদিক কে এম আবু তাহের চৌধুরী উপস্থিত থেকে দিকনির্দেশনা মূলক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। সিলেটি উৎসব তথা সম্মেলনকে সফল করতে সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেন সংগঠন এর সাউথ ইস্ট এর কনভেনর বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হারুনুর রশিদ, সদস্য সচিব তাজুল ইসলাম, সাবেক মেয়র ফুলজার আহমেদ, সাংস্ক



তিক ব্যাক্তিত্ব নুরুল ইসলাম, কবি নুরজাহান শিল্পী, শাহ শাহী, সৈয়দ তানজম সুয়েব, আব্দুর রহিম রনজু, সৈয়দ কাহের, আহমেদ সাদিক, মুক্তার আলী, সৈয়দ সায়েম করিম, আব্দুস বাছিত রাফি, গিয়াস উদ্দিন, আব্দুল মুহিত, ইসলাম উদ্দিন, আব্দুল মালিক, আবুল কালাম আজাদ, আব্দুল মুকিত, আলি হোসেন, শেখ মিজানুর রহমান,

বদরুল হক মনসুর, ও আহাদ আলী গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। সভার শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মুফতি সৈয়দ মাহমুদ আলী লংলী। সভায় খসড়া সংবিধান অনুমোদন, নির্বাচন কমিশন গঠন ও রিজিওনাল প্রতিনিধি এবং ভোটিং ডেলিগেটস এর তালিকা চূড়ান্ত অনুমোদন করা হয়েছে।

সভার সভাপতি কেন্দ্রীয় কনভেনর মিডিয়া ব্যাক্তিত্ব মোহাম্মদ মকিস মনসুর প্রবাসে সিলেটবাসীর উন্নয়ন, পারস্পরিক সম্পর্কের ঐক্য সুদৃঢ় করা ও প্রবাসীদের দাবি দাওয়ার ক্যাম্পেইনে সংগঠনকে এগিয়ে নিতে গ্রেটার সিলেটবাসীর সম্মেলনে সবাইকে উপস্থিত থাকার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন।

ট্রফি, উচ্ছ্বাস ও শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে শেষ হলো টাওয়ার হ্যামলেটস মেয়র'স ফুটবল কাপ ২০২৬

৭৩টি দল ও প্রায় এক হাজার খেলোয়াড়ের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টে পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন আজুরি অল স্টারস, নারী বিভাগে লেডিস ইস্ট এন্ড একাডেমি

টাওয়ার হ্যামলেটসের তৃণমূল পর্যায়ের ফুটবলকে উৎসাহিত করতে আয়োজিত মেয়র'স ফুটবল কাপ ২০২৬ শেষ হয়েছে জমজমাট ফাইনাল, পুরস্কার বিতরণী এবং আবেগঘন শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে। দুই সপ্তাহান্তে অনুষ্ঠিত এবারের প্রতিযোগিতায় ৭৩টি দল ও প্রায় এক হাজার খেলোয়াড় অংশ নেন।

টুর্নামেন্টের উন্মুক্ত পুরুষ বিভাগে শিরোপা জিতেছে আজুরি অল স্টারস। ফাইনালে স্টেপনি ইয়ুথের বিপক্ষে প্রথমার্ধে ১-০ গোলে পিছিয়ে পড়লেও দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে ৩-১ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে তারা। নারী বিভাগের ফাইনালে গত বছরের রানার্সআপ লেডিস ইস্ট এন্ড একাডেমি এবার টাওয়ার হ্যামলেটস উইমেনস দলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

অনূর্ধ্ব-১৬ বিভাগের ফাইনালে নির্ধারিত সময়ে ভ্যালাস ও ওয়ান গোলের ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়। পরে টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে জয় পেয়ে শিরোপা জেতে ভ্যালাস।

অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগের ফাইনালে ফ্রন্টলাইন কমিউনিটির দুটি দল ব্ল্যাক ও গোল্ড মুখোমুখি হয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এই ম্যাচে ৪-০ গোলে জয় পায় ফ্রন্টলাইন ব্ল্যাক।

তবে এই ম্যাচটি শুধু শিরোপা জয়ের লড়াইয়ে সীমাবদ্ধ ছিল না। এবারের গ্রীষ্মে মিলওয়াল ডকে মর্যাদাভাবে প্রাপ্ত হারানো ফ্রন্টলাইন কমিউনিটির তরুণ অধিনায়ক বান্টা সিল্লাহর স্মরণে ম্যাচ চলাকালে খেলোয়াড় ও কর্মকর্তারা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এর আগের দিন অনুষ্ঠিত জুনিয়র বিভাগের ফাইনালগুলোতেও ছিল উত্তেজনাপূর্ণ লড়াই। জুনিয়র বিভাগে



ভ্যালাস তিনটি শিরোপা জিতে নেয়। এছাড়া মাইল এন্ড স্পোর্টিং ও সেন্ট্রাল টাইগার্সও শিরোপা জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করে।

খেলাধুলার মাধ্যমে কমিউনিটিকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগ

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, “মেয়র'স ফুটবল কাপ তৃণমূল পর্যায়ের ফুটবলের এক চমৎকার আয়োজন। খেলাধুলার শক্তির মাধ্যমে এটি বিভিন্ন কমিউনিটিকে একত্রিত করে। প্রতিবছর এই প্রতিযোগিতা সব বয়সী বাসিন্দাকে শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকতে, পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে এবং সুস্থ জীবনযাপনের সুফল উপভোগ করতে উৎসাহিত করে।

“এবারের প্রতিযোগিতাকে সফল করে তোলার জন্য সব খেলোয়াড়, কর্মকর্তা, অংশীদার, স্পনসর ও সমর্থকদের আন্তরিকতা ও অবদানের জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই।”



পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটসের ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর মাইয়ুম তালুকদার,

লেজার, কালচার অ্যান্ড ট্যুরিজম বিষয়ক কেবিনেট সদস্য কাউন্সিলর মিনারা খাতুন এবং টুর্নামেন্টের স্পনসর

নিজেদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বাড়াতে, প্রতিকূলতা মোকাবিলায় আত্মবিশ্বাসী

হতে এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজে লাগবে এমন অভিজ্ঞতা অর্জনে অনুপ্রাণিত করে।”

এবারের মেয়র'স ফুটবল কাপের অন্যতম আকর্ষণ ছিল সেভ (এসএইএনডি অর্থাৎ বিশেষ শিক্ষাগত চাহিদা ও প্রতিবন্ধিতা) স্পোর্টস ফেস্টিভালের প্রত্যাবর্তন। ভ্যালাস কমিউনিটি ট্রাস্টের সমন্বয়ে আপাসেন, অ্যাকসেস স্পোর্টস, ইয়াং টাওয়ার হ্যামলেটস, এনএইচএস ইস্ট লন্ডন ফাউন্ডেশন এবং লন্ডন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় এ আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়।

এদিকে মেয়র'স গার্লস স্কুল কাপের ম্যাচ আগামী ৮ অক্টোবর মাইল এন্ড স্টেডিয়ামের মিনি পিচে অনুষ্ঠিত হবে।

মেয়র'স ফুটবল কাপ ২০২৬-এর ফলাফল

অনূর্ধ্ব-৮ বিভাগে ভ্যালাস চ্যাম্পিয়ন এবং ভিক্টোরিয়া পার্ক রানার্সআপ হয়েছে। অনূর্ধ্ব-৯ বিভাগে মাইল এন্ড স্পোর্টিং চ্যাম্পিয়ন এবং ভিক্টোরিয়া পার্ক রানার্সআপ হয়েছে। অনূর্ধ্ব-১০ বিভাগে ভ্যালাস চ্যাম্পিয়ন এবং ওয়ান গোল রানার্সআপ হয়েছে। অনূর্ধ্ব-১১ বিভাগে ভ্যালাস চ্যাম্পিয়ন এবং মাইল এন্ড স্পোর্টিং রানার্সআপ হয়েছে। অনূর্ধ্ব-১২ বিভাগে সেন্ট্রাল টাইগার্স চ্যাম্পিয়ন এবং ভ্যালাস রানার্সআপ হয়েছে। অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগে ফ্রন্টলাইন ব্ল্যাক চ্যাম্পিয়ন এবং ফ্রন্টলাইন গোল্ড রানার্সআপ হয়েছে। অনূর্ধ্ব-১৬ বিভাগে ভ্যালাস চ্যাম্পিয়ন এবং ওয়ান গোল রানার্সআপ হয়েছে। উন্মুক্ত নারী বিভাগে লেডিস ইস্ট এন্ড একাডেমি চ্যাম্পিয়ন এবং টাওয়ার হ্যামলেটস উইমেনস রানার্সআপ হয়েছে। উন্মুক্ত পুরুষ বিভাগে আজুরি অল স্টারস চ্যাম্পিয়ন এবং স্টেপনি ইয়ুথ রানার্সআপ হয়েছে।

বিনিয়োগ, বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা জোরদারে মালয়েশিয়ার প্রতিনিধিদলকে স্বাগত টাওয়ার হ্যামলেটসে



বিনিয়োগ, সহযোগিতা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নতুন সুযোগ সৃষ্টি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে মালয়েশিয়ার একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানিয়েছে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল।

এই সফরটি আসে ২০২৫ সালে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের টাওয়ার হ্যামলেটসে সরকারি প্রতিনিধিদলসহ সফরের ধারাবাহিকতায়, যা দুই পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক আরও গভীর করার আগ্রহকে প্রতিফলিত করে।

হ্যামলেটস টাউন হল স্বাগত জানান। প্রতিনিধিদলকে বরোর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান পরিদর্শন করানো হয় এবং তারা টাউন হলের ঐতিহাসিক ভবনের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন। সফরকালে উভয় পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। আলোচনায় যুক্তরাজ্য ও মালয়েশিয়ার দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক, বিনিয়োগের সম্ভাবনা, কমিউনিটি উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ সহযোগিতার সুযোগগুলো গুরুত্ব পায়।

টাওয়ার হ্যামলেটস যুক্তরাজ্যের অন্যতম অর্থনৈতিকভাবে উৎপাদনশীল বরো। এখানেই অবস্থিত ক্যানারি ওয়ার্ল্ড ও অল্ডগেট ইস্ট, যা লন্ডনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ব্যবসা কেন্দ্রগুলোর মধ্যে অন্যতম। বৈঠকে কাউন্সিল কর্মকর্তারা আন্তর্জাতিক

বিনিয়োগকারীদের জন্য টাওয়ার হ্যামলেটসের আকর্ষণীয় সুযোগ-সুবিধা এবং বৈশ্বিক ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে বরোর শক্তিশালী অবস্থান তুলে ধরেন। সম্প্রতি ক্যানারি ওয়ার্ল্ডের জন্য একটি বড় সাফল্য এসেছে যখন জেপি মরগান চেজ তাদের নতুন ইউরোপীয় সদর দপ্তর টাওয়ার হ্যামলেটসে নির্মাণের পরিকল্পনা ঘোষণা করে। এই প্রকল্প আগামী বছরগুলোতে যুক্তরাজ্যের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে এবং হাজারো কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

আলোচনায় যুক্তরাজ্যে মালয়েশিয়ার উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ উপস্থিতির বিষয়টিও উঠে আসে। এর মধ্যে রয়েছে মালয়েশীয় কনসোর্টিয়ামের ঐতিহাসিক ব্যাটারসি পাওয়ার স্টেশন বিনিয়োগ এবং ওই এলাকা ঘিরে চলমান বৃহৎ

পুনর্জাগরণ প্রকল্প, যা দুই দেশের মধ্যে শক্তিশালী অর্থনৈতিক সম্পর্কের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

এই সফর মালয়েশীয় বাসিন্দাদের জন্য সহায়তা, কমিউনিটি উন্নয়ন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিনিয়োগের সুযোগ এবং মালয়েশিয়া ও টাওয়ার হ্যামলেটসের স্থানীয় কমিউনিটির মধ্যে আরও শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তোলার বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ সৃষ্টি করে। নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "ক্যানারি ওয়ার্ল্ড থেকে শুরু করে আমাদের প্রাণবন্ত কমিউনিটিগুলো পর্যন্ত - টাওয়ার হ্যামলেটস এমন একটি বরো যা আন্তর্জাতিক সংযোগ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আমি এইচ.ই. দাতো' ইন্দেদা ড. আজফার মোহাম্মদ মুস্তাফারের নেতৃত্বে মালয়েশিয়ার এই প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানাতে পেরে আনন্দিত।"

তিনি আরও বলেন, "আমরা উভয় কমিউনিটির জন্য উপকারী সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কে আরও গভীর করার নতুন সুযোগগুলো নিয়ে আলোচনা করছি। মালয়েশিয়ার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করতে, বিনিয়োগ ও সহযোগিতার নতুন ক্ষেত্র অনুসন্ধান করতে এবং এমন সংযোগ গড়ে তুলতে আমরা আগ্রহী, যা উভয় দেশের জনগণ, কমিউনিটি ও অর্থনীতির জন্য দীর্ঘমেয়াদি সুফল বয়ে আনবে।" মেয়র আরও ঘোষণা দেন যে আগামী বছরের শুরুতে কাউন্সিলের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো ইস্ট এশিয়ান হেরিটেজ মাছ আয়োজন করা হবে। এর মাধ্যমে বরোর বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি ও উদযাপন করা হবে এবং স্থানীয় মালয়েশীয় কমিউনিটিসহ পূর্ব এশীয় জনগোষ্ঠীর অবদানকে তুলে ধরা হবে।

যুক্তরাজ্য ও মালয়েশিয়ার মধ্যে ক্রমবর্ধমান দ্বিপাক্ষীয় বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে, যার মূল্য প্রায় ৬.৫ বিলিয়ন পাউন্ড। বিভিন্ন খাতে বাণিজ্য, শিক্ষা, বিনিয়োগ ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে দুই দেশের সম্পর্ক ধারাবাহিকভাবে আরও শক্তিশালী হচ্ছে।

যুক্তরাজ্যে মালয়েশিয়ার হাইকমিশনার এইচ.ই. দাতো' ইন্দেদা ড. আজফার মোহাম্মদ মুস্তাফার বলেন, "টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলে মেয়র লুৎফুর রহমান, শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা এবং ক্যানবিনেট সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পেরে আমি আনন্দিত। এই সফর মালয়েশিয়া ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী, গভীর এবং ইতিবাচক সম্পর্কের প্রতিফলন।"

তিনি আরও বলেন, "আন্তর্জাতিক সম্পর্কগুলো প্রকৃত অর্থে স্থানীয় কমিউনিটির পর্যায়েই সবচেয়ে বেশি বিকশিত হয়। টাওয়ার হ্যামলেটস একটি প্রাণবন্ত, বৈচিত্র্যময় এবং গতিশীল বরো। কমিউনিটি উন্নয়ন, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং স্থানীয় উদ্যোগের মতো ক্ষেত্রে নতুন ও পারস্পরিকভাবে লাভজনক সহযোগিতার সুযোগ অনুসন্ধানের পাশাপাশি আমরা বিদ্যমান শক্তিশালী সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিতে আগ্রহী। ঘনিষ্ঠভাবে একসঙ্গে কাজ করার মাধ্যমে আমরা মালয়েশীয় প্রবাসী জনগোষ্ঠী এবং টাওয়ার হ্যামলেটসের বৃহত্তর কমিউনিটির জন্য অর্থবহ সুযোগ সৃষ্টি করতে পারি।"

এই সফর টাওয়ার হ্যামলেটস ও মালয়েশিয়ার মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ককে আরও জোরদার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে বিনিয়োগ, বাণিজ্য, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার নতুন দ্বার উন্মোচনের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

ঢাকায় জমকালো আয়োজনে গ্লোবাল ভিশনারি বিজনেস লিডার অ্যাওয়ার্ড পেলেন তাজুল ইসলাম



স্টাফ রিপোর্টার, ঢাকা: ব্যবসায়িক নেতৃত্ব, উদ্যোক্তা কার্যক্রম, সমাজসেবা ও মানবিক উদ্যোগে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে 'গ্লোবাল ভিশনারি বিজনেস লিডার অ্যাওয়ার্ড-২০২৬' পেয়েছেন রয়্যাল লাইফ ইন্টারন্যাশনাল রিয়েল এস্টেট এলএলসি-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম।

গুরুত্বপূর্ণ (২৫ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় ঢাকার আগারগাওয়ে অবস্থিত বাংলাদেশ-চীন ফ্রেন্ডশিপ কনফারেন্স সেন্টারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে এ সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। গ্লোবাল লাইফস্টাইল অ্যান্ড ফ্যাশন ম্যাগাজিনের উদ্যোগে এবং 'ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন'-এর পক্ষ থেকে এ সম্মাননা প্রদান করা হয়। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ব্যবসা ও করপোরেট খাতে অবদান, উদ্যোক্তা কার্যক্রম, সামাজিক কর্মকাণ্ড এবং মানবিক উদ্যোগসহ বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় নিয়ে জুরি বোর্ডের বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মোহাম্মদ তাজুল ইসলামকে এ পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করা হয়।

রিয়েল এস্টেট ব্যবসার পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যবসায়িক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। তাঁর নেতৃত্বে রয়্যাল লাইফ ইন্টারন্যাশনাল রিয়েল



এস্টেট এলএলসি আন্তর্জাতিক পরিসরে ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কাজ করছে।

ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক উদ্যোগেও তাঁর সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে আয়োজকরা জানান। উদ্যোক্তা কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখার পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টিকেও তিনি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন বলে তারা উল্লেখ করেন।

পুরস্কার গ্রহণের পর অনুভূতি ব্যক্ত করে মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেন, "ব্যবসায়িক সাফল্যের পাশাপাশি সমাজ ও মানুষের জন্য কাজ করার সুযোগকে আমি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত মনে করি। এ ধরনের স্বীকৃতি ভবিষ্যতে আরও দায়িত্বশীলভাবে কাজ করার অনুপ্রেরণা জোগায়।"

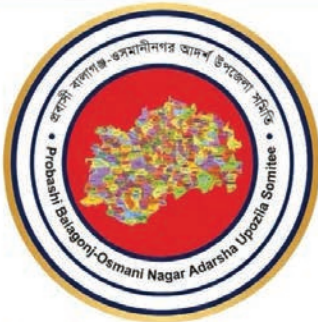
তিনি তাঁর ব্যবসায়িক পথচলায় পরিবার, সহকর্মী, ব্যবসায়িক অংশীদার ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

তাজুল ইসলাম বলেন, ভবিষ্যতেও ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সমাজ ও মানুষের কল্যাণে কাজ করার সুযোগকে তিনি গুরুত্ব দিতে চান।

আয়োজকদের মতে, 'গ্লোবাল ভিশনারি বিজনেস লিডার অ্যাওয়ার্ড-২০২৬' মোহাম্মদ তাজুল ইসলামের ব্যবসায়িক, উদ্যোক্তা ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। এ সম্মাননা তাঁর ভবিষ্যৎ উদ্যোক্তা কার্যক্রমে আরও উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জোগাবে বলে তারা আশা প্রকাশ করেন।



প্রবাসী বালাগঞ্জ ওসমানীনগর আদর্শ উপজেলা সমিতি



**Assalamu Alaikum,
Dear Members,**

**You are cordially invited to the Annual General Meeting 2026 of
Probashi Balagonj-Osmani Nagar Adarsha Upazila Somitee.**

AGENDA

1. Recitation from Holy Quran
2. Apologies for absence
3. Welcome speech by President
4. Minutes of the last meeting
5. General Secretary's Report
6. Treasurer's Financial Report
7. Any Other Business (AOB)

26th October 2026

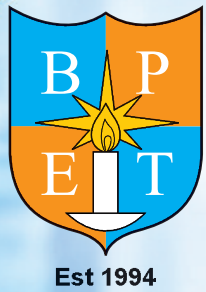
Monday, 6:30 PM

VENUE:

**Micro Business Centre
50B Greatorex St,
London E1 5NP**

We look forward to your presence at this important meeting.

**Regards,
Azadur Rahman Azad
General Secretary
07535 703271 ☎**



BISHWANATH PROBASHI EDUCATION TRUST UK

Election 2026

"We kindly ask for your vote, support, and prayers in the upcoming election."

MISBAH – MOHABBATH – NASAR *Panel*



Misbah Uddin
Chairperson



Mohammad Mohabbath Sheikh
General Secretary



Nasar Ali (Lilu)
Treasurer



Azom Khan
Vice Chairperson



Akhlaqur Rahman
Vice Chairperson



Abdur Rahim Ronju
Assistant Secretary



Shah Nurul Alam Nahin
Assistant Secretary



Abul Hussain Mamun
Assistant Treasurer



Mohammed Douloth Hossain
Press & Publicity Secretary



Abdur Rob
Cultural Secretary



Shameem Ahmed
EC Member



Abdul Basith Rofi
EC Member



Aminur Rahman
EC Member



Ruhel Miah
EC Member



Muhit Miah
EC Member



Md Kamruzzaman
EC Member



Abdul Hamid
EC Member



Promoted by: Misbah-Mohabbath-Nasar Campaign Committee

বাংলা পোস্ট টিকে থাকুক প্রযুক্তির প্রবাহের সাথে



ফারুক যোশী

এ দেশে বাংলাদেশি অভিবাসী জনগোষ্ঠীর বহুমান জীবন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে কেন এসেছি এই অভিবাসনে, কেন পাড়ি দিয়েছি অনন্ত সাগর আর দুর্গম পথ? উত্তরটা খুব সহজ জীবনও জীবিকা। সেই প্রয়োজনের তাগিদেই আমরা এখানে থিতু হয়েছি, গড়ে তুলেছি নতুন ঠিকানা, নতুন জীবন।

অনেকেই হয়তো পরাজিত হইনি; বরং নতুন ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে উন্নত জীবনের স্বাদ পেয়েছি। তবুও বাংলাদেশের সবুজ ধূলিপথ, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরন্ত দিন, শৈশব-কৈশোরের স্মৃতি আমাদের তাড়িয়ে বেড়ায়। বাস্তবতার কঠিন সময়ে কখনো কখনো আত্মজিজ্ঞাসা জাগে আমরা কি বিজয়ী, নাকি পলাতক? বিজয় কিংবা পরাজয় যে নামেই দেখিনা কেন, সত্য হলো, আমরা এখানেই আছি। সবুজ-লালের পতাকা হৃদয়ে ধারণ করে সময়ের সঙ্গে এই শীত-বৃষ্টির দেশে নিজেদের পদচিহ্ন রেখে চলেছি। নিছক ভ্রমণের জন্য নয়, জীবনও জীবিকার প্রয়োজনে।

এই পরবাসে আমাদের আবাস গড়ে ওঠার ইতিহাসও একদীর্ঘ সংগ্রামের উপাখ্যান। আগের প্রজন্মের অদম্য পরিশ্রম, অধ্যবসায়ও আত্মত্যাগের ওপর দাঁড়িয়েই আজকের ব্রিটিশ-বাংলাদেশি সমাজের ভিত তৈরি হয়েছে। রাজনীতি, ব্যবসা, সংস্কৃতি, শিক্ষা কিংবা গণমাধ্যম প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই উত্তর প্রজন্মের পদচারণার পেছনে রয়েছে পূর্বসূরীদের দীর্ঘ সংগ্রাম। ঘামের সঙ্গে কোথাও কোথাও রক্তও মিশেছে এই প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে। সেই কারণেই আজ আমরা একটি অপেক্ষাকৃত শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে আছি।

এই প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে বাংলা সাংবাদিকতার ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। ব্রিটেনে বাংলা সাংবাদিকতার ধারার ইতিহাস শতবর্ষেরও বেশি পুরোনো। গবেষণায় ১৯১৬সালে প্রকাশিত 'সত্যবাণী' থেকে শুরু করে পরবর্তী দশকগুলোতে শতাধিক বাংলা পত্রিকা, সাময়িকীও বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনা বের হয়েছে। ১৯৬৯ সালে জনমত প্রকাশের মধ্য দিয়ে প্রবাসী বাঙালির সংবাদ জগত আরও সুসংগঠিত রূপ পায়। এর পর দেশের ডাক, সুরমা, নতুনদিন, দেশবার্তা, পত্রিকা, সিলেটের ডাক, বাংলাপোস্টসহ বহুপ্রকাশনা প্রবাসী বাঙালির সংবাদ, মতামতও আত্মপ্রচয়ের জায়গা তৈরি করেছে।

প্রতিটি বাংলা পত্রিকা শুধু সংবাদ পরিবেশন করেনি; এক সময় এগুলো ছিল কমিউনিটির সঙ্গে বাংলাদেশের যোগ সূত্রের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। অনেক সংবাদকর্মীর কাছে এটি ছিল পেশা, আবার অনেকের কাছে ছিল ভাষা, দেশ ও মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক ধরে রাখার এক ধরনের দায়বদ্ধতা।

কিন্তু সময় বদলেছে। বদলেছে সংবাদ গ্রহণের অভ্যাসও। প্রিন্ট মিডিয়ার জায়গা নিয়েছে টেলিভিশন, অনলাইন নিউজ পোর্টাল এবং সবচেয়ে বড় পরিসরে সামাজিক যোগাযোগ



মাধ্যম। বাংলাদেশের কোনো ঘটনা এখন লন্ডনের একজন পাঠকের কাছে পৌঁছাতে সপ্তাহ অপেক্ষা করেনা; বরং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই মোবাইল ফোনের পর্দায় চলে আসে। ফলে ব্রিটেনের সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকাগুলোর জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এখন সংবাদ পৌঁছে দেওয়া নয়, বরং সংবাদের প্রাসঙ্গিকতা, বিশ্লেষণ, কমিউনিটির নিজস্ব গল্প এবং বিশ্বাস যোগ্যতা ধরে রাখা।

প্রায় দুই দশক ধরে ব্রিটেনে বাংলাটেলিভিশনও কমিউনিটির সংবাদও বিনোদনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে। তবে তারাও অনেকাংশে বাংলাদেশের মূলধারার সংবাদও কনটেন্টের ওপরনির্ভরশীল। ফলে স্থানীয় ব্রিটিশ-বাংলাদেশি

সমাজের নিজস্ব গল্প, নতুন প্রজন্মের অভিজ্ঞতা, স্থানীয় রাজনীতি, ব্যবসা, শিক্ষা, সংস্কৃতিও অর্জনের জায়গাটি এখনও বিশেষ গুরুত্ব দাবি করে।

অন্যদিকে প্রিন্ট মিডিয়ার ঐতিহ্যগত পাঠকগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ বয়সের ভারে ধীরে ধীরে সংকুচিত হচ্ছে। নতুন প্রজন্মের বড় অংশ বাংলা পড়ার চেয়ে ইংরেজিও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। ফলে একটি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা টিকিয়ে রাখা এখন শুধু সাংবাদিকতার বিষয় নয় এটি অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত এবং প্রজন্মগত চ্যালেঞ্জও।

এই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে বাংলা পোস্ট-এর ২৪ বছরের পথচলা নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পত্রিকাটি শুধু সংবাদ প্রকাশের একটি মাধ্যম নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ব্রিটেনের বাংলাদেশি কমিউনিটির দীর্ঘ সময়ের স্মৃতি, আবেগ, অর্জন এবং বাংলাদেশের সঙ্গে

যোগাযোগের আকাঙ্ক্ষা। বাংলা পোস্ট নিজস্ব তথ্য অনুযায়ী ২০০৩ সালে ব্রিটেনের মূলধারার নিউজ এজেন্টে পৌঁছানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করেছিল এবং পরবর্তীতে মসজিদও বাংলা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন মাধ্যমে বিনামূল্যে বিতরণের দিকে এগিয়েছে।

আজ তাই প্রশ্নটি শুধু 'বাংলা পোস্ট কত দিন ছাপা হবে' এমন নয়। বরং প্রশ্ন হলো, কীভাবে বাংলা পোস্ট সময়ের সঙ্গে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করবে। কাগজের পৃষ্ঠা থেকে ওয়েব সাইট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ভিডিও, পডকাস্টকিং বা নতুন প্রজন্মের উপযোগী ডিজিটাল কনটেন্ট প্রযুক্তির প্রতিটি নতুন দরজা কে কাজে লাগিয়ে বাংলা ভাষার এই সংবাদ মাধ্যমকে এগিয়ে যেতে হবে। কারণ সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যম বদলায়, প্রযুক্তি বদলায়, পাঠকের অভ্যাস বদলায়; কিন্তু একটি কমিউনিটির নিজের গল্প বলার প্রয়োজন কখনো শেষ হয়না।

বাংলা পোস্টের ২৪ বছরের সঙ্গে তাই জড়িয়ে আছে অসংখ্য মানুষের স্মৃতিও আবেগ, বহু সংবাদকর্মীর শ্রম এবং একটি প্রজন্মের প্রবাসী জীবনের দলিল। একজন সংবাদকর্মী হিসেবে আমার প্রত্যাশা একটাই চিমে তালে হলেও বাংলা পোস্টটিকে থাকুক; তবে শুধু অতীতের ঐতিহ্য আঁকড়ে নয়, প্রযুক্তির প্রবাহের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে যাক।

সবুজ-লালের সেই সম্পর্ক, প্রবাসের এই দীর্ঘ যাত্রা এবং আমাদের কমিউনিটির নিজস্ব গল্প গুলোকে ধারণ করে বাংলা পোস্ট থাকুক আরও অনেক বছর সময়ও প্রযুক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে বদলে, কিন্তু নিজের শিকড়কে অক্ষুণ্ণ রেখে।

বাংলা পোস্ট: পথ হারায়নি, হার মানেনি

২৪তম বর্ষে পদার্পণে শুভেচ্ছা ও প্রত্যাশা



আহাদ চৌধুরী বাবু

একটি সংবাদপত্র শুধু সংবাদ প্রকাশ করে না; সময়, সমাজ ও মানুষের কথা ধারণ করে। একটি প্রজন্মের স্মৃতি, একটি কমিউনিটির ইতিহাস এবং শিকড়ের সঙ্গে মানুষের যে গভীর সম্পর্ক-একটি গণমাধ্যম সেই সম্পর্কেরও সেতুবন্ধন হয়ে উঠতে পারে। বাংলা পোস্ট তারই একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।

গৌরবময় পথচলার ২৩ বছর অতিক্রম করে ২৪তম বর্ষে পদার্পণ করছে বাংলা পোস্ট। এই দীর্ঘ যাত্রা নিছক সময়ের হিসাব নয়; এটি নানা প্রতিকূলতা, চ্যালেঞ্জ, পরিবর্তন ও প্রতিযোগিতার মধ্যেও টিকে থাকার এক সাহসী গল্প। একটি সংবাদমাধ্যমের জন্য ২৩ বছর দীর্ঘ সময়।

আর বিলেতের মতো প্রবাসভূমিতে বাংলা ভাষার একটি সংবাদপত্রকে দীর্ঘদিন ধরে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া নিঃসন্দেহে আরও কঠিন। কারণ সময় বদলেছে, বদলেছে পাঠকের সংবাদ গ্রহণের অভ্যাস। ডিজিটাল প্রযুক্তি, অনলাইন গণমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের দ্রুত বিস্তারের ফলে সংবাদপত্র শিল্প আজ বিশ্বজুড়েই এক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি।

তার ওপর রয়েছে করপোরেট বাণিজ্যের প্রভাব, বিজ্ঞাপনের সংকট, পাঠক কমে যাওয়া এবং

প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত গণমাধ্যমের প্রতিযোগিতা। তারপরও বাংলা পোস্ট তার পথ হারায়নি; বরং সময়ের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তৃতীয় বাংলার এই সমৃদ্ধ জনপদে বাঙালির কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ব্যবসা-বাণিজ্য, সাফল্য ও অর্জনকে তুলে ধরার পাশাপাশি কমিউনিটির মানুষের সঙ্গে মানুষের একটি যোগসূত্র তৈরিতে বাংলা পোস্টের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

এই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় বাংলা পোস্টের ২৪তম বর্ষে পদার্পণ নিঃসন্দেহে আনন্দ ও গর্বের বিষয়।

তবে কোনো প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ পথচলা কখনো একক কোনো ব্যক্তির প্রচেষ্টায় সম্ভব হয় না। এর পেছনে থাকে অনেক মানুষের শ্রম, ভালোবাসা, আত্মনিবেদন এবং সর্বোপরি পাঠকের আস্তা। বাংলা পোস্টের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। ঐতিহ্য ও শিকড়ের প্রতি গভীর মমত্ববোধ থেকে

২৪তম বর্ষে পদার্পণের এই শুভক্ষণে বাংলা পোস্টের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আমার প্রত্যাশা, বাংলা পোস্ট আগামী দিনেও মানুষের কথা বলবে, কমিউনিটির কথা বলবে, সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে তার অবস্থানকে আরও দৃঢ় করবে এবং প্রবাসে বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বাংলা পোস্ট পথ হারায়নি, হার মানেনি-আগামীর পথচলাও হোক আরও সাহসী, আরও সমৃদ্ধ ও আরও গৌরবময়।

লেখক :
আহাদ চৌধুরী বাবু
ভাইস প্রেসিডেন্ট
লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাব

১৯০৬ সালে সত্যবাণী প্রকাশের মধ্য দিয়ে যে ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সূচনা, পরবর্তীতে সেই ধারায় বহু সংবাদপত্রের জন্ম হয়েছে। সময়ের পরিক্রমায় অনেক সংবাদমাধ্যম হারিয়ে গেলেও কিছু পত্রিকা আজও তাদের ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। জনমত, সুরমা, পত্রিকা ও দেশসহ বিভিন্ন সংবাদপত্র নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও বাংলা সাংবাদিকতার এই ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

বিলেতে বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাস এক শতাব্দীরও বেশি পুরোনো। ১৯০৬ সালে সত্যবাণী প্রকাশের মধ্য দিয়ে যে ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সূচনা, পরবর্তীতে সেই ধারায় বহু সংবাদপত্রের জন্ম হয়েছে। সময়ের পরিক্রমায় অনেক সংবাদমাধ্যম হারিয়ে গেলেও কিছু পত্রিকা আজও তাদের ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। জনমত, সুরমা, পত্রিকা ও দেশসহ বিভিন্ন সংবাদপত্র নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও বাংলা সাংবাদিকতার এই ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

এই অভিযাত্রায় তাজ চৌধুরী, ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী, হাসানুজ্জামান উজ্জ্বল, সালেহ আহমদ, জয়নাল আবেদিন বকুল, বকসি আদনানসহ সংশ্লিষ্ট সবার অবদান স্মরণযোগ্য। তাদের পাশাপাশি বিলেতের বাংলা কমিউনিটির মানুষের ভালোবাসা, সহযোগিতা ও আস্থাই বাংলা পোস্টের দীর্ঘ পথচলার অন্যতম প্রধান শক্তি। বাংলাদেশ ও বিলেত-সুরমা আর টেমসের মধ্যে যে অদৃশ্য সেতুবন্ধন, বাংলা পোস্ট সেই সেতুরই একটি সাহসী ও স্পর্ধিত নাম।



কে এম আবু তাহের চৌধুরী

জন্য জনাব তাজ চৌধুরীর অনুরোধে আমি এগিয়ে আসি। আমি পত্রিকার পরিচালনা পরিষদে যোগ দেওয়ার জন্য আমাদের কমিউনিটির কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনুরোধ করি। তারা পত্রিকা ও কমিউনিটির সেবা করার জন্য এগিয়ে আসেন। এ সব পরিচালকরা হচ্ছেন -শেখ মোঃ মফিজুর রহমান, আলহাজ্ব এ এস মোহাম্মদ, হাজী তাহির আলী, আলহাজ্ব আব্দুল জলিল, আলহাজ্ব আনা মিয়া, শিহাবুজ্জামান কামাল, দিলাবর হোসেন ও কয়ছুর আহমদ। পত্রিকার অগ্রগতি ও সহযোগিতায় তাদের অবদান কখনও ভুলে যাওয়ার নয়।

বর্গ। বাংলা পোস্ট অফিসে যাদের সাথে মত
বিনিময় সভা করা হয়েছে তারা হচ্ছেন-অধ্যাপক
আবু সাঈদ, ডঃ কামাল হোসেন, সাবেক এটার্নি
জেনারেল রফিকুল হক, ডঃ শাহেদা ওবায়দ,

পরিশেষে আমি বাংলা পোষ্টের সাথে জড়িত সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি ও পত্রিকার সফলতা কামনা করছি।

তাইসির মাহমুদ

২৩ বছরের পথচলা হোক আগামী ২৩ বছরের নতুন প্রেরণা।
তাইসির মাহমুদ : সম্পাদক, সাপ্তাহিক দেশ ওিনিয়র-
ভাইস প্রেসিডেন্ট, মডন বাংলা প্রেস ক্লাব।



Al Mustafa Welfare Trust
Charity Number: 1118492

If you wish to donate for a camp in your chosen area
please contact us

Call: +44 (0)20 8569 6444
Visit: www.almustafatrust.org



Bangla Post Unit - S7, The Whitechapel Centre 85 Myrdle Street, London E1 1HL Tel: News - 0203 488 7990 Sales - 0203 633 2545 Email: info@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk	
Honorary Chairman Sheikh Md. Mofizur Rahman Founder & Managing Director Taz Choudhury Marketing Director Mustak Babul	
Board of Directors Kamruz Zaman Shuheb Gulam Kibria Oyes	
Advisers Mahee Ferdhaus Jalil Tafazzal Hussain Chowdhury Shofi Ahmed Abdul Jalil	
Editor in Chief Taz Choudhury Editor Barrister Tareq Chowdhury News Editor Hasanul Hoque Uzzal Sub Editor Shaleh Ahmed Head of Marketing Md Joynal Abedin	
Sylhet Bureau Chief Md Moin Uddin Monju Dubai Correspondent Md Sarwar Uddin Rony Birmingham Correspondent Atikur Rahman	
Dhaka Office Mohammed Abid Hossain Md Zakir Hossen Sylhet Office Abdul Aziz Zafran	



দত্তক আইন প্রণয়ন জরুরি

দত্তক কোনো পণ্য লেনদেনের বিষয় নয়; এটি একটি শিশুর ভবিষ্যৎ, নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করার মানবিক প্রক্রিয়া। অথচ বাংলাদেশে দত্তক গ্রহণের জন্য সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ বেসামরিক আইনি কাঠামো না থাকায় সেই প্রক্রিয়াই এখন নানা অনিয়ম ও ঝুঁকির মুখে পড়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দত্তকের নামে শিশু কেনাবেচার যে চিত্র প্রকাশ্যে এসেছে, তা নিছক বিচ্ছিন্ন কিছু অনিয়ম হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। এটি রাষ্ট্রের শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্বলতার দিক নির্দেশ করে। একটি শিশু কোনো পণ্য নয় যে তার জন্য ক্রেতা খোঁজা হবে, দরদাম হবে এবং অর্থের বিনিময়ে হস্তান্তর করা হবে। সে একজন অধিকারসম্পন্ন মানুষ। তার ভবিষ্যৎ নির্ধারণের দায়িত্ব ব্যক্তি, দালাল বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অনিয়ন্ত্রিত বাজারের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না। রাষ্ট্রকে তাই এখনই উদ্যোগ নিতে হবে-যাতে একটি শিশুকে

পরিবার দেওয়ার মানবিক আকাঙ্ক্ষা কোনোভাবেই শিশু কেনাবেচার অবৈধ বাণিজ্যে পরিণত না হয়। নিরাপদ, স্বচ্ছ ও আইনসম্মত দত্তকের পথ তৈরি করাই হতে পারে সেই উদ্যোগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। সাম্প্রতিক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে দত্তকের নামে শিশু কেনাবেচার যে চিত্র উঠে এসেছে, তাতে উদ্ভিন্ন না হওয়ার কোনো কারণ নেই। প্রতিবেদনে ফেসবুকে এ ধরনের ৩৯টি প্রকাশ্য গ্রুপের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং ২৮৮টি পোস্ট পর্যালোচনা করা হয়েছে। বেশির ভাগ গ্রুপের সদস্যসংখ্যা কয়েক শ, আবার ২০ হাজার সদস্যের গ্রুপও আছে। এসব তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে নিঃসন্তান দম্পতিদের সন্তান লালন-পালনের আকাঙ্ক্ষাকে পুঁজি করে দেশে বড় বাণিজ্যিক চক্র গড়ে উঠেছে। শিশু কেনাবেচার এই চক্র শুধু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেই সীমাবদ্ধ নয়। এক নারী দালাল জানিয়েছেন, তিনি ও তাঁর সহযোগীরা বিভিন্ন হাসপাতালে এমন অন্তঃসত্তা নারীদের খুঁজে বের করেন,

যাঁরা সন্তান রাখতে চান না। পরে একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সন্তান জন্মের আগপর্যন্ত তাঁদের দেখভালের ব্যবস্থা করা হয়। সন্তান বিক্রি করা প্রত্যেকেই যে পেশাদার দালাল, এমনটা নয়। কিছু ক্ষেত্রে শিশুর ভরণপোষণের সমর্থ, এমন অভিভাবকেরাও এর সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে প্রতারণার ঘটনাও ঘটছে। উদ্বেগজনক বিষয় হচ্ছে, এ ধরনের প্রতারণা ও অনিয়ম ঠেকাতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর তৎপরতা এখনো দৃশ্যমান নয়। বাংলাদেশ দণ্ডবিধিতে অনৈতিক বা অবৈধ উদ্দেশ্যে শিশু বিক্রি বা কেনার শাস্তির বিধান রয়েছে। মানব পাচারবিষয়ক নতুন আইনেও অসৎ উদ্দেশ্যে দত্তক নেওয়াকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। অথচ পুলিশ বলছে, শিশু কেনাবেচার বিষয়ে তারা নির্দিষ্ট অভিযোগ পায়নি। বাস্তবতা হলো, ক্রেতা ও বিক্রেতা দুজনই যখন সম্মত থাকেন, তখন অভিযোগ করারও কেউ থাকে না। ফলে এসব শিশু শেষ পর্যন্ত কোথায়

যাচ্ছে, তাদের কী কাজে জড়ানো হচ্ছে, তার কোনো নজরদারি থাকছে না। আমরা মনে করি, শিশু কেনাবেচা ঘিরে যে ডিজিটাল প্রতারণা চলছে, ফেসবুকের মালিক প্রতিষ্ঠান মেটার সেই দায় রয়েছে। শিশু বিক্রি বা অবৈধ দত্তক নেওয়ার সুযোগ করে দেয়-এমন আধেয় মেটার নিজস্ব নীতিমালার পরিপন্থী। অথচ প্রতিবেদনে যে গ্রুপগুলোর সন্ধান পাওয়া গেছে, সেগুলো সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর উচিত মেটাকে এসব গ্রুপ সরিয়ে নিতে বলা। আমরা মনে করি, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে অনলাইনে শিশু কেনাবেচার মতো আইনবহির্ভূত কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। এই অবৈধ বাণিজ্য বন্ধে সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। আমরা মনে করি, বাংলাদেশে সব ধর্মের মানুষের জন্য শিশু দত্তকের একটি সাধারণ (সিভিল) আইনি কাঠামো চালুর বিষয়টি সরকারকে গুরুত্ব দিয়ে ভাবা উচিত।

ড. একেএম আহসান উল্লাহ

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নিউইয়র্ক সফরকে শুধু একটি ভাষণ বা কয়েকটি সৌজন্য সাক্ষাতের হিসাবে দেখলে এর গুরুত্ব বোঝা যাবে না। সফরে তিনি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অগ্রাধিকার বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরছেন, রোহিঙ্গা সংকটে নতুন করে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ চেয়েছেন এবং বিভিন্ন দেশের নেতাদের সঙ্গে সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ তৈরি করেছেন। তবে কূটনীতির অর্জন বিচার করতে দুটি প্রশ্ন আলাদা রাখা প্রয়োজন : বাংলাদেশ কী বক্তব্য দিয়েছে, আর সেই বক্তব্যের ফলে কী বাস্তব সিদ্ধান্ত হয়েছে? প্রথম প্রশ্নে সফরটি তাৎপর্যপূর্ণ; দ্বিতীয়টির উত্তর মিলবে আগামী মাসগুলোতে।

২৪ সেপ্টেম্বর সাধারণ পরিষদের সাধারণ বিতর্কে প্রধানমন্ত্রী বাংলায় ভাষণ দেন। সেখানে তিনি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন এবং সবার জন্য সমান সুযোগের কথা বলেন। সরকার রাষ্ট্র মেরামতে ‘পুনরুদ্ধার, পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পুনর্গঠন’-এ তিন ধাপের কৌশল অনুসরণ করছে বলেও জানান।

একটি নতুন সরকারের জন্য বিশ্বমঞ্চে নিজের অগ্রাধিকার স্পষ্ট করা জরুরি। কারণ আন্তর্জাতিক অংশীদাররা শুধু বিনিয়োগের সম্ভাবনা দেখেন না; নীতির ধারাবাহিকতা, প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা ও জনগণের অধিকার রক্ষার অঙ্গীকারও বিবেচনা করেন। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ সেই আলোচনার একটি ভিত্তি তৈরি করেছে।

ভাষণের আন্তর্জাতিক অংশে তিনি সংঘাত নিরসনে আলোচনা ও কূটনীতির ওপর জোর দেন। ফিলিস্তিনি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের ভূমিকা এবং নিরাপদ ও নিয়মিত অভিবাসনের প্রয়োজনীয়তাও তুলে ধরেন। এগুলো বাংলাদেশের পরিচিত অবস্থান হলেও বর্তমান অস্থির বিশ্বে পুনর্ব্যক্ত করার মূল্য আছে। বিশেষ করে অভিবাসীদের অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্নটি বাংলাদেশকে আরও ধারাবাহিকভাবে তুলতে হবে। প্রবাসী শ্রমিকের অবদান স্বীকার করাই যথেষ্ট নয়; নিয়োগে প্রতারণা, কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন এবং প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ নিয়েও গন্তব্য দেশগুলোর সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা প্রয়োজন।

সফরের সবচেয়ে সুস্পষ্ট কূটনৈতিক উদ্যোগ ছিল রোহিঙ্গা সংকটকে সাধারণ ভাষণের পাশাপাশি একটি পৃথক উচ্চপর্যায়ের আলোচনায় স্থান দেওয়া। বাংলাদেশ ও গাম্বিয়ার যৌথ আয়োজনে ২৩ সেপ্টেম্বরের ওই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী পাঁচটি জরুরি পদক্ষেপ প্রস্তাব করেন : নিরাপদ, স্বচ্ছামূলক ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবর্তনের বিশ্বাসযোগ্য রূপরেখা; মিয়ানমারে সহিংসতা বন্ধ ও অধিকার নিশ্চিত করা; রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা জনগোষ্ঠীর জন্য পূর্বানুমোদিত মানবিক সহায়তা; ন্যায়বিচার ও জবাবদিহি; এবং মানবপাচার, মাদক অর্থনীতি ও অন্যান্য আন্তঃসীমান্ত অপরাধ মোকাবিলায় সহযোগিতা। সাধারণ পরিষদের ভাষণেও তিনি বলেন, সংকটের উৎস মিয়ানমারে এবং টেকসই সমাধানের শর্তও সেখানেই তৈরি করতে হবে।

এ প্রস্তাবের শক্তি হলো, এতে প্রত্যাবর্তনকে কেবল বাংলাদেশ

বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের বার্তা : এখন কূটনৈতিক বাস্তবায়নের পালা

থেকে মানুষ সরিয়ে নেওয়ার বিষয় হিসাবে দেখা হয়নি। নিরাপত্তা, অধিকার, মানবিক সহায়তা এবং জবাবদিহিকে একই আলোচনায় আনা হয়েছে। কিন্তু পাঁচ দফা ঘোষণাই রোহিঙ্গাদের ফেরার পরিস্থিতি তৈরি করে না। মিয়ানমারে কারা তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে, অধিকার কীভাবে স্বীকৃতি পাবে এবং আন্তর্জাতিক পক্ষগুলো অগ্রগতি কীভাবে যাচাই করবে-এসবের উত্তর এখনো দরকার। সফরটি সফল হতে হলে বাংলাদেশকে প্রস্তাবগুলোর জন্য সময়সীমা, দায়িত্বপ্রাপ্ত পক্ষ এবং নিয়মিত পর্যালোচনার ব্যবস্থা আদায়ের চেষ্টা করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং ন্যায্য জ্বালানি রূপান্তর নিয়ে উচ্চপর্যায়ের আলোচনায় গভীরতর নিঃসরণ ভ্রাস, সহজলভ্য অভিযোজন অর্থায়ন ও প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার চান। সাধারণ পরিষদের ভাষণে তিনি জলবায়ু ন্যায়বিচার, স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের পর সহায়তা এবং নতুন প্রযুক্তিতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ন্যায্য অংশগ্রহণের কথাও বলেন

দ্বিপক্ষীয় বৈঠকগুলো সফরের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক। তুরস্কের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, ক্রোয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দক্ষ জনশক্তি ও প্রযুক্তি এবং থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বাণিজ্য, পেশাজীবীদের কর্মসংস্থান, প্রযুক্তি ও সাইবার অপরাধ মোকাবিলা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। থাইল্যান্ডের সঙ্গে আলোচনায় আসিয়ানের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রস্তাবিত অংশীদারত্ব ও সংলাপের বিষয়ও উঠেছে। ভুটান, মালদ্বীপ, হাইতি ও পাকিস্তানের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক আঞ্চলিক এবং বৃহত্তর আন্তর্জাতিক যোগাযোগের পরিসর বাড়িয়েছে। কুয়েতের যুবরাজের সঙ্গেও প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক হয়েছে। এসব

সাক্ষাৎ একেকটি দরজা খুলতে পারে; কোন দরজা দিয়ে বাস্তব সহযোগিতা এগোবে, তা নির্ভর করবে পরবর্তী আলোচনার ওপর। জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেসের সঙ্গে বৈঠক এবং মিয়ানমারবিষয়ক তার বিশেষ দূত ও শরণার্থী সংস্থার নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা রোহিঙ্গা প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকে উন্নয়ন অগ্রাধিকার নিয়ে কথা হয়েছে। অন্যদিকে নিউইয়র্কে বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে আলোচনা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা তুলে ধরার সুযোগ দিয়েছে। এখানে সত্যক ভাষাই যথার্থ : আলোচনা হয়েছে মানেই অর্থায়ন, বিনিয়োগ বা নীতিগত সমর্থন চূড়ান্ত হয়েছে, এমন নয়। অর্জন হলো সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা এবং বাংলাদেশের প্রস্তাব তাদের সামনে রাখা। জলবায়ু বিষয়েও সফরটির একটি স্পষ্ট বার্তা ছিল। প্রধানমন্ত্রী সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং ন্যায্য জ্বালানি রূপান্তর নিয়ে উচ্চপর্যায়ের আলোচনায় গভীরতর নিঃসরণ ভ্রাস, সহজলভ্য অভিযোজন অর্থায়ন ও প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার চান। সাধারণ পরিষদের ভাষণে তিনি জলবায়ু ন্যায়বিচার, স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের পর সহায়তা এবং নতুন প্রযুক্তিতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ন্যায্য অংশগ্রহণের কথাও বলেন। বিষয়গুলো পরস্পর যুক্ত : জলবায়ু ঝুঁকি সামলানো, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশের নির্ভরযোগ্য আন্তর্জাতিক অংশীদারত্ব প্রয়োজন। এখন সরকারের কাজ হবে সফরের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার পরবর্তী ধাপ প্রকাশ করা। কোন দেশের সঙ্গে কোন বিষয়ে আলোচনা এগোবে, কোন মন্ত্রণালয় দায়িত্ব নেবে এবং কবে অগ্রগতি পর্যালোচনা হবে-এ তথ্য জানা গেলে সফরের মূল্যায়নও সহজ হবে। রোহিঙ্গা প্রশ্নে নিয়মিত আন্তর্জাতিক যোগাযোগ, শ্রম অভিবাসনে অধিকারভিত্তিক চুক্তি, জলবায়ু অর্থায়নে নির্দিষ্ট প্রস্তাব এবং বিনিয়োগে বাস্তব বাধা দূর করার পদক্ষেপ প্রয়োজন। একই সঙ্গে দেশে সুশাসন ও নীতির স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে হবে; বিদেশে দেওয়া প্রতিশ্রুতির বিশ্বাসযোগ্যতা শেষ পর্যন্ত দেশের কাজ দিয়েই গড়ে ওঠে। প্রধানমন্ত্রীর প্রথম সাধারণ পরিষদ ভাষণ বাংলাদেশকে তার অগ্রাধিকার নিজের ভাষায় বলার সুযোগ দিয়েছে। একাধিক দ্বিপক্ষীয় বৈঠক সেই বক্তব্যকে সহযোগিতার আলোচনায় নিয়ে গেছে। এটাই সফরের তাৎক্ষণিক অর্জন। এর দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য নির্ধারিত হবে তখন, যখন ঘোষিত রূপরেখা রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তায়, আলোচিত অংশীদারত্ব কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগে, আর জলবায়ু দাবিগুলো বাস্তব সহায়তায় রূপ নেবে। বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের কথা শোনা গেছে; এখন সেই কথার পক্ষে ধারাবাহিক কূটনৈতিক কাজ দেখানোর সময়।

সুনামগঞ্জে আপত্তির মুখে খেলতে পারলেন না সিলেটের কিশোরীরা

সুনামগঞ্জ সংবাদদাতা : সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিতব্য কিশোরীদের একটি ফুটবল ম্যাচ স্থগিত করা হয়েছে। সোমবার (৫ অক্টোবর) বিকেলে ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল। তবে খেলাটি একটি পক্ষের আপত্তির মুখে স্থগিত করেছেন আয়োজকেরা। আয়োজক সূত্রে জানা যায়, সোমবার (৫ অক্টোবর) বিকেলে দিরাই উপজেলা স্টেডিয়ামে সিলেটের জারা স্পোর্টিং ক্লাবের সাথে স্বপ্নচূড়া স্পোর্টিং ক্লাবের মেয়েদের একটি ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল। ম্যাচ খেলতে সিলেটের ওই ক্লাব দিরাইয়ের ম্যাচ ভেনুতেও গিয়েছিল। কিন্তু খেলা স্থগিত হওয়ায় মন খারাপ নিয়ে বাড়ি ফিরতে হচ্ছে খেলোয়াড়দের।



স্থানীয় সূত্র জানায়, দিরাই স্টেডিয়ামে মেয়েদের ওই ফুটবল ম্যাচকে কেন্দ্র করে কয়েকজন লোক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) অফিসে গিয়ে খেলা বন্ধের দাবি জানান। পরবর্তীতে সোমবার (৫ অক্টোবর) সকালে উপজেলা প্রশাসন থেকে বলা হয়, যেহেতু দুটি পক্ষই দিরাইয়ের বাসিন্দা, তাই আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতা করে খেলতে হবে, না হলে খেলা স্থগিত করতে হবে। খেলা বন্ধের দাবি জানানো দিরাই ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি শরিফ উদ্দিন জানান, 'মহিলাদের নিয়ে মাঠে নাচানাচি, অশ্লীলতা হবে এটা আমরা মানতে পারি না। এর আগে আমার দেখিনি। আমরা খেলাধুলার বিরোধী নই, আমরা অশ্লীলতার বিরোধী। আগে শুনেছিলাম কিশোরীরা ফুটবল খেলবে। এখন

মাইকিং করে বলা হচ্ছে, মহিলাদের ফুটবল খেলা। দিরাইয়ে এর আগে এভাবে মহিলাদের কোনো ফুটবল খেলা হয়নি।' খেলার আয়োজক রাফিক আহমেদ ভূঁইয়া বলেন, 'স্বপ্নচূড়া স্পোর্টিং ক্লাবটি ২০১৯ সালে যাত্রা শুরু করে। ওই সময় আমাদের আমন্ত্রণে দেশের ৭ জেলার মেয়েদের ৭টি ফুটবল দল দিরাইয়ে এসে খেলে গেছে। স্বপ্নচূড়ার মেয়েরাও ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে খেলেছে। জাতীয়াভাবেও তারা বিভিন্ন খেলায় অংশ নিয়েছে। আজ দুপুরে পুলিশের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে যোগাযোগ করেছি। পুলিশের পক্ষ থেকে খেলা স্থগিত করতে বলা হয়। তাই বাধ্য হয়ে তিনি খেলা স্থগিত করা হয়েছে।'

এ ব্যাপারে দিরাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সনজীব সরকার জানান, দিরাইয়ে খেলা আয়োজন প্রসঙ্গে চার-পাঁচদিন আগে একজন বলেছিলেন। পরে অন্য একটি পক্ষ নারীদের এই খেলার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। যেহেতু দুই পক্ষই দিরাইয়ের বাসিন্দা, তাই আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতা করে খেলতে বলা হয়েছিল। এখন আয়োজকেরা জানিয়েছেন, তাঁরা নিজেরাই খেলাটি স্থগিত করেছেন। এদিকে সিলেট থেকে দিরাইয়ে গিয়েও ম্যাচ খেলতে না পারায় মন খারাপ জারা স্পোর্টিং ক্লাবের খেলোয়াড়দের। দলটির কোচ বশির উদ্দিন জানান, আমরা ম্যাচ খেলতে নির্ধারিত সময়েই দিরাইয়ে পৌঁছেছি। এখন জেনেছি খেলা হবে না। মেয়েরা মন খারাপ করেছে। খেলা না হওয়ায় আমরা সিলেট রওয়ানা দিয়েছি।'

সেপ্টেম্বরে সিলেটের সড়কে ২৬ প্রাণহানি, ৫১ আহত

সিলেট অফিস : সিলেটের সড়কে দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি কিছুটা কমলেও কমেনি ঝুঁকি। সেপ্টেম্বর মাসে বিভাগের চার জেলায় ২৬টি সড়ক দুর্ঘটনায় ২৬ জন নিহত ও ৫১ জন আহত হয়েছেন। নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) সিলেট বিভাগীয় কমিটির সেপ্টেম্বর মাসের প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। রোববার (৪ অক্টোবর) প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়।

এর আগে আগস্টে সিলেট বিভাগে ৩৫টি দুর্ঘটনায় ৪৭ জন নিহত ও ১২২ জন আহত হয়েছিলেন।

জেলাভিত্তিক হিসাবে সবচেয়ে বেশি প্রাণহানি হয়েছে মৌলভীবাজারে। সেখানে নয়টি দুর্ঘটনায় ১১ জন নিহত ও আটজন আহত হয়েছেন। সিলেটে আট দুর্ঘটনায় সাতজন নিহত ও ১০ জন আহত, হবিগঞ্জে পাঁচ দুর্ঘটনায় ছয়জন নিহত ও ১০ জন আহত এবং সুনামগঞ্জে চার দুর্ঘটনায় দুইজন নিহত ও ২৩ জন

আহত হয়েছেন। প্রতিবেদন অনুযায়ী, নিহতদের মধ্যে ১০ জন মোটরসাইকেল চালক ও আরোহী, ১১ জন সিএনজি-টমটমের চালক ও আরোহী, ১০ জন চালক এবং দুইজন পথচারী ছিলেন। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি উল্টে, মুখোমুখি সংঘর্ষ এবং গাছ ও বৈদ্যুতিক ঝুঁটির সঙ্গে ধাক্কা এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিসচা প্রতিবেদনে দুর্ঘটনার প্রধান কারণ হিসেবে অতিরিক্ত গতি, অনুমোদনহীন ও ফিটনেসবিহীন যানবাহন, মানসম্মত হেলমেটের ব্যবহার না করা, পথচারীদের অসচেতনতা ও সড়কের নির্মাণকৌশল দায়ী করা হয়েছে। নিসচা সিলেটের সদস্যসচিব জহিরুল ইসলাম মিশু জানান, স্থানীয় ও জাতীয় সংবাদমাধ্যম এবং নিসচার বিভিন্ন শাখার তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে। এর আগে আগস্টে সিলেট বিভাগে ৩৫টি দুর্ঘটনায় ৪৭ জন নিহত ও ১২২ জন আহত হয়েছিলেন। সে তুলনায় সেপ্টেম্বরে দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি কমলেও সড়কে মৃত্যুর ধারাবাহিকতা এখনো উদ্বেগজনক।

১৫ ডিসেম্বর সিলেট মুক্ত দিবস সাড়ম্বরে উদযাপনের প্রস্তুতি, স্পিকার প্রধান অতিথি

সিলেট অফিস : আগামী ১৫ ডিসেম্বর সিলেট মুক্ত দিবস ব্যাপকভাবে উদযাপনের প্রস্তুতি নিয়েছে সিলেট জেলা পরিষদ। এ উপলক্ষে এক প্রস্তুতিমূলক সভা গত রোববার অনুষ্ঠিত হয়। জেলা পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন সিলেট জেলা পরিষদের প্রশাসক আবুল কাহের চৌধুরী শাহীম। সভাপতির বক্তব্যে জেলা পরিষদের প্রশাসক বলেন, সিলেট মুক্ত দিবস ব্যাপকভাবে উদযাপনে সকলের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা প্রয়োজন। সভায় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের কাছ থেকে যে পরামর্শ ও প্রস্তাব এসেছে, সেগুলো বাস্তবায়নে পরবর্তী সময়ে একটি উদযাপন কমিটি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন উপকমিটি গঠন করা হবে। তিনি বলেন, অনুষ্ঠানকে সফল করতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসভিত্তিক স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রচার, ব্যবস্থাপনা ও সংবর্ধনাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম নেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। একই সঙ্গে সিলেটে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী ও রণাঙ্গনের যোদ্ধাদের স্মৃতিচারণ ও লেখা সংরক্ষণ করে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে দ্রুত কাজ শুরু করা হবে এবং অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে ডিসেম্বরের আগে আরও কয়েকটি পরামর্শ সভা করা হবে বলে তিনি জানান।

সিলেট জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সন্দীপ কুমার সিংহের সম্মেলনায় অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন সিলেট সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক ও সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী, সিলেট ওয়াসার চেয়ারম্যান ও বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মিস্তাহ সিদ্দিকী, সিলেট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রেজাউল হাসান কয়েস লোদী, জালালাবাদ গ্যাসের পরিচালক ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি সিলেট ইউনিটের ভাইস চেয়ারম্যান বদরুজ্জামান সেলিম, সিলেট মহানগর বিএনপির সভাপতি নাসিম হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ হোসেন চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা সদর উদ্দিন চৌধুরী, এডভোকেট বেদানন্দ ভট্টাচার্য ও রফিকুল হক, সিলেট প্রেসক্লাব সভাপতি মুকতাবিস-উন-নূর। সাবেক সভাপতি ইকবাল সিদ্দিকী ও আহমেদ নূর, জেলা বারের সভাপতি এডভোকেট গোলাম ইয়াহইয়া চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট জুবায়ের বখত জুবের, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মাসুদ রানা, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খুশনুর রুবায়েয়া, সিলেট চেম্বার অব কমার্সের প্রশাসক এজাজ আহমেদ চৌধুরী, মহানগর মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি সালেহ আহমেদ খসরু, সিলেট প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, ড্যাব সিলেটের সভাপতি প্রফেসর ডা. মো: নাজমুল ইসলাম, সিলেট জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আশরাফুজ্জামান পিপিএম, এসএমপি সহকারী পুলিশ কমিশনার মো: আবু সাঈদ, সিলেট জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী মখলিছুর রহমান, সিলেট মহানগর মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস শহীদ খান, ডেপুটি কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা মনাফ খান, এলজিইডি নির্বাহী প্রকৌশলী মো: মামুন খান, ডা: মো: জহিরুল ইসলাম অচিরপুরী, সড়ক ও জনপথ



বিভাগের উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী সালাহ উদ্দিন সোহাগ, আনসার ভিডিপি সিলেট জেলা কমান্ড্যান্ট শাহ নেওয়াজ সোসেন, ফায়ার সার্ভিস সিনিয়র স্টেশন অফিসার মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন, সিভিল সার্জন প্রতিনিধি ডা: মো: এহসানুল ইসলাম, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা আব্দুল কুদ্দুছ বুলবুল, বাংলাদেশ বেতার সিলেট কেন্দ্রের সহকারী পরিচালক, ইকবাল হোসাইন, আঞ্চলিক তথ্য অফিস সিলেটের তথ্য সহকারী মাহমুদুল ইসলাম ও ডি রানী সুব্রধা, জেলা শিক্ষা অফিসের ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর মেঘনাথ চক্রবর্তী, শিল্পকলা একাডেমির প্রতিনিধি প্রতীক এন্দ, জেলা বিএনপি যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট হাসান আহমদ পাটোয়ারী রিপন, জেলা মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি লে. অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক শিহাব আহমদ শিহাব, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক আব্দুল আহাদ খান জামাল, সিলেট মহানগর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব আফসার হোসেন খান, জেলা মহিলা

দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি তাহমিন শারমিন তামান্না, সাধারণ সম্পাদক ফাহিমা আহাদ কুমকুম, মহানগর মহিলাদলের সভাপতি নিগার সুলতানা ডেইজি, সাধারণ সম্পাদক ফাতেমা জামান রুজি, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম টিপু, মহানগর যুবদলের সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন দিনার, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি জুবের আহমদ, মহানগর ছাত্রদলের সভাপতি সুদীপ জ্যোতি এষ, সাধারণ সম্পাদক ফজলে আহসান রাব্বী, মহানগর জাসাসের সভাপতি রাসেল আহমদ, সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম সিরাজ, জেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক রায়হান এইচ খান, সিলেট প্রেসক্লাবের সিনিয়র সহ-সভাপতি এম এ হান্নান, মোহাম্মদ গোলজার আহমদ, এম সাইফুর রহমান তালুকদার, ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হুমায়ুন কবির লিটন, সাধারণ সম্পাদক আশকার আমীন রাফি, বাংলাদেশ প্রতিদিন-এর সিলেট ব্যুরো প্রধান শাহ দিদারুল আলম

নবেল, সিলেট নজরুল পরিষদের আহবায়ক আমিরুল ইসলাম বারু, কথাকলি, সিলেটের সভাপতি নীলজ্ঞান দাস টুকু, সম্মিলিত নাট্য পরিষদের প্রধান পরিচালক শামসুল বাসিত শেরো, আমিনুল ইসলাম লিটন, অ্যাডভোকেট সমর বিজয় সী শেখর প্রমুখ। সভায় সিলেট সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী বলেন, সিলেট মুক্ত দিবস উদযাপন একটি স্মরণীয় উদ্যোগ। মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে এ ধরনের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ। জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বক্তব্য, স্মৃতিচারণ ও লেখনীর মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে সিলেটের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানানো সম্ভব হবে। সভায় বক্তারা আরো বলেন, ১৫ ডিসেম্বর সিলেট মুক্ত দিবস আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল ও অহংকারের দিন। নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে এবং দিনটি অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসবমুখর পরিবেশে পালনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার সদয় সম্মতি জানানোর জন্য বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার মেজর (অব:) হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রমকে ধন্যবাদ জানানো হয়। সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিরা দিনটি সফলভাবে উদযাপনে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা তুলে ধরেন এবং নিজ নিজ অবস্থান থেকে সহযোগিতা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

Smart Edge Real Estate
Where location meets opportunity

Your Trusted Partner in Dubai Property Market

Invest with confidence in one of the world's most dynamic real estate markets

Whether you're looking for:

- Off-Plan Developments
- Ready-to-Move-In Homes
- Commercial Properties

Our expert team ensures full transparency, direct access to top Dubai developers, and end-to-end support - from selection to handover.

WHY CHOOSE US?

- Exclusive Investment Opportunities
- Expert Local Knowledge
- Tailored Advice for Every Budget
- Full Legal and Transaction Support

Smart Edge Real Estate LLC
Licensed by Dubai Land Department

TAZ CHOUDHURY
CO-FOUNDER & CEO

MOBILE: +44 7960 000 929 (UK)
MOBILE: +971 506 123 929 (UAE)
LANDLINE: +44 203 633 2545 (UK)
Email: taz@smartedgerealestate.ae

www.smartedgerealestate.ae

ডিসেম্বরের অপেক্ষায় আওয়ামীলীগ

জানানোর পরও তাঁর ভারত যেতে অনাগ্রহের বিষয়টি এখন রীতিমতো আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবীর প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের কোন সম্ভাবনা নেই বলে বার বার সাংবাদিকদের অবহিত করে আসছেন। তবে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি এবং বিরোধী দলের সাথে সরকারের টানাপোড়েনের বিষয়টি এখন আওয়ামীলীগের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ৫ আগস্টের পর কিছু দিন আওয়ামীলীগকে জনগণ ভুলে গিয়ে নতুন কিছুর আশার করেছিলেন। কিন্তু ইউনুসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পরবর্তী নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি সরকার গঠন করে। কিন্তু ক্ষমতা গ্রহণের ৮ মাস অতিবাহিত হলেও দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। দেশে চলছে অরাজকতা। পাশাপাশি বিদ্যু, গ্যাস সংকট মানুষকে অতিষ্ট করে তুলেছে।

এদিকে মঙ্গলবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দ্বিতীয় দফায় একান্তে বৈঠক করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী। ঢাকায় দায়িত্ব নেয়ার পাঁচ মাসের মধ্যে ত্রিবেদী এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে মুখোমুখি বৈঠক করলেন। রাজনীতিবিদ ত্রিবেদীকে কেবিনেট মন্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে ঢাকায় হাইকমিশনার হিসেবে নিয়োগের মাধ্যমে ভারত রুঝিয়ে দিয়েছিল যে, বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর কাছে সরাসরি রিপোর্ট করার সুযোগ তাকে দেয়া হয়েছে। সেই মোতাবেক ত্রিবেদী বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বর্তমান অবস্থা এবং তা কীভাবে এগিয়ে নেয়া যায় তা নিয়ে মোদির সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

অপরদিকে বুধবার ভারতে অবস্থানরত সংশ্লিষ্ট নেতা ও কর্মকর্তাদের বাংলাদেশে প্রত্যর্পণের বিষয়ে নিজেদের অবস্থান আবারও স্পষ্ট করল নয়াদিল্লি।

বুধবার দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন, মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। বাংলাদেশ-সংশ্লিষ্টদের প্রত্যর্পণ বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে মুখপাত্র বলেন, ‘প্রত্যর্পণের বিষয়টি মূলত একটি আইনি বিষয়। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইনগত দিক রয়েছে।’

দেশে আওয়ামী লীগ আবারও রাজনীতিতে ফিরতে পারবে কিনা, তা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। দলটির নেত্রী ও সাবেক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগামী ডিসেম্বরে যেকোনও মূল্যে দেশে ফেরার আলটিমেটামের পর গত কয়েক মাসে বিষয়টি আলোচনাতেই ছিল। এর মধ্যে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা ঝটিকা মিছিল করেছেন। এসব মিছিল থেকে অনেককে গ্রেফতার করা হয়েছে, আবার মিছিল করতে গিয়ে পুলিশ ও বিএনপি নেতাকর্মীদের হাতে কেউ কেউ মারধরের শিকারও হয়েছেন।

বিশেষ করে গত ৫ আগস্ট ভারতে অবস্থানরত আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার ভাষণের পর পরিস্থিতি আবারও আলোচনায় আসে। এর মধ্যে মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলায় শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় হয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধট্রাইব্যুনালে চলছে এই বিচার। গত কয়েক দিনে বিভিন্ন মাধ্যমে আওয়ামী লীগের নেতারা রাজনীতিতে ফেরার সুযোগ দাবি করায় ‘রাজনৈতিক সমঝোতা’র প্রশ্নও সামনে এসেছে।

এরই মধ্যে গত ২৬ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগের অন্যতম শরিক জাসদ কার্যালয়ে পুলিশের অভিযানে ২৯০ জন সমর্থককে আটকের ঘটনাকে বাংলাদেশে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের ওপর আক্রমণের সর্বশেষ ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ)। সোমবার (৫ অক্টোবর) সংস্থাটির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়।

সবশেষ মঙ্গলবার (৬ অক্টোবর) সচিবালয়ে ব্রিফিংয়ে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা ডা. জাহেদ উর রহমান বলেন, কোনও রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি সমঝোতায় যাওয়ার আগে প্রথম ও মৌলিক শর্ত হলো নিজেদের অপরাধের সূনিদিষ্ট স্বীকৃতি দেওয়া এবং সে জন্য অনুতপ্ত হওয়া। এই প্রাথমিক শর্ত পূরণ ছাড়া সমঝোতার প্রশ্নই ওঠে না। সেজন্য আগে আওয়ামী লীগকে তাদের অপরাধ স্বীকার করে নিতে হবে।

তিনি বলেন, কেউ যদি রিকনসিলিয়েশন চেয়ে থাকেন এবং এটিকে ভালো মনে করেন, তাহলে তাদের উচিত আওয়ামী লীগের সঙ্গে যোগাযোগ করা। দলটির শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে রিকনসিলিয়েশন শুরুর মৌলিক জায়গাটি নিশ্চিত করতে হবে। সেটুকু হলে আলোচনা হতে পারে। তবে একমুখী ও উসকানিমূলক পরিস্থিতিতে সমঝোতার আলোচনা এগিয়ে নেওয়া কার্যত অসম্ভব। তবে তিনি বলেছেন, জুলাইয়ের মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগের ওপর এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে।

তথ্য উপদেষ্টার বক্তব্য এবং হিউম্যান রাইটস ওয়াচের বিবৃতিকে কেউ কেউ আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে ফেরার ইঙ্গিত হিসেবে দেখছেন। তাদের মতে, এর মধ্য দিয়ে ভেতরে ভেতরে ভিন্ন কিছু ঘটতে পারে। অন্যপক্ষ অবশ্য বিষয়টিকে এতটা সরলভাবে দেখছে না। তাদের মতে, জুলাইয়ের ভূমিকার জন্য আওয়ামী লীগ এখনই অনুতপ্ত হবে কিনা, তা বলা কঠিন। আবার অনুতপ্ত হলেই বিএনপি সরকার দলটির সঙ্গে সমঝোতা করবে, বিষয়টিও এতটা সহজ নয়। বিশেষ করে এ ইস্যুতে জামায়াত ও এনসিপিসহ জুলাইয়ের পক্ষের শক্তিগুলোর অবস্থান কী হয়, সেটিও দেখার বিষয়।

২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পট পরিবর্তনের পর থেকেই প্রকাশ্যে রাজনৈতিক ময়দানে নেই ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ। জামায়াত, এনসিপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আন্দোলনের মুখে ২০২৫ সালের ১১ মে ‘সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ২০০৯’ সংশোধন করে অধ্যাদেশ জারি করে অন্তর্বর্তী সরকার। পরদিন আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনগুলোর রাজনৈতিক কার্যক্রম সাময়িক নিষিদ্ধ করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। বাতিল করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন। তবে দলটিকে এখনও নিষিদ্ধ করা হয়নি। অবশ্য ত্রাত্ত্প্রতিম সংগঠন ছাত্রলীগ ও সহযোগী সংগঠন যুবলীগ পুরোপুরি নিষিদ্ধ। চলতি বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন নিয়ে বিএনপি সরকার গঠন করার পরও সেই নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত আছে। বরং গত ৮ এপ্রিল ওই অধ্যাদেশ ‘সন্ত্রাসবিরোধী (সংশোধন) বিল, ২০২৬’ হিসেবে জাতীয় সংসদে পাস করা হয়। বিলটিতে অন্তর্বর্তী সরকারের জারি করা বিধানে কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি।

আওয়ামী লীগের সঙ্গে বিএনপি সতিই সমঝোতা করবে কিনা, এমন প্রশ্নও সামনে এসেছে। কারণ সরকারের দায়িত্বশীল নেতারা দলটিকে নিয়ে একেকরকম কথা বলছেন।

সোমবার (৫ অক্টোবর) রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে ডেপুটি স্পিকার কায়সার কামাল বলেন, বিচার ও জবাবদিহি নিশ্চিত না করে ক্ষমতাচ্যুত ও রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সঙ্গে কোনও জাতীয় সমঝোতা হতে পারে না। হোটেল সোনারগাঁওয়ে ‘বে অব বেঙ্গল কনভারসেশন ২০২৬-এর ‘বিচার, জবাবদিহিতা ও জাতীয় সমঝোতা’ শীর্ষক অধিবেশনে তিনি এসব কথা বলেন। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৬৮টি আসনে জয় এবং প্রাপ্যতার ভিত্তিতে ৯টি সংরক্ষিত নারী আসন পাওয়ার পর সংসদে বিরোধী দল হিসেবে কার্যকর ভূমিকা রাখার চেষ্টা করছে জামায়াতে ইসলামী। এর মধ্যেই দলটির কয়েকজন জনপ্রতিনিধিকে ঘিরে ওঠা বিভিন্ন অভিযোগ কিছুটা অস্বস্তিতে ফেলেছে দলটিকে। বিশেষ করে এক সংসদ-সদস্যের নারীঘটিত ঘটনায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। পরে তাকে তাত্ক্ষণিকভাবে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। এর বাইরে সরকারি অনুদান ও ত্রাণ বিতরণ, স্বজনপ্রীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের মতো অভিযোগও উঠেছে কয়েকজনের বিরুদ্ধে। এসব অভিযোগ দলটির ঘোষিত আদর্শ ও নৈতিক অবস্থানের সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এসবকে কাজে লাগিয়ে আওয়ামীলীগের পালে হাওয়া লাগাতে কাজ করছে দলীয় নেতাকর্মীরা। তবে জামায়াতে ইসলামী তাদের দলীয় নেতাকর্মীদের বিতর্কীত ভূমিকার কারণে এখন আর আগের মতো ইমাজতে ফোঁজতে পারছে না। সাধারণ মানুষের মধ্যে এখন দলটিতে নিয়ে বিরূপ মত দেখা দিয়েছে।

সরকারী দল বিএনপিও জামায়াতের এসব কর্মকান্ডের ফলে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলে ব্যস্ত রয়েছে। তারাও দলীয় ভাবে দলটিকে কোনঠাসা করে রেখেছে। ইতোমধ্যে জামায়াত ও এনসিপির সাথে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিএনপি নেতাকর্মীদের সংঘর্ষের ঘটনা জানান দিচ্ছে তাদের সম্পর্কে টানাপোড়েনের কথা।

ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদীর দৌড়ঝাঁপ :

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী ঢাকায় রীতিমতো ব্যস্ত সময় কাটান। প্রায়দিনই তিনি বাংলাদেশ সরকারের কোনো না কোনো মন্ত্রী বা উপদেষ্টার সঙ্গে মিলিত হন। গত এক সপ্তাহে তিনি বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক এগিয়ে নিতে একাধিকবার গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যও রেখেছেন। বিশেষ করে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের বিষয়টি নিয়ে ভারতের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন। তবে আচমকই তিনি সোমবার ঢাকা থেকে নয়াদিল্লি এসেছেন। প্রায় তিনদিনের এই সফরসূচিতেও তিনি ব্যস্ত সময় কাটাবেন বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। মঙ্গলবার ত্রিবেদী প্রথমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে একান্তে বৈঠক করেছেন। ঢাকায় দায়িত্ব নেয়ার পাঁচ মাসের মধ্যে ত্রিবেদী এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে মুখোমুখি বৈঠক করলেন। রাজনীতিবিদ ত্রিবেদীকে কেবিনেট মন্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে ঢাকায় হাইকমিশনার হিসেবে নিয়োগের মাধ্যমে ভারত রুঝিয়ে দিয়েছিল যে, বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর কাছে সরাসরি রিপোর্ট করার সুযোগ তাকে দেয়া হয়েছে। সেই মোতাবেক ত্রিবেদী বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বর্তমান অবস্থা এবং তা কীভাবে এগিয়ে নেয়া যায় তা নিয়ে মোদির সঙ্গে আলোচনা করেছেন। কূটনৈতিক মহলের মতে, দুই দেশের সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো যাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সরাসরি পর্যবেক্ষণ করতে পারে এবং প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত দ্রুত নেয়া যায়ড় সে লক্ষ্যেই ত্রিবেদীর মতো অভিজ্ঞ রাজনীতিককে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের একটি শক্তিশালী অংশের আপত্তি সত্ত্বেও তাকে নিয়োগ দেয়া হয় বলে সংশ্লিষ্টদের দাবি। তাদের মতে, ঢাকা-দিল্লি সম্পর্কে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও মোদির সঙ্গে ত্রিবেদীর সরাসরি যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

তবে দিল্লিতে থাকা বাংলাদেশের রাজনীতি ও সমাজ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল সাংবাদিকদের একাংশের মতে, দীনেশ ত্রিবেদীর এই সফরে বাংলাদেশের বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং সেই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঢাকায় ফেরার বিষয়টিই আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। আর তাই

একই দিনে ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল ধীরাজ শেঠের সঙ্গে ত্রিবেদীর বৈঠকটিও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এরপর তিনি বৈঠক করবেন ভারতের বিভিন্ন নিরাপত্তা এজেন্সির কর্মকর্তাদের সঙ্গে। আর শেষ বৈঠকটি হবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে। দিল্লিতে কূটনৈতিক মহলেও ত্রিবেদীর দিল্লি ছুটে আসা এবং একের পর এক বৈঠকের মাধ্যমে কী বার্তা পৌঁছে দিতে চাইছেন তা নিয়ে আলোচনা চলছে। তাদের একাংশ মনে করছেন, ঢাকায় বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে হাসিনার ঢাকায় ফেরা নিয়ে মনোভাবের যে আঁচ পেয়েছেন তা তিনি দিল্লিকে জানাতে এসেছেন। বাংলাদেশের সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতিও ত্রিবেদী দিল্লিকে অবহিত করেছেন। সম্প্রতি কার্যক্রম নিষিদ্ধ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সঙ্গে রিকনসিলিয়েশনের বিষয় নিয়ে যে আলোচনা শুরু হয়েছে তাতে ত্রিবেদীর ভূমিকা রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। তাদের মতে, ত্রিবেদী প্রস্তাবটা ছুঁড়ে দিতে পারেন।

ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংবাদ সম্মেলন : বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের অনেক শীর্ষ নেতা ও কর্মকর্তা দেশ ছেড়ে যান। তবে ভারতে অবস্থানরত সংশ্লিষ্ট নেতা ও কর্মকর্তাদের বাংলাদেশে প্রত্যর্পণের বিষয়ে নিজেদের অবস্থান আবারও স্পষ্ট করল নয়াদিল্লি।

বুধবার দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক সংবাদ সম্মেলনে এসব বিষয়ে কথা বলেন মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। বাংলাদেশ-সংশ্লিষ্টদের প্রত্যর্পণ বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে মুখপাত্র বলেন, ‘প্রত্যর্পণের বিষয়টি মূলত একটি আইনি বিষয়। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইনগত দিক রয়েছে।’

এর আগেও ভারত এ বিষয়ে একই অবস্থান জানিয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়া ও সংশ্লিষ্ট আইনগত বিষয়গুলো বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে জানতে চাইলে জয়সওয়াল বলেন, ‘বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পৃক্ততার মূল লক্ষ্য হলো একটি গঠনমূলক, ভবিষ্যৎমুখী ও ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে তোলা।’ এই দৃষ্টিভঙ্গিই বর্তমানে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ও সম্পৃক্ততাকে পরিচালিত করছে বলে জানান তিনি। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ : বাংলাদেশে বিরোধী সমর্থকদের বিরুদ্ধে ব্যাপক গ্রেপ্তার অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ। এতে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে বলে এক রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিষয়ক সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়া বিষয়ক পরিচালক ইলাইন পিয়ারসন। ‘বাংলাদেশি পুলিশ রাউন্ড আপ অপজিশন সাপোর্টার্স’ শীর্ষক প্রতিবেদনে তিনি লিখেছেন, ২৬শে সেপ্টেম্বরে ব্যাপক গ্রেপ্তারের ঘটনাকে বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষের চলমান দমনপীড়নের অংশ হিসেবে দেখেছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। ওইদিন জাসদের এক সভা থেকে প্রায় ২৯০ জন সমর্থককে আটক করে পুলিশ।

ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের যুব সংগঠন যুবদলের সদস্যরা দাবি করেন, ওই সভাটি ছিল সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের একটি ‘গোপন’ বৈঠক। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে ২৭ জনকে আদালত হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। অভিযোগ করা হয়েছে, তারা ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দিয়েছিলেন। ‘জয় বাংলা’ আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি স্লোগান। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের অংশ ছিল। এই জোট ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ শাসন করে। ২০২৪ সালে ছাত্রদের নেতৃত্বে আন্দোলনের মুখে ওই সরকারের পতন হয়। আন্দোলনে নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে কয়েক শত মানুষ নিহত হন।

বর্তমান ক্ষমতাসীন দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে কঠোর দমনপীড়নের মুখে পড়েছিল। ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে দলটি নিজেদের বিরোধী হিসেবে বিবেচিত ব্যক্তিদের নির্বিচারে আটক করছে। বর্তমানে আওয়ামী লীগের শত শত সদস্য কারাগারে।

তাদের বেশির ভাগের বিরুদ্ধেই কোনো অভিযোগ আনা হয়নি। আওয়ামী লীগের সমর্থকদের কথিত বিভিন্ন সমাবেশে পুলিশ বারবার অভিযান চালিয়েছে। ২৬শে সেপ্টেম্বর যেদিন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সভায় অভিযান চালানো হয়, একই দিন বরিশালে পুলিশ ১২ জন আওয়ামী লীগ কর্মীকে আটক করে। তাদের বিরুদ্ধে ‘নাশকতার পরিকল্পনা’ করতে একটি ‘গোপন’ বৈঠক করার অভিযোগ আনা হয়। এর দুইদিন পর ঢাকায় আরও ১৫ জনকে একই ধরনের অভিযোগে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। উভয় ঘটনায় আটক ব্যক্তির দাবি করেন, শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষে তারা একত্রিত হয়েছিলেন। শেখ হাসিনার কর্তৃত্ববাদী শাসনামলে বাংলাদেশে ব্যাপক ও গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ছিল বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, জোরপূর্বক গুম, নির্যাতন এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের নির্বিচারে আটক। ইলাইন পিয়ারসন লিখেছেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ক্ষমতায় আসার আগে মানবাধিকার ও আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

কিন্তু এর পরিবর্তে নতুন সরকার তাদের বিরোধী বলে যাদেরকে বিবেচনা করেছে, তাদেরকে নির্বিচারে আটক করছে এবং অন্তর্বর্ত্তী সরকার প্রস্তাবিত মানবাধিকার সুরক্ষার বিভিন্ন ব্যবস্থাও পিছিয়ে দিয়েছে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন সবার মতপ্রকাশ ও সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়। কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকার সময় এসব অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। এটি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের বর্তমান সময়ে একই অধিকার লঙ্ঘনের যৌক্তিকতা হতে পারে না। বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে, যেখানে এ ধরনের দমনপীড়ন আরও বড় পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে।



Dr Zaki Rezwana Anwar
FRSA, MBBS, DTM&H, MS & PhD

কিয়ার ষ্টার্মারের আসনে নির্বাচনকে ঘিরে কি জ্যাক পোলানস্কির নেতৃত্ব প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে?

সংবাদ মাধ্যমগুলো যদিও সাধারণ নির্বাচনকে বেশী গুরুত্বের সাথে প্রচার করে, তবে ব্রিটিশ রাজনীতিতে উপ-নির্বাচন (By-election) হচ্ছে ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রিয়তা এবং দলের ভিত পরীক্ষা করার বড় মাপকাঠি। যখন কোনো প্রধানমন্ত্রী তাঁর পার্টির নিশ্চিত ও নিরাপদ আসনগুলো উপ-নির্বাচনে হারাতে শুরু করেন, তখন ব্যাকবেঞ্চ এমপি এবং দলের ভেতরে বিদ্রোহ শুরু হয়, যা শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগে বাধ্য করে। ব্রিটিশ রাজনীতির ইতিহাসে উপ-নির্বাচন বেশ কয়েকবার ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রীদের পতনের চূড়ান্ত অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে Gorton & Denton উপ-নির্বাচনে ঐতিহ্যবাহী ‘লাল দুর্গ’ অর্থাৎ নিরাপদ আসনে গ্রীন পার্টির কাছে বিশাল ব্যবধানে পরাজয়ের পর লেবার দলের ভেতরে অসন্তোষের ফলে কিয়ার ষ্টার্মার তাঁর দলের ওপর নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলেন। সেই সাথে যোগ হয় স্থানীয় নির্বাচনে ভরাডুবি। ফলস্বরূপ, ২০২৬-এর জুন মাসে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ২০২২ সালের জুন মাসে একই দিনে দু’টি উপ-নির্বাচনে (Tiverton & Honiton ও Wakefield) কনজারভেটিভ যথাক্রমে লিবারেল ডেমোক্রেটিদের কাছে ও লেবার পার্টির কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এই জোড়া হার বরিস জনসনের নির্বাচনী গ্রহণযোগ্যতার ওপর বড় প্রশ্ন তোলে, সেইসাথে মন্ত্রীসভার গণপদত্যাগ ২০২২ এর জুলাইয়ে তাঁর চূড়ান্ত পদত্যাগের পথ তৈরি করে।

পদত্যাগ করা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার ষ্টার্মারের ছেড়ে যাওয়া সেন্ট্রাল লন্ডনের হোবোর্ণ অ্যান্ড সেন্ট প্যানক্রাস (Holborn & St Pancras) আসনটিতে ৮ ই অক্টোবর উপ-নির্বাচন হতে যাচ্ছে। এই আসনে লেবার ক্যামডেন কাউন্সিলের লিডার সাগাল আবদি-ওয়ালি, অন্যদিকে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের গ্রীন পার্টির নেতা জ্যাক পোলানস্কি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

আমি মনে করি, তিনটি কারণে ৮ তারিখের এই উপ-নির্বাচনটি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমত: গ্রীন পার্টি এবং লেবার পার্টির মধ্যে এই প্রতিযোগিতাটি বহুলাংশে হবে এই দেশের বামপন্থী এবং মধ্য-বামপন্থী রাজনীতির ভবিষ্যতের লড়াই। এমনকি বর্তমান ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এন্ডি বার্নহামের উত্থানের প্রভাব থাকা সত্ত্বেও লেবার দল যদি কোনো বড় শহরের মূল ঘাঁটিতে গ্রীন পার্টির চ্যালেঞ্জ সামাল দিতে হিমশিম খায়, তবে এটি বুঝিয়ে দেবে যে, লেবার দলের মধ্যে বড় সমস্যা রয়েছে।

দ্বিতীয়ত: পররাষ্ট্রনীতির ওপর এর এক বিশাল প্রভাব পড়বে। এন্ডি বার্নহ্যাম প্রধানমন্ত্রী এবং এড মিলিব্যান্ড পররাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে আমরা ইসরায়েল-ফিলিস্তিন ইস্যুতে, বিশেষ করে পশ্চিম তীরে ঐতিহাসিক কিছু পরিবর্তন দেখেছি। কথা হচ্ছে, ইসরায়েল-ফিলিস্তিন ইস্যুতে নীতিগত রদবদল হয়েছে বটে, কিন্তু মৌলিকভাবে পররাষ্ট্রনীতি খুব একটা বদলায়নি। বার্নহামকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাশে দাঁড়িয়ে বক্তব্য দিতে এবং সৌদি আরব সাম্রাজ্যকে সমর্থন জোগাতে দেখার পর আমরা সে কথা ভালোভাবেই বুঝতে পারছি।

তৃতীয়ত: লেবার দল যদি এখানে হোবোর্ণ অ্যান্ড সেন্ট প্যানক্রাসে বড় ব্যবধানে জয়ী হয়, তবে আগামী মার্চ মাসের মধ্যেই একটি সাধারণ নির্বাচন দেখতে পারে ব্রিটিশ জনগণ।

এই আসনটি সেন্ট্রাল লন্ডনে অবস্থিত ও এটি বেশ জটিল একটি আসন। সেন্ট্রাল লন্ডন হলো থ্যাচারইজম (Thatcherism) এবং ব্লেয়ারইজমের (Blairism) একেবারে আদর্শ



উদাহরণ। এই এলাকার প্রধান সমস্যা হল পুঁজিবাদ বনাম সম্প্রদায় (capitalism vs community)। এখানে রয়েছে নলেজ কোয়ার্টার ও এআই হাব। বায়োমেডিকাল গবেষণা, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (যেমন DeepMind), ডেটা সাইন্স এবং টেকনোলজির জন্যে এলাকাটি আন্তর্জাতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তেমনি ব্রিটিশ লাইব্রেরি, ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন, ইউরোপের সর্ববৃহৎ বায়োমেডিক্যাল ল্যাবরেটরি, গুগলের ইউরোপীয় হেডকোয়ার্টার, ইউনিভার্সিটি অব দ্য আর্টস - অনেক কিছুই এই এলাকায় অবস্থিত। তবে এই বারাকে প্রতিটি আবাসন এলাকায় (estate) মেরামত সংক্রান্ত বিশাল চাহিদা মেটানোর দিকে নজর না দিয়ে করপোরেট সংস্কৃতির ওপর নির্ভরশীল হতে দেখা গেছে। বারার কাজের জন্যে তারা এখন বৈশ্বিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানিগুলোর (global asset management companies) ওপর নির্ভর করছে। এই বারার মডেলটি হলো একটি ‘ক্রস-সাবসিডি’ (cross-subsidy) মডেল, যেখানে কোনো একটি আবাসন এলাকা বা এস্টেট পুরো ভেঙে ফেলে পুনর্নির্মাণ করা হয়, যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই রাখা হয় ব্যক্তি মালিকানাধীন বা প্রাইভেট হাউসিং হিসেবে, যেটিকে অনেকে এক ধরনের ‘সামাজিক উচ্ছেদ’ বা ‘সোশ্যাল ক্লিনসিং’ বলে থাকেন।

এই উপ-নির্বাচনে লেবার পার্টির যিনি প্রার্থী দাঁড়িয়েছেন, তিনি এই বারারই একজন কাউন্সিলার যিনি, গত দু’বছর আবাসন খাতের দায়িত্বে ছিলেন যে সময়টিতে আবাসন সংকট আরও বেড়েছে। এছাড়া, গাজা সংকটের মতো বৈশ্বিক ইস্যুতে তিনি শুরু থেকেই গণহত্যার প্রতি কিয়ার স্টারমারের সমর্থনকে অন্ধভাবে সাই দিয়ে এসেছেন। অন্যদিকে গ্রীন পার্টির জ্যাক পোলানস্কি লন্ডন অ্যাসেম্বলির একজন সদস্য

এবং গাজা ইস্যু ও জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে তিনি বেশ সোচ্চার ভূমিকা রেখে আসছেন।

এখানে লেবার দলের প্রার্থী দিয়ে নীতি ঢাকার (The Face of the Action) চতুরতার কথা না বললেই নয়। সাগাল আবদি-ওয়ালিকে লেবার দল মনোনয়ন দিল কেন? লেবার পার্টি তাদের মূল নব্য-উদারবাদী বা ডানপন্থী নীতি অপরিবর্তিত রাখছে, কিন্তু জনগণ বা সংখ্যালঘু গোষ্ঠী যাতে তাদের নীতির বিরোধিতা না করে,



সেজন্য তারা ওই একই গোষ্ঠীর বা অশ্বেতাত্ম মানুষদের (যেমন অশ্বেতাত্ম নারী, দাড়িওয়ালা মুসলিম) প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেয়। লেবার পার্টি এদের সামনে রেখে তাদের নিজেদের ইমিগ্রেশন, সামাজিক বা পররাষ্ট্র নীতিগুলোকে এমনভাবে সাজায় যেন বাইরে থেকে মনে হয় এটি প্রগতিশীল বা অন্তর্ভুক্তিমূলক। লেবার পার্টি থেকে মনোনয়নপ্রাপ্ত সাগাল আবদি-ওয়ালির মত আরো একটি উদাহরণ শাবানা মাহমুদ। আমাদের মনে থাকার কথা, গিপটন অ্যান্ড হেয়ারহিলসে গ্রীন পার্টির প্রার্থী (যিনি একজন প্রাক্তিসিং মুসলিম) দাঁড়িয়ে যখন লেবার পার্টির ঐতিহ্যবাহী এশিয়ান/মুসলিম ভোটব্যাংকে ধস নামিয়ে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছান, তখন লেবার পার্টি নীতি না বদলে তাকে টেকা দেওয়ার জন্যে একই সংখ্যালঘু গোত্রের বাদামী তুকের দাড়ি আছে এমন আরেকজন মুসলিম প্রার্থী নিয়ে আসে। অর্থাৎ, আসল নীতিগত সংস্কার না করে কেবল “মুখচ্ছবি” হিসেবে অশ্বেতাত্মদের ব্যবহার করা লেবার পার্টির একটি ধাক্কাবাজ কৌশল।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, উপ-নির্বাচনের প্রচারণার সময় সাগাল আবদি-ওয়ালি সাংবাদিকদের কাছে মুখ খুলতে অতিমাত্রায় সাবধানতা অবলম্বন করছেন। তাঁর আশেপাশের লোকজনই তাঁর হয়ে কথা বলছেন। তাঁকে হয়তো বেশী কিছু না বলার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এটি মূলত সেই “মিং ভাস স্ট্র্যাটেজি” (Ming Vase Strategy) বা “মিং ফুলদানি কৌশল” অর্থাৎ সতর্ক থেকে কোনো ভুল বা বিতর্ক এড়িয়ে চলা যেন ফুলদানিটি ভেঙে না যায়।

প্রশ্ন হচ্ছে, এই আসনটি লেবার পার্টির একটি শক্ত ঘাঁটি, এটি জানার পরও গ্রীন পার্টির জ্যাক পোলানস্কি কেন এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন? কারণ মূলত: দু’টো। প্রথমত: জ্যাক পোলানস্কি যদি উপ-নির্বাচনে হেরেও যান, তবুও একটি অত্যন্ত নিরাপদ লেবার আসনে লেবারের সাথে গ্রীনদের ব্যবধান কমিয়ে আনাটাই তাদের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির প্রমাণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যাবে। দ্বিতীয়ত: উপ-নির্বাচনের সময় হোবোর্ণ অ্যান্ড সেন্ট প্যানক্রাসে যে শক্তিশালী নির্বাচনী ক্যাম্পেইন চালানো হয়েছে, তাতে জ্যাক পোলানস্কি লন্ডনজুড়ে একটি শক্তিশালী নির্বাচনী পরিকাঠামো (campaign infrastructure), সক্রিয় কর্মী বাহিনী এবং বিপুল পরিমাণ ভোটারের ডেটাবেস তৈরি করতে পেরেছেন। এই

লেবার দল যদি এখানে হোবোর্ণ অ্যান্ড সেন্ট প্যানক্রাসের উপ-নির্বাচনে বড় ব্যবধানে জয়ী হয়, তবে আগামী মার্চ মাসের মধ্যেই একটি সাধারণ নির্বাচন দেখতে পারে ব্রিটিশ জনগণ।

গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ও কৌশলটি আগামী সাধারণ নির্বাচনে লন্ডনের হ্যাকনির মতো গুরুত্বপূর্ণ আসনগুলোতে তাদের বড় ধরনের সুবিধা দেবে। এছাড়া জ্যাক পোলানস্কি নিজে এই আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রমাণ করতে চাইছেন যে, কেবল হ্যাকনি নয়, মধ্য ও উত্তর লন্ডনের মতো হেভিওয়েট লেবার এলাকাতেও তারা মূল বিকল্প শক্তি হয়ে উঠেছে।

মজার বিষয় হলো, লেবার পার্টি অল্প ব্যবধানে জিতলে অ্যান্ডি বার্নহ্যাম এবং জ্যাক পোলানস্কি - উভয়ের জন্যই সুবিধে হবে। আমরা লক্ষ্য করছি,, লেবার পার্টি এখনও পুরোপুরি অ্যান্ডি বার্নহ্যামের দল হয়ে ওঠেনি। তিনি দলের নেতা এবং এড মিলিব্যান্ডের মতো ব্যক্তির নেতৃত্বে আসার ফলে কিছুটা ক্ষমতা পেয়েছেন সত্যি, কিন্তু দলীয় কাঠামোগত ব্যবস্থা (party machinery) এবং ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ কমিটির (NEC) কথা বিবেচনা করলে, এটি এখনও মূলত কিয়ার স্টারমারের লেবার পার্টিই রয়ে গেছে। একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ লড়াইয়ের ফলাফল এন্ডি বার্নহামকে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংস্কার করার, কিংবা প্রার্থী বাছাইয়ের মতো বিষয়গুলোতে পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে লেবারের ডান ঘঁষা অংশটির উপর প্রভাব খাটাতে সাহায্য করবে। অন্যদিকে জ্যাক পোলানস্কি প্রচুর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন এবং লন্ডনে একটি বেশ শক্তিশালী ক্যাম্পেইন দল গড়ে তুলছেন। এটি পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে হ্যাকনিতে তাঁর জন্য দারুণ সুবিধাজনক বা সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, এন্ডি বার্নহ্যামের ক্ষমতা দখলের পর লেবারের জনপ্রিয়তা বাড়ার কারণে সেরকম ছবিটি নাও দেখা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে হয়তো জ্যাক পোলানস্কির নেতৃত্ব নিয়ে নিজ দলের মধ্যেই প্রশ্ন উঠতে পারে।

লেখক : Dr Zaki Rezwana Anwar
FRSA, MBBS, DTM&H, MS & PhD একজন চিকিৎসক, জনপ্রিয় সিনিয়র সংবাদ পাঠক, কলামিস্ট ও আন্তর্জাতিক স্পীকার

ফ্যামিলি কার্ডের সঠিক ব্যবহারে দারিদ্র্যমুক্ত হতে পারে সাড়ে ২৮ লাখ মানুষ: বিশ্বব্যাংক

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বিদ্যমান একাধিক খাদ্য ভর্তুকি একত্রিত করা এবং নগদ অর্থ হস্তান্তর কর্মসূচির সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণের মাধ্যমে 'ফ্যামিলি কার্ড' যুক্ত করতে পারলে বাংলাদেশে অতিরিক্ত ২৮ লাখ ৫০ হাজার মানুষকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করা সম্ভব। বিশ্বব্যাংকের সর্বশেষ 'বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট' প্রতিবেদনে এই তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের বিশ্লেষণে বলা হয়, সরকারের সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ সুফল নিশ্চিত করতে হলে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির সুবিধা প্রকৃত দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেওয়া জরুরি।

বিশ্বব্যাংকের জানিয়েছে, সঠিক পরিবার চিহ্নিতকরণ এবং 'ডাইনামিক

সোশ্যাল রেজিস্ট্রি' কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। প্রতিবেদনে বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির একটি উদ্বিগ্নজনক চিত্র উঠে এসেছে। বিশ্বব্যাংক ২০২৬ ও ২০২৭ অর্থবছরে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস কমিয়ে ৩.৪ শতাংশ করেছে।

বিনিয়োগে স্থবিরতা, রপ্তানির গতি হ্রাস এবং টানা উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে গেছে

ও ব্যবসায়িক ব্যয় বেড়েছে। এছাড়া খেলাপি ঋণ এবং রাজস্ব আদায়ের নাজুক পরিস্থিতির কারণে অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৬ অর্থবছরে দারিদ্র্য ও বৈষম্য উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রায় ২১ লাখ মানুষ নতুন করে দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে গেছে। নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি থমকে গেছে এবং বহু নারী চাকরি হারিয়েছেন। এছাড়া ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের হার বেড়ে জুন ২০২৬-এ ৩৩.২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তবে শক্তিশালী রেমিটেন্স প্রবাহ এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের স্থিতিশীলতা দেশের বাহ্যিক খাতকে কিছুটা রক্ষা করেছে।

বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ ও ভূটানের কান্ট্রি ডিরেক্টর জ্যাঁ পেসম বলেন, “অর্থনৈতিক মন্দা এড়াতে ও বিনিয়োগ-চালিত অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির পথে ফিরতে ব্যাংকিং খাত, অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ এবং জ্বালানি খাতে দ্রুত ও সাহসী সংস্কার প্রয়োজন। এখন আর বিলম্ব করার সুযোগ নেই, এখনই পদক্ষেপ নেওয়ার উপযুক্ত সময়।”

সব মিলিয়ে, সরকারি সম্পদের অপচয় রোধ করে প্রকৃত দরিদ্রদের কাছে সহায়তা পৌঁছানোর ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে বিশ্বব্যাংক।



সাইপ্রাসে বাংলাদেশি যুবককে হত্যার দায়ে ২২ বছরের তরুণের যাবজ্জীবন

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : গত জুনে ২২ বছর বয়সী বাংলাদেশি নাগরিক শাহরিয়ার আহমেদ ইমরকে হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত এক ব্যক্তিকে মঙ্গলবার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে সাইপ্রাসের একটি আদালত। পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডসহ এই অপরাধ সম্পর্কিত একাধিক অপরাধের অভিযোগে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।



আদালতের বিবরণ অনুযায়ী, দণ্ডপ্রাপ্ত ওই ঘাতকের বয়সও ২২ বছর। গত ৭ জুন একটি বাসে ইমনের সাথে তার পরিচয় হয় এবং তারা পরস্পরের যোগাযোগ নম্বর বিনিময় করে। তবে বাসে চলাচলের সময় তাদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়েছিল বলেও জানা গেছে।

এরপর ৯ জুন ঘাতক একটি ছুরি কেনে এবং ১১ জুন ইমনের সাথে যোগাযোগ করে জানায় যে, সে দৈনিক ৫০ ইউরো বেতনের একটি কাজ খুঁজে পেয়েছে। ইমনের রুমমেটের তথ্যমতে, ইমন তাকে জানিয়েছিল যে সে লার্নাকা জেলার কোফিনু গ্রামের একটি মুরগির খামারে নতুন কাজে যোগ দিতে যাচ্ছে, তবে এর চেয়ে বেশি বিস্তারিত কিছু সে বলেনি। পুলিশ জানিয়েছে, ওই দিনই ইমনের বাবার কাছে একটি এসএমএস আসে, যেখানে লেখা ছিল-“আমাকে বাঁচান, তা না হলে ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।”

মুক্তিপ্রাপ্ত দাবি ও নির্মম হত্যাকাণ্ড কয়েক মিনিট পর ইমনের বাবার কাছে

আরও কিছু বার্তা আসে, যেখানে আগামী ১৪ জুনের মধ্যে ৩৫,০০০ ইউরো (সাইপ্রাসের মুদ্রা) মুক্তিপ্রাপ্ত দাবি করা হয়। টাকা না দিলে তাঁর ছেলের কিডনি কেটে বিক্রি করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়।

বার্তা পেয়ে ইমনের বাবা দ্রুত তাঁর ছেলের রুমমেটদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং বার্তা প্রেরককে ফেরত পাঠিয়ে লেখেন যে, তিনি “পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছেন এবং তাঁদের দাবি পূরণের চেষ্টা করবেন।” একই সাথে তিনি তাঁর ছেলেকে কোনো ক্ষতি না করার জন্য আকুতি জানান। এরপর রাত ১১:৩৭ মিনিটে অপহরণকারী আবার বার্তা পাঠায় এবং জানায় যে, ১৪ জুনের মধ্যে অন্তত ১০,০০০ ইউরো না দিলে ইমনের কিডনি কেটে নেওয়া হবে। ইমনের বাবার পাওয়া সেটিই ছিল শেষ বার্তা। সরকারি স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তন কর্মসূচির আওতায় ১৬ জুন ইমনের নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নির্ধারিত দিনে লার্নাকা বিমানবন্দরে সে অনুপস্থিত থাকায় সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়। পরবর্তীতে ওই ২২ বছর বয়সী আসামিকে গ্রেপ্তারের পর জানা যায়, সে ইমনকে কোফিনু কসাইখানার কাছে একটি নির্জন এলাকায় নিয়ে যায় এবং প্রথমে ছুরি দিয়ে আঘাত করে ও পরে শ্বাসরোধ করে। এরপর সে ইমনের দেহ টেনে অন্য একটি স্থানে নিয়ে যায় এবং সেখানে তাকে আবারও শ্বাসরোধ করে হত্যা নিশ্চিত করে। হত্যার পর লাশ খুঁজ দিয়ে ঢেকে রেখে সে ঘরে ফিরে যায় এবং হাত ও জুতো ধুয়ে ফেলে। পরবর্তীতে ঘাতকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী পুলিশ উল্লেখিত স্থান থেকে ইমনের নিখর দেহ উদ্ধার করে।

সাংবিধানিকভাবে দায়মুক্তি পাচ্ছেন জুলাইযোদ্ধারা, ফিরছে তত্ত্বাবধায়ক-গণভোট

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সংবিধান সংশোধন কমিটির সভাপতি সালাউদ্দিন আহমদ বলেছেন, সংবিধানে ফিরছে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ও বাধ্যতামূলক গণভোটের বিধান। একই সঙ্গে, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক স্বীকৃতি নিশ্চিতের পাশাপাশি এর বীর রাজনৈতিক ও সাধারণ অংশগ্রহণকারীদের (জুলাই যোদ্ধা) সুনির্দিষ্ট তফসিলে আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা বা দায়মুক্তি দিতে যাচ্ছে সরকার। মঙ্গলবার (৬ অক্টোবর) সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত কমিটির বিশেষ কমিটির ষষ্ঠ বৈঠক শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি।

কমিটির পক্ষ থেকে স্পষ্ট করা হয়, রাজনৈতিক দলগুলোর স্বাক্ষরিত ‘জুলাই জাতীয় সনদ’-এর ভিত্তিতেই এই নতুন সংবিধান সংশোধনী বিল সংসদে তোলা হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, জুলাই জাতীয় সনদে যেভাবে সব রাজনৈতিক দল নোট অব ডিসেন্টসহ স্বাক্ষর করেছে, ঠিক সেভাবেই এটি বাস্তবায়নে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। একই সঙ্গে, আগামীতে সংবিধানে এমন কিছু পরিবর্তন আনা হচ্ছে, যার মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনর্প্রতিষ্ঠা এবং সাংবিধানিক সংশোধনীতে জনগণের সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করতে গণভোটের বিধান পূর্ণাঙ্গভাবে পুনর্বহাল করা হবে।

তিনি বলেন, আজকের ষষ্ঠ বৈঠকে মোট ৬৩ জন প্রতিনিধি অংশ নেন। সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তালিকা থেকে (জুলাই যোদ্ধাদের) প্রতিনিধি হিসেবে শহীদদের মা-বাবা, ভাই এবং আহতদের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তারা মূলত জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সাংবিধানিক স্বীকৃতি, বিশেষ করে জুলাই ঘোষণাপত্রের প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো সংবিধানের উপযুক্ত স্থানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়েছেন। অনেকে এটি প্রস্তাবনায় যুক্ত করার প্রস্তাবও দিয়েছেন। এর জবাবে কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, জুলাই জাতীয় সনদ প্রণয়নকালে যেসব রাজনৈতিক দল ও শক্তি যেভাবে একমত হয়েছিল, যাতে

সেভাবেই সংবিধানে তা ধারণ করা হবে। তাদের সমস্ত প্রস্তাব লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। জুলাই যোদ্ধাদের আইনি ও সাংবিধানিক সুরক্ষার বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, ইতঃপূর্বে অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে যে আইন করা



হয়েছিল তা বহাল রয়েছে। তবে বিচারিক বাধ্যবাধকতা ও আইনি জটিলতা এড়াতে তফসিলে সুনির্দিষ্ট জায়গা নির্ধারণ করে জুলাই যোদ্ধাদের দায়মুক্তি ও সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে। এ ছাড়া, গণঅভ্যুত্থানকালে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ, গণহত্যা এবং শেখ হাসিনাসহ তার দোসরদের বিচারের গতি দ্রুত করার বিষয়ে তারা জোর দাবি জানিয়েছেন। সরকার ও আদালত বিচার কার্যক্রমে স্বাধীন হলেও তদন্ত, প্রসিকিউশন এবং চার্জ গঠনের মতো বিচারসহায়ক কাজগুলো যেন দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করা যায়, সে বিষয়ে সরকার সম্পূর্ণ আন্তরিক বলে আশ্বস্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি দণ্ডবিধির অধীনে অন্যান্য আদালতে চলমান মামলাগুলো নিবিড় তদারকির মাধ্যমে নিষ্পত্তির আশ্বাস দেওয়া হয়।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় দীর্ঘ ছয়-সাত মাসের আলোচনার ভিত্তিতে একটি জাতীয় ঘোষণাপত্র প্রণীত হয়েছিল, যাতে

ফ্যাসিবাদবিরোধী সব রাজনৈতিক দল একমত পোষণ করে। সংবিধানের তফসিলে এটিকে এমনভাবে ধারণ করা হবে যাতে এটি আইনি রূপ পায় এবং জুলাই যোদ্ধারা সাংবিধানিক দায়মুক্তি ও নিরাপত্তা পান। বিরোধী দলগুলোর

পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ১৪২ অনুচ্ছেদ থেকে গণভোটের বিধান তুলে দেওয়াকে হাইকোর্ট ইতোমধ্যে অসাংবিধানিক ঘোষণা করেছেন। আইনের ‘ডকট্রিন অব ইক্লিপস’ বা গ্রহণ তত্ত্বের আলোকেও ওই বাতিলের সিদ্ধান্ত

রাজনৈতিক অবস্থান ও মন্তব্যের বিষয়ে তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো জাতীয় সনদে যেভাবে স্বাক্ষর করেছে, সরকার ঠিক সেই অনুযায়ী কাজ করছে। নোট অব ডিসেন্ট ছাড়া সনদ বাস্তবায়নের কোনো সুযোগ নেই, কারণ ঐক্যমত্য সেভাবেই হয়েছিল। জাতীয় স্বার্থে এবং নির্বাচনী ইশতেহারের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে একটি সর্বজনগ্রাহ্য বিল সংসদে জমা দেওয়া হবে।

সংবিধানে গণভোট ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করে সালাউদ্দিন আহমদ বলেন, অতীতে যে গণভোটের কথা বলা হয়েছিল তা ছিল আইনি গণভোট। কিন্তু সামনে যে পরিবর্তনগুলো আসছে, সেগুলো পুরোপুরি সাংবিধানিক বাধ্যতামূলক গণভোট। সংবিধানের প্রস্তাবনা, অনুচ্ছেদ ৮-এ উল্লিখিত মূলনীতি, অনুচ্ছেদ ৪৮, ৫৬ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার মতো বিষয়গুলোতে মৌলিক পরিবর্তন আনতে হলে সংশোধনের পর রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের আগেই জনগণের রায়ের জন্য গণভোটের আয়োজন করতে হবে।

দূর হয়ে আগের আইনি অবস্থা বহাল রয়েছে। সংসদে এটি পুরোপুরি প্রতিস্থাপিত হলে গণভোটের বিষয়টি আর কোনো প্রশ্নের মুখে থাকবে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার কাঠামোর বিষয়ে তিনি স্পষ্ট করেন যে, ১৯৯৬ বা ২০০৬ সালের আগের অনুক্রমে ছবছ কিছু করা হচ্ছে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কে হবেন এবং কোন প্রক্রিয়ায় অন্তর্বর্তীকালীন এই সরকার গঠিত হবে, তা নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। সরকার বর্তমানে সমাজের সব স্তরের মানুষ, সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন, বিচারক, সাবেক বিচারপতি, সংবিধান বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষাবিদদের মতামত গ্রহণ করছে। অতীতে বিতর্কিত হওয়ায় রাষ্ট্রপতির কাছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের দায়িত্ব অর্পণের শেষ অপশনটি বাদ দেওয়ার পক্ষে সরকারের অবস্থান রয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর বাইরে কেউ রাজপথে লংমাচ বা কর্মসূচি পালন করলে সেটি তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার হিসেবে গণ্য হবে, তবে চূড়ান্ত সাংবিধানিক সিদ্ধান্ত সংসদের আলোচনার মধ্য দিয়েই নেওয়া হবে।

শেখ হাসিনা-মনিরুল-হারুনসহ ১০ আসামির বিরুদ্ধে শুনানি ২৮ অক্টোবর

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : গাজীপুরের পাতারটেকে জঙ্গি নাটক সাজিয়ে সাতজনকে হত্যার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনাসহ ১০ আসামির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের বিষয়ে শুনানির জন্য আগামী ২৮ অক্টোবর দিন ধার্য করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২। মঙ্গলবার (৬ অক্টোবর) প্রসিকিউশনের আবেদনের প্রেক্ষিতে এ দিন ধার্য করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন প্রসিকিউটর ফারুক আহাম্মদ।

শেখ হাসিনা ছাড়া অন্য আসামিরা হলেন- সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) একেএম শহীদুল হক, সাবেক এসবি প্রধান ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী, ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার আসাদুজ্জামান মিয়া, সাবেক কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিটের প্রধান মনিরুল ইসলাম, বগুড়ার সাবেক পুলিশ সুপার আসাদুজ্জামান, গাজীপুরের সাবেক পুলিশ সুপার ও ডিবিপ্রধান মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ, বগুড়ার সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আরিফুর রহমান মল্ল এবং সাবেক সিটিটিসির সহকারী পুলিশ কমিশনার (টিম



লিডার, সোয়াট) এসএম জাহাঙ্গীর হাছান। বর্তমানে এ মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে রয়েছেন শহীদুল হক ও আসাদুজ্জামান মিয়া। প্রসিকিউশন জানায়, গত ২ আগস্ট ট্রাইব্যুনাল-১ এ মামলার ১০ আসামির বিরুদ্ধে বিচার শুরু করার আবেদন জানিয়ে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের বিষয়ে শুনানি শেষ করে প্রসিকিউশন। এরপর আসামিপক্ষের শুনানির কথা ছিল। তবে এরমধ্যে মামলাটি ট্রাইব্যুনাল-২ এ স্থানান্তর করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আজ আসামিদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের বিষয়ে শুনানির জন্য দিন ধার্য ছিল। কিন্তু চিফ প্রসিকিউটর ছুটিতে থাকায় নতুন করে সময় আবেদন করে প্রসিকিউশন। পরে আগামী ২৮ অক্টোবর দিন ধার্য করেন আদালত।

পাতারটেকে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড নিয়ে প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম জানান, এ ঘটনায় দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সাতজনকে তুলে নিয়ে বগুড়ায় পুলিশের একটি গোপন বন্দিশালায় আটকে রাখা হয়। ২০১৬ সালের ৮ অক্টোবর গাজীপুরের নোয়াগাঁও পাতারটেকে এলাকায় সোলায়মান সরকারের বাড়িতে তাদের নেওয়া হয়। এরপর কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইমের (সিটিটিসি) নেতৃত্বে জঙ্গি নাটক সাজিয়ে সাতজনকেই গুলি করে হত্যা করেন সোয়াট সদস্যরা। সেসময় এ অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছিল ‘অপারেশন শরতের তুফান’। গাজী এমএইচ তামিম আরও জানান, হত্যাজ্ঞা শেষেই ফাঁসি হয়নি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। সাতজনের মরদেহ নিতে এলে পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধেও তদন্ত করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। নিহত সাতজনের মধ্যে চারজনের পরিচয় এখনও অজানা। বাকি তিনজন হলেন- মো. ইবরাহীম, ফরিদুল ইসলাম আকাশ ও সাইফুর রহমান। এর মধ্যে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পতনের পর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দেন ইবরাহীমের বাবা।



ট্রাম্পের নতুন প্রেস সহকারীকে ঘিরে তোলপাড়

পোস্ট ডেস্ক : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনে সহকারী প্রেস সচিব ও মুখপাত্র হিসেবে যোগ দিয়েছেন বেনি রে হারমনি। দায়িত্ব নেয়ার পরই রাইফেল হাতে ‘ফাক জো বাইডেন’ লেখা টি-শার্ট পরা তার একটি পুরোনো ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে গুরু হয় তীব্র সমালোচনা। তবে হারমনির পাশে দাঁড়িয়েছে হোয়াইট হাউজ।

২৪ বছর বয়সী হারমনি এর আগে ডানপন্থি গণমাধ্যম ‘রিয়েল আমেরিকা’স ভয়েস’-এর হোয়াইট হাউজ করসপনডেন্ট ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ট্রাম্প প্রশাসনের প্রেস টিমে যোগ দিয়েছেন। এরপরই ২০২১ সালের নভেম্বরের ওই ছবি নতুন করে আলোচনায় আসে।

ছবিতে বড়দিনের সাজসজ্জার সামনে এক বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় হারমনিকে। তার পরনে ছিল ‘ফাক জো বাইডেন’ লেখা টি-শার্ট এবং হাতে ছিল একটি রাইফেল।

উগ্র ডানপন্থি রিপাবলিকান নেতা জেরোম বেল ২০২১ সালের নভেম্বরে ছবিটি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছিলেন।

২০২২ সালের কংগ্রেস নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হওয়া বেল ওই পোস্টের ক্যাপশনে হারমনিকে নিজের প্রচার শিবিরের পাবলিক অ্যাফেয়ার্স ডিরেক্টর হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন। পরে হারমনি নিজেই পরোক্ষভাবে ছবিটির সত্যতা নিশ্চিত করেন। পরদিন একই পোশাক ও একই স্থানে তোলা আরেকটি ছবি পোস্টের মাধ্যমে তিনি ওই পোস্টের জবাব দেন।

ছবিতে থাকা বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে এক ব্যবহারকারী কটাক্ষ করে জানতে চান, ‘মেয়ে নাকি ডেট?’ জবাবে হারমনি লেখেন, ‘আংকেল’। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আমলে ট্রাম্প সমর্থকদের মধ্যে ‘ফাক জো বাইডেন’ স্লোগানটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। তবে পুরোনো ছবিটি নিয়ে হারমনি নিজে কোনো মন্তব্য করেননি।

তার নিয়োগের সমালোচনার জবাবে হোয়াইট হাউজের ডেপুটি প্রেস সচিব অ্যানা কেলি হারমনির পক্ষে অবস্থান নেন। তিনি বলেন, হারমনি ‘মাগা’ আন্দোলনের একজন বিশ্বস্ত কণ্ঠস্বর এবং ট্রাম্পের যোগাযোগ দলে তিনি “চমৎকার ও যোগ্য সংযোজন” হবেন।

হারমনির লিংকডইন প্রোফাইল অনুযায়ী, তিনি এর আগে ডানপন্থি সংগঠন ‘টার্নিং পয়েন্ট ইউএসএ’-এর উপস্থাপক জ্যাক পোসোবিয়েকের প্রযোজক হিসেবে কাজ করেছেন। এছাড়া রিপাবলিকান কংগ্রেস সদস্য পল গোসার ও সাবেক কংগ্রেস সদস্য ম্যাট গেটজের প্রেস সহযোগীও ছিলেন।

এদিকে, হারমনির হোয়াইট হাউজের প্রেস টিমে যোগ দেয়ার সময় প্রশাসনের গণমাধ্যম নীতি নিয়েও বিতর্ক চলছে। সমালোচকদের অভিযোগ, ট্রাম্প প্রশাসন সমালোচনামূলক সংবাদমাধ্যমের প্রবেশাধিকার সীমিত করে তার প্রতি অনুগত সাংবাদিকদের বেশি সুযোগ দিচ্ছে।

নেতিবাচক সংবাদ পরিবেশনের অভিযোগে সিএনএন, পলিটিকা ও এমএস নাউকে হোয়াইট হাউজ থেকে নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন ট্রাম্প। একই সঙ্গে তার উপদেষ্টারা বেছে বেছে ট্রাম্পপন্থি সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকদের প্রশ্ন করার সুযোগ দিচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

গত মাসে প্রেসিডেন্টের বিমান ‘এয়ার ফোর্স ওয়ান’-এ সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্পের বাঁ হাতে একগুচ্ছ কাগজ দেখা যায়। ওই সময় হারমনি ট্রাম্পকে একাধিক বন্ধুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেন। সমালোচকদের মতে, প্রশ্নগুলো রাজনৈতিক সুবিধা দেওয়ার জন্য আগে থেকেই সাজানো হতে পারে।

টিএমজেডের প্রতিবেদনে বলা হয়, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের ছবিতে ট্রাম্পের হাতে থাকা প্রথম কাগজটির ওপরে হারমনির নাম দেখা যায়। এ থেকে ধারণা করা হচ্ছে, সাংবাদিকদের প্রশ্ন নেওয়ার সময় ট্রাম্পের হাতে হারমনির জীবনবৃত্তান্তও ছিল।

হুতিদের বিরুদ্ধে কার্যকর হচ্ছে মক্কা চুক্তি অস্ত্রের জোগান দিল পাকিস্তান

পোস্ট ডেস্ক : সাম্প্রতিক স্বাক্ষরিত মক্কা প্রতিরক্ষা চুক্তির আওতায় প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে সৌদি আরব-সমর্থিত ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ইয়েমেন সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছে পাকিস্তান। দেশটিকে সামরিক সহায়তার অংশ হিসেবে চারটি কার্গো বিমানে করে অস্ত্র পাঠিয়েছে ইসলামাবাদ। এসব চালানে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, হালকা কামান, ড্রোন এবং ড্রোন প্রতিরোধী সরঞ্জাম রয়েছে বলে জানা গেছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক বিশেষ প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। বলা হয়েছে, পাকিস্তানের পাঠানো এসব অস্ত্র ইয়েমেনের বন্দরনগরী এডেনে পৌঁছেছে। এর মাধ্যমে ইয়েমেনের চলমান যুদ্ধে পাকিস্তান তাদের সংশ্লিষ্টতা আরো বাড়াচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ইয়েমেনে সৌদি সামরিক বাহিনীর সঙ্গে পাকিস্তানি সামরিক উপদেষ্টারাও কাজ করছেন।

ইয়েমেন সংঘাতে পাকিস্তান ও তুরস্কের সৌদি সমর্থনের বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। আগস্টে সৌদি আরব, পাকিস্তান ও তুরস্কের মধ্যে যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরের পর ইয়েমেন পরিস্থিতিতে ওই সহযোগিতার প্রাথমিক পরীক্ষাগুলোর একটি হিসেবে দেখা হচ্ছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। মিডল ইস্ট আইকে পশ্চিমা ও আরব বিশ্বের একাধিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, হুতির বড় ধরনের অগ্রযাত্রা ঠেকাতে সৌদি আরব উচ্চমানব্রার সামরিক অভিযান চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। হুতি ইতিমধ্যে



ইয়েমেনের পুরো লোহিত সাগর উপকূলের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে বলে তারা জানিয়েছেন। হুতিদের বিরুদ্ধে সৌদি আরব বিমান হামলা জোরদার করেছে। গত বৃহস্পতিবার হুতিরা দাবি করেছে, গত ২৪ ঘন্টায় সৌদি আরব তাদের অবস্থানে ৯৪টি বিমান হামলা চালিয়েছে। অন্যদিকে সৌদি আরব জানিয়েছে, তারা সানায় একটি ‘উচ্চমূল্যের লক্ষ্যবস্তুতে’ অভিযান চালিয়েছে এবং সাদায় ১১টি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা করেছে। সৌদি কর্তৃ পক্ষ আরো জানিয়েছে, তাইজে একটি ‘সমর্থিত সামরিক ব্যবস্থা’র ওপর ২৭টি বিমান হামলা চালানো হয়েছে।

এদিকে, হুতিরা সৌদি আরবের বেসামরিক অবকাঠামোতেও হামলা চালিয়েছে। এর মধ্যে রিয়াদ বিমানবন্দরও রয়েছে। সৌদি আরবের অভিযোগ, পবিত্র নগরী মদিনায় একটি বিদ্যুৎ বিতরণকেন্দ্রেও হুতিরা হামলা চালিয়েছে।

সৌদি নেতৃত্বাধীন ইয়েমেন জোট জানিয়েছে, তাইবাহ বিদ্যুৎ বিতরণকেন্দ্রে একটি ড্রোন আঘাত হানে। কেন্দ্রটি মসজিদে নববীতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। তবে হুতিরা এ হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

এর আগে গত মাসে হুতিরা লোহিত সাগর দিয়ে অগ্রসর হয়ে সৌদি জাহাজ চলাচলে

অবরোধ আরোপ করলেও পাকিস্তান ও তুরস্ক সরাসরি এতে অংশ নেয়নি। বিশেষজ্ঞদের মতে, রিয়াদের সঙ্গে সম্পর্ক এবং নিজেদের নিরাপত্তা উদ্বেগ-দুই দিকের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে হচ্ছে দেশ দুটিকে। পাকিস্তানের প্রতিবেশী ইরান হুতিদের অস্ত্র, গোয়েন্দা সহায়তা ও সামরিক পরামর্শ দিয়ে থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে।

এদিকে সৌদি আরবের গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা অংশীদার যুক্তরাষ্ট্র হলেও হুতিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ট্রাম্প প্রশাসন এখনো প্রকাশ্যে কোনো ভূমিকা নেয়নি। তবে যুক্তরাষ্ট্রও পাকিস্তানের মতো সৌদি আরবে সামরিক পরামর্শক ও অস্ত্রব্যবস্থা পাঠিয়েছে।

নেতানিয়াহুর হুক্কার



পোস্ট ডেস্ক : ইরানের নেতৃত্ব অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লড়াই এবং শেষ পর্যন্ত তা টিকবে না বলে মন্তব্য করেছেন ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। ৭ই অক্টোবরের হামলার তৃতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে সোমবার আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে নেতানিয়াহু এমন দাবি করেছেন। খবর ইরান ইন্টারন্যাশনালের। নেতানিয়াহু বলেছেন, সন্ত্রাসী রাষ্ট্র তেহরানকে আমরা আমাদের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হতে দিবে না।

তিনি আরও বলেন, প্রতিষ্ঠার পর থেকে স্বৈরাচার রাষ্ট্রটি এখন সবচেয়ে দুর্বল। ইরান এখন টিকে থাকার জন্য লড়াই, এবং এর শেষ পরিণতি হলো বিলীন হয়ে যাওয়া। এটিকে বলা যায়, এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়া।

এদিন ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইরান ত্রিমুখী কৌশলের মাধ্যমে

ইসরাইলকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। এসব কৌশলের মধ্যে রয়েছে তেলআবিবকে ঘিরে সশস্ত্র গোষ্ঠী রাখা, ইসরাইলি ভূখণ্ড লক্ষ্য করে হাজার হাজার ক্ষেপণাস্ত্র এবং পুরোপুরি ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি।

তবে আমাদের যৌথ প্রচেষ্টায় ধাপে ধাপে ইরানের এসব পরিকল্পনা গুঁড়িয়ে দিয়েছি। আমরা ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের ভাঙারে হামলা চালিয়েছে, দেশটির পারমাণবিক স্থাপনা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছি, বলেন নেতানিয়াহু।

ইসরাইল পুরোপুরি তার কাজ সম্পন্ন করবে- এমন হুঁশিয়ারি বার্তা দিয়ে নেতানিয়াহু বলেছেন, লেবাননে হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চলবে এবং গাজায় হামাস তার কার্যকলাপ চালাতে পারবে না।

ফ্লাইদুবাই ছিনতাই চেষ্টা নিয়ে আল-কায়েদার উল্লাস

পোস্ট ডেস্ক : দুবাই থেকে তেলআবিবগামী ফ্লাইদুবাইয়ের একটি বিমানের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার চেষ্টার প্রশংসা করেছে আল-কায়েদা। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের বিমানকে লক্ষ্য করে একই ধরনের হামলা চালানোর আহ্বান জানিয়েছে সন্ত্রাসী সংগঠনটি। সাম্প্রতিক এক প্রচারপত্রে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে চালানো হামলার

চেষ্টার ঘটনা পাশাপাশি তুলে ধরা হয়েছে।

প্রকাশনাটিতে একটি ছবিতে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের টুইন টাওয়ারে বিমান আছড়ে পড়ার দৃশ্যের সঙ্গে ফ্লাইদুবাইয়ের ঘটনার ইঙ্গিতবাহী আরেকটি ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। এতে সমর্থকদের মার্কিন, ইসরাইলি এবং ইসলামবিরোধী হিসেবে বর্ণিত



প্রসঙ্গও টেনেছে তারা। ‘নিউইয়র্ক পোস্ট’-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আল-কায়েদার সমর্থকদের পরিচালিত সাপ্তাহিক প্রকাশনা ‘আল-বায়ান’-এর সর্বশেষ সংস্করণে এই আহ্বান জানানো হয়েছে। চলতি বছরের জুলাইয়ে প্রকাশনাটি চালু করা হয়েছিল। প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রকাশনাটিতে ৯/১১ হামলা এবং সম্প্রতি দুবাই থেকে তেলআবিবগামী ফ্লাইদুবাইয়ের ফ্লাইট এফজেড১০৭৩-এর নিয়ন্ত্রণ নেয়ার

অন্যান্য ব্যক্তিদের বহনকারী বিমানকে লক্ষ্য করার আহ্বান জানানো হয়েছে। ফ্লাইদুবাইয়ের ওই হামলাকারীর প্রশংসাও করেছে প্রকাশনাটি। পাশাপাশি সতর্ক করে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলকে ঘিরে সংঘাত এখনও শেষ হয়নি। শনিবার আল-কায়েদার টেলিগ্রাম চ্যানেলগুলোতে প্রচারপত্রটি ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছিল। পরে সেটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়।

বিশেষ সম্পাদকীয়

২৪ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে সাপ্তাহিক বাংলা পোস্টের সকল পাঠক, শুভানুধ্যায়ী, লেখক, সহযোগী, কমিউনিটির মানুষ এবং সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও গভীর কৃতজ্ঞতা।

আপনাদের ভালোবাসা ও আস্থাই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। আপনাদের হাত ধরেই বাংলা পোস্ট আগামী দিনেও তার পথচলা অব্যাহত রাখতে চায়। আমরা বিশ্বাস করি, প্রযুক্তি যতই এগিয়ে যাক, মানুষের হাতে হাতে পৌঁছে দেওয়া একটি কাগজের সংবাদপত্রের আলাদা একটি আবেগ, বিশ্বাস ও ঐতিহ্য রয়েছে। সেই ঐতিহ্যকে বৃকে ধারণ করে বাংলা পোস্ট আগামী প্রজন্মের কাছেও বাংলা ভাষা, সংবাদ ও কমিউনিটির সেতুবন্ধন হয়ে বেঁচে থাকতে চায়।

বাংলা পোস্ট বেঁচে থাকুক পাঠকের হৃদয়ে-আজ, আগামীকাল এবং শত বছর। সকলের ভালোবাসা, দোয়া ও সহযোগিতা নিয়ে বাংলা পোস্টের পথচলা আরও দীর্ঘ হোক-এই প্রত্যাশা।

- সম্পাদক

সাপ্তাহিক বাংলা পোস্ট

দিল্লিতে ৩০০ বিরোধী সংসদ সদস্যের

রাহুল গান্ধী এই তথ্য জানান।

নির্বাচন কমিশন ভব অভিযুখে বিরোধীদের পদযাত্রায় পুলিশ বাধা দেয়ার এবং আকাশবাণী ভবনের সামনে দীর্ঘ সময় অবস্থান কর্মসূচির পরদিনই যন্তর মন্তরে এই বিশাল সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

জনপথের একটি রেষ্টোরাঁয় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজ শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে রাহুল গান্ধী বলেন, বিরোধী সংসদ সদস্যরা নির্বাচন কমিশনারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাদের সেই সুযোগ দেওয়া হয়নি।

রাহুল গান্ধী বলেন, “গতকাল আমি যেমনটি বলেছিলাম, আমাদের ৩০০ জন এমপি নির্বাচন কমিশনারদের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমাদের অনুমতি দেওয়া হয়নি। তাই আজ আমরা যন্তর মন্তরে প্রতিবাদ জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।” নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে তাদের গভীর উদ্বেগের বার্তাটি পুরো ভারতের কাছে পৌঁছে দেওয়াই বিরোধীদের মূল লক্ষ্য বলে জানান রাহুল। তিনি বলেন, “আমরা ভারতকে বলতে চাইউজ্ঞানেশ কুমার কোনো বৈধ প্রধান নির্বাচন কমিশনার নন। এরা দেশের সঙ্গে প্রতারণা করছেন। তাকে অবশ্যই পদত্যাগ করতে হবে।”

মঙ্গলবারের বিক্ষোভের ঘটনায় তার বিরুদ্ধে মামলা করার তীব্র সমালোচনা করে রাহুল দাবি করেন, তার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই প্রায় ৪০টি এফআইআর রয়েছে। রসিকতা করে তিনি বলেন, “আমার লক্ষ্য এটি ১০০-তে নিয়ে যাওয়া। তাই প্রতিটি নতুন এফআইআর আমার জন্য একেকটি পদকের মতো।”

কংগ্রেসের এই প্রভাবশালী নেতা অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশন যা কিছু করছে তার পেছনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত রয়েছে। তিনি বলেন, “নির্বাচন কমিশন যা-ই করছে, তার নেপথ্যে রয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। এর অর্থ হলো, মোদী নিজেই ভারতের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছেন।”

তবে রাহুল গান্ধীর এই সমস্ত অভিযোগ বিজেপির পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারও সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছে। যন্তর মন্তরে যাওয়ার আগে ইন্ডিয়া জোটের বেশ কয়েকজন শীর্ষ নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গের আমন্ত্রণে জনপথের এক রেষ্টোরাঁয় মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেন।কংগ্রেস নেতা কেসি বেগুগোপাল ও মানিকাম ঠাকুর ছাড়াও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বামপন্থী নেতা পি সন্তোষ কুমার ও ভি শিবদাসন এবং ভৃগমূল কংগ্রেসের সংসদ সদস্য ডেরেক ও’ব্রায়েন।

ভোটার তালিকা হালনাগাদ বা স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) এবং ভোট চুরির গুরুতর অভিযোগে বিরোধীরা বেশ কিছুদিন ধরেই সরব রয়েছে। তারা ভোটার তালিকা সংশোধনের বর্তমান প্রক্রিয়া পরিবর্তনের পাশাপাশি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ দাবি করে আসছে।

মঙ্গলবারের ঘটনার ধারাবাহিকতায় এই নতুন প্রতিবাদ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলবার সংসদ ভবন থেকে নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ের দিকে যাওয়ার সময় বিরোধী দলের প্রায় ২০০ জন সংসদ সদস্যকে আকাশবাণী ভবনের কাছে ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দেয় দিল্লি পুলিশ।

বাধাপ্রাপ্ত হয়ে রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়ান্কা গান্ধী ভদ্রা সরকারি চত্বরে প্রবেশ করে প্রায় নয় ঘণ্টা ধরে অবস্থান ধর্মঘট পালন করেন। পরবর্তীতে দিল্লি পুলিশ দুই নেতাসহ অন্যান্য বিরোধী নেতাদের আটক করে।অনুমতি ছাড়া আকাশবাণী ভবন চত্বরে প্রবেশের অভিযোগে পরবর্তীতে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়। ভোটার তালিকা সংশোধনে অনিয়মের অভিযোগ বিরোধীরা অব্যাহত রাখলেও নির্বাচন কমিশন নিজেদের সিদ্ধান্তের পক্ষে সাফাই গেয়েছে। কমিশনের দাবি, প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনার অংশ হিসেবে মতপার্থক্য থাকাটা স্বাভাবিক।

রুধবার যন্তর মন্তরে ইন্ডিয়া জোটের অবস্থান আরও শক্তিশালী হয়। সিইসির পদত্যাগ এবং ভোটার তালিকা হালনাগাদের দাবিতে লাগাতার আন্দোলনের ডাক দিয়েছে ভারতের প্রধান বিরোধী দলগুলো।

সমকামী সেজে ভুয়া আশ্রয় আবেদন

শ্রেণ্ডার ব্যক্তিত্বা এমন কয়েক ডজন বাংলাদেশি পুরন্সকে আশ্রয়ের আবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন, যারা দাবি করেছিলেন, বাংলাদেশে ফিরলে যৌন পরিচয়ের কারণে তাদের প্রাণনাশের আশঙ্কা রয়েছে।

অভিযানে ফোন, গয়না ও হাজার হাজার পাউন্ড নগদ অর্থ জন্দ করা হয়েছে। পরে অবৈধভাবে বৃটেনে অবস্থানের সন্দেহে তৃতীয় এক ব্যক্তিকেও শ্রেণ্ডার করা হয়।ব্রেকিং নিউজ সতর্কতা ‘আপনজন’ ঘিরে তদন্ত

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ফৌজদারি তদন্ত বিভাগের আঞ্চলিক প্রধান ক্রিস ফস্টার বলেন, পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেলভিত্তিক বাংলাদেশি এলজিবিটি সংগঠন ‘আপনজন’-এর সঙ্গে সম্পর্কিত কয়েকটি ভুয়া আশ্রয় আবেদনের অভিযোগ তদন্ত করতে গিয়ে এই শ্রেণ্ডার করা হয়েছে।

তিনি বলেন, কয়েক মাস ধরে তদন্ত চালাচ্ছিলেন অভিবাসন কর্মকর্তারা। তাদের কাছে তথ্য রয়েছে, সংশ্লিষ্টরা জাল চিঠি ও নথি সরবরাহ করতেন এবং এর বিনিময়ে ১ হাজার থেকে সাড়ে ৪ হাজার পাউন্ড পর্যন্ত নিতেন।

এসব নথির মধ্যে সংগঠনটির প্যাডে ভুয়া প্রত্যয়নপত্র, সমকামী হিসেবে উপস্থাপনের জন্য সাজানো ছবি এবং সমলিঙ্গের ব্যক্তিদের লেখা কথিত সম্পর্কের চিঠিও থাকতে পারে বলে জানান ফস্টার।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত শতাধিক আশ্রয়ের আবেদন এখন

প্রথম পাতার পর

পর্যালোচনা করা হচ্ছে। কর্মকর্তাদের ধারণা, এর কিছু আবেদন জাল প্রমাণের ভিত্তিতে মঞ্জুর হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও ছিল।

চলতি বছরের শুরুতে বিবিসির এক অনুসন্ধানে বৃটেনে আশ্রয় পাওয়ার জন্য অভিবাসীদের সমকামী পরিচয় নেয়ার পরামর্শ এবং ভুয়া প্রমাণ তৈরিতে সহায়তার অভিযোগ সামনে আসে।

গত এপ্রিলের ওই প্রতিবেদনে তানিসা খান নামে এক উপদেষ্টাকে ছদ্মবেশী সাংবাদিককে গে ক্লাবের ছবি ও অন্যান্য সহায়ক প্রমাণসহ একটি ‘বিস্তারিত প্যাকেজ’ দেয়ার কথা বলতে দেখা যায়। তিনি ‘উস্টার এলজিবিটি’ নামে একটি সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বিবিসির অনুসন্ধানে এমন একটি অনুষ্ঠানের কথাও উঠে আসে, যেখানে উপস্থিত কয়েকজন পুরুষ সাংবাদিকদের কাছে স্বীকার করেন যে তারা প্রকৃতপক্ষে সমকামী নন। তদন্তের পর উস্টার এলজিবিটি বন্ধ হয়ে যায়।

তবে তানিসা খান আশ্রয়ের আবেদনে ভুয়া প্রমাণ তৈরি বা কাউকে মিথ্যা দাবি করতে উৎসাহ দেয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেন।বাংলাদেশ সংবাদ বৃটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাবানা মাহমুদ বলেছেন, যারা নিপীড়নের মিথ্যা দাবি করে আশ্রয়ব্যবস্থার অপব্যবহার করছেন, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি বলেন, এ ধরনের প্রতারণা থেকে লাভবান হওয়া চক্রগুলোর বিচার করা হবে, তাদের অবৈধ অর্থ জন্দ করা হবে এবং ব্যবসা বন্ধ করে দেয়া হবে। যারা আশ্রয়ব্যবস্থার সঙ্গে প্রতারণা করবেন, তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে যুক্তরাজ্য থেকে বহিষ্কার করা হতে পারে। দেশটিতে আশ্রয় জালিয়াতির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে সর্বোচ্চ ১০ বছর কারাদণ্ড হতে পারে।

ইউরোপীয় পার্লামেন্টে ট্রাম্পের নগ্ন

নামের ভান্ধুর্ষটিতে ট্রাম্পের হাতে রয়েছে ন্যায়বিচারের দাঁড়িপাল্লা ও একটি লম্বা গলফ ক্লাব। গলফ বলটিকে তৈরি করা হয়েছে পৃথিবীর আদলে। টেলিগ্রাফের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফ্লাসের স্ট্রাসবুর্গে পার্লামেন্টের দুটি ভবনের মধ্যকার ব্যস্ত একটি সংযোগস্থলে ভান্ধুর্ষটি বসানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এটি সেখানে প্রদর্শিত হবে। ‘অন্যায়ের রাজা’ ট্রাম্প

ডেনমার্কের শিল্পী জেনস গালশিয়টের তৈরি ভান্ধুর্ষটিতে ট্রাম্পকে পোশাক পরা এক ছোট ব্যক্তির কাঁধে বসে থাকতে দেখা যায়। ভান্ধুর্ষটির পাদদেশে লেখা- ‘আমি একজন মানুষের পিঠে বসে আছি। আমার ভারে সে ডুবে যাচ্ছে। তাকে সাহায্য করতে আমি যেকোনো কিছু করব। শুধু তার পিঠ থেকে নামব না।’ গালশিয়ট বলেন, নিয়মভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় ট্রাম্প অন্যতম বড় হুমকি। ২৩ ক্যারেট সোনার পাত দিয়ে মোড়ানো ভান্ধুর্ষটি তৈরি করতে অনুপ্রেরণা নেয়া হয়েছে বিখ্যাত রূপকথা ‘দ্য এমপেররস নিউ ক্লোদস’ থেকে। গল্পে নগ্ন এক সম্রাট নিজেকে দামি পোশাক পরা মনে করলেও শেষ পর্যন্ত একটি শিশু তার আসল অবস্থা প্রকাশ করে দেয়।

ডেনমার্কের বামপন্থি ইউরোপীয় পার্লামেন্ট সদস্য পের ক্রুসেনের আমন্ত্রণে ভান্ধুর্ষটি পার্লামেন্টে প্রদর্শিত ছেছে। ট্রাম্পের প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা নিয়ে ক্রুসেন বলেন, কেউ যদি এই ভান্ধুর্ষ প্রদর্শন সহ্য করতে না পারেন, তাহলে বিশ্বমঞ্চে তার জায়গা নেই। এর আগে ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত কপ-৩০ এবং চলতি বছরের মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনেও ভান্ধুর্ষটি প্রদর্শিত হয়েছিল। তবে হোয়াইট হাউস এ বিষয়ে এখনো কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

দর্শনাথীদের প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে ভান্ধুর্ষটির ছোট সংস্করণ বিনামূল্যে দেয়া হচ্ছে। অনলাইনে এর নকশাও প্রকাশ করেছেন গালশিয়ট, যাতে মানুষ প্রিন্টি প্রিন্টারে নিজেদের ভান্ধুর্ষ তৈরি করতে পারেন।

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের মিডিয়া ট্রেনিং

বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপর গুরুভারোপ করা হয় ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাধারণ সম্পাদক মো. আকরামুল হোসাইন এবং কোষাধ্যক্ষ মো. আবদুল হান্নান বক্তব্য দেন।

প্রথম প্রশিক্ষণ সেশনের বিষয় ছিল ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও সাংবাদিকতা: বন্ধু নাকি শত্রু?’ সেশনটি পরিচালনা করেন সাবেক বিবিসি বাংলা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মাসুদ হাসান খান। সাংবাদিকতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্রমবর্ধমান ভূমিকা, এর সম্ভাবনা, ঝুঁকি ও নৈতিক দিক নিয়ে সেশনে আলোচনা করা হয়।

দ্বিতীয় সেশনের বিষয় ছিল ‘সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সাংবাদিকতার শক্তি’। সেশনটি পরিচালনা করেন রানার মিডিয়া লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা আসম মাসুম। সংবাদ বিতরণ, দর্শক-পাঠকের সম্পৃক্ততা এবং আধুনিক সাংবাদিকতায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ক্রমবর্ধমান প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়।

তৃতীয় সেশনের বিষয় ছিল ‘নিউজরুম থেকে নিউজফিড: ডিজিটাল যুগে সংবাদ পরিবেশন’। সেশনটি পরিচালনা করেন দ্য ডেইলি স্টারের যুক্তরাজ্যের বিশেষ প্রতিনিধি বুলবুল হাসান। ডিজিটাল প্র্যাটিফর্ম কীভাবে নিউজরুম, সংবাদ পরিবেশনের পদ্ধতি এবং দর্শক-পাঠকের সংবাদ গ্রহণের ধরন পরিবর্তন করেছে, তা নিয়ে সেশনে আলোচনা করা হয়।

চতুর্থ প্রশিক্ষণ সেশনের বিষয় ছিল ‘বাইলাইনের বাইরে: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কীভাবে সাংবাদিকতাকে বদলে দিচ্ছে’। সেশনটি পরিচালনা করেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিজ্ঞানী ও গ্রুপ লিডার ড. মোস্তাফা কামাল। সাংবাদিকতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং ডিজিটাল যুগে সাংবাদিকদের পরিবর্তিত দায়িত্ব নিয়ে তিনি আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানের সমাপনী পর্বে টাওয়ার হ্যামলেটসের স্পিকার কাউন্সিলর মোস্তাক আহমেদ বাংলাদেশি কমিউনিটি এবং এর বাইরেও বাংলা গণমাধ্যম ও সাংবাদিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরার পাশাপাশি বৃহত্তর সমাজে বাংলা গণমাধ্যমের সাংবাদিকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

কাউন্সিলর মোস্তাক আহমেদ আরও বলেন, এ ধরনের প্রশিক্ষণ সাংবাদিকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাংবাদিকরা তাদের পেশাগত দায়িত্ব আরও দক্ষতা, জ্ঞান ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে পালন করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ চলাকালে ক্লাবের দুই সদস্য ও অংশগ্রহণকারী আবু মুসা হাসান এবং সারওয়ার-ই-আলম সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তারা লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবকে এ ধরনের প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানান এবং সদস্যদের জন্য কর্মসূচিটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে উল্লেখ করেন। প্রশিক্ষণের শুরুতে বিডিনিউজ২৪ ডটকমের সম্পাদক-ইন-চিফ তৌফিক ইমরোজ

বাংলা পোস্ট

খালিদীর আকস্মিক মৃত্যুতে অংশগ্রহণকারীরা এক মিনিট নীরবতা পালন করেন।

শোক প্রস্তাব পেশ করেন ভাইস প্রেসিডেন্ট আহাদ চৌধুরী বাবু ।

চারটি প্রশিক্ষণ সেশনের পর সমাপনী অনুষ্ঠান ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদ বিতরণ করেন টাওয়ার হ্যামলেস কাউন্সিলর স্পীকার কাউন্সিলর মুশতাক আহমেদ,প্রশিক্ষক ড. সরকার মোস্তফা কামাল, সাংবাদিক আসম মাসুম এবং লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের নির্বাহী কমিটির সদস্যরা। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বিভিন্ন পর্যায়ে অন্যান্যের মধ্যে অংশ নেন সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট তাইসির মাহমুদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট আহাদ চৌধুরী বাবু, কোষাধ্যক্ষ আবদুল হান্নান, সহকারী সম্পাদক আবদুল কাদির মুরাদ, সহকারী কোষাধ্যক্ষ এখলাছুর রহমান পান্ডু, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আলাউর রহমান শাহীন, মিডিয়া এন্ড আইটি সেক্রেটারি ফয়সল মাহমুদ, নির্বাহী কমিটির সদস্য সারওয়ার হোসেন, এনাম চৌধুরী ও ফারজানা চৌধুরী।

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য তাদের ধন্যবাদ জানান।

সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মিডিয়া ট্রেনিং স্পন্সর, লন্ডন একাডেমি অফ এপ্রাইড টেকনোলজির পরিচালক, একাউন্টেন্ট তরিকুর রশিদ চৌধুরী শওকত। তিনি লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের এ ধরনের আয়োজনে আগামীতে ও সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। সমাপনী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জেনারেল সেক্রেটারী আকরামুল হোসেন। তিনি প্রেসক্লাবের আয়োজনে এধরণের অনুষ্ঠানে চলমান রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সিনিয়র সহ-সভাপতি তাইসির মাহমুদ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি অনুষ্ঠান সফল করতে বক্তা, প্রশিক্ষক, আয়োজক ও অংশগ্রহণকারীদের অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে টাওয়ার হ্যামলেটসের স্পিকার কাউন্সিলর মোস্তাক আহমেদ এবং প্রশিক্ষকদের অন্যতম ড. মোস্তাফা কামালকে বিশেষ উপহার প্রদান করা হয়।

আয়োজকরা জানান, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা আরও বৃদ্ধি করা এবং সাংবাদিকতার দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে তাদের খাপ খাইয়ে নিতে সহায়তা করাই এ প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য। বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ডিজিটাল প্র্যাটিফর্ম সাংবাদিকতার জগতে যে পরিবর্তন আনছে, সেই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাংবাদিকদের প্রস্তুত করতেই এ ধরনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।

লন্ডনে নিউ ভিশন হাউজিং লিমিটেডের ৯ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত



খালেদ মাসুদ রনি: বিশাল আয়োজনে লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়েছে নিউ ভিশন হাউজিং লিমিটেডের ৯ম বার্ষিক সাধারণ সভা। প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অগ্রগতি, বিনিয়োগ, ব্যবসা সম্প্রসারণ ও মেট্রমিনি লিমিটেড এবং প্রতিশন ফোর পিচ এর পরিসংখ্যান এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে সভায় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন পরিচালনা পর্ষদ ও শেয়ারহোল্ডাররা। গত রোববার, ৪ অক্টোবর দুপুরে পশ্চিম লন্ডনের আল মানার মসজিদ হল রুমে নবম বার্ষিক সাধারণ সভায় ডাইরেক্টর, অ্যাডভাইজার, শেয়ারহোল্ডার ও আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।

ড. ইব্রাহিম খানের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠানের ফাউন্ডার ডাইরেক্টর সৈয়দ জোসেফ আলী। তিনি উপস্থিত অতিথি, ডাইরেক্টর, অ্যাডভাইজার ও শেয়ারহোল্ডারদের স্বাগত জানান এবং প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রায় সংশ্লিষ্ট সবার অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এরপর বক্তব্য রাখেন মাওলানা সাহিদ আহমদ, আকবর হুসেন রাশেদ, সায়েল আহমদ, হাফিজ আদীল খান এবং আমিনুর চৌধুরী।

সভায় গত অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও অর্জনের বিভিন্ন পরিসংখ্যান তুলে ধরেন পরিচালক আব্দুল কাদির।

এ সময় প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি, কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা তরেন। পাশাপাশি শেয়ারহোল্ডারদের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার বিষয়টিও গুরুত্ব পায়।

গণঃঃরসড়হু খরসঃরঃবফ- ডবফফঃহম যধযষ এর পক্ষ থেকে অ্যাডভাইজার শোয়েব আহমদ প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেন।

নিউ ভিশন হাউজিং লিমিটেডের বিগত অর্থবছরের আর্থিক কার্যক্রম, ব্যবসায়িক অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনার ওপর ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্ট উপস্থাপন করেন প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আবদুল কাদির। তিনি কোম্পানির সামগ্রিক অগ্রগতি, বিনিয়োগ কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ কৌশলগত পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক শেয়ারহোল্ডারদের সামনে তুলে ধরেন।

সভায় চৎড়ারংরঃড়হ ৪ চবধপব-এর কার্যক্রম, উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়েও বিশেষ উপস্থাপনা করা হয়। এ বিষয়ে কম্পানির ডাইরেক্টর আমিনুর রহমান চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। পাশাপাশি ঐধন্ডরু অফরয কযধহ, চৎড়ারংরঃড়হ ৪ চবধপব-এর কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করেন। অএগ-এর বিভিন্ন পর্বে প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রায় বিশেষ অবদান রাখা ব্যক্তি, সদস্য ও সহযোগীদের সম্মাননা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে সাক্ষির আহমদ সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি অএগ সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য অতিথি, শেয়ারহোল্ডার, ডাইরেক্টর, অ্যাডভাইজার, স্বেচ্ছাসেবক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ অগ্রযাত্রায় সবার অব্যাহত সহযোগিতা কামনা করেন।

সবশেষে দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে নিউ ভিশন হাউজিং লিমিটেডের নবম বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

১০ উড়োজাহাজ কিনছে সরকার

ডলারে ১৪টি উড়োজাহাজ কেনার চুক্তি হয়। এর মধ্যে আটটি ৭৮৭-১০ ড্রিমলাইনার, দুটি ৭৮৭-৯ ড্রিমলাইনার এবং চারটি ৭৩৭-৮ উড়োজাহাজ রয়েছে। বাংলাদেশি মুদায় ওই চুক্তির মূল্য প্রায় ৪৫ হাজার ৪০৮ কোটি টাকা।ডমণ টিকিট বুক করুন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বোয়িংয়ের উড়োজাহাজগুলো ২০৩১ সাল থেকে বিমানের বহরে যুক্ত হতে পারে। সব উড়োজাহাজ পেতে ১১ থেকে ১২ বছর সময় লাগতে পারে। চুক্তি হলেও সরবরাহের আগে এসব উড়োজাহাজের পুরো মূল্য পরিশোধ করতে হবে না। একটি করে উড়োজাহাজ সরবরাহের সময় তার মূল্য পরিশোধ করা হবে। তবে বিমান কর্তৃপক্ষ অন্তত একটি উড়োজাহাজ ২০২৭ বা ২০২৮ সালে সরবরাহের অনুরোধ জানিয়েছে। এয়ারবাসের ১০টি এবং বোয়িংয়ের ২৫টি উড়োজাহাজ বহরে যুক্ত হলে নতুন উড়োজাহাজের সংখ্যা দাঁড়াবে ৩৫। এর মধ্যে ১৯টি হবে ওয়াইড-বডি বা প্রশস্ত কাঠামোর এবং ১৬টি ন্যারো-বডি বা সরু কাঠামোর উড়োজাহাজ।

বর্তমানে বিমানের বহরে ১৯টি উড়োজাহাজ রয়েছে। এর মধ্যে ১৪টি বোয়িং এবং পাঁচটি ড্যাশ-৮। তবে দুটি উড়োজাহাজ প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। বাকি ১৭টিও আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বহর থেকে বাদ পড়ার কথা রয়েছে।

বিক্ষোভে উত্তাল ফ্রান্স

এভাবে পড়াশোনা করা যায় না।’ বিষয়টিকে সে অগ্রহণযোগ্য বলেও মন্তব্য করে।

গত মাসের শেষ দিকে শুরু হওয়া বিক্ষোভের অংশ হিসেবে মঙ্গলবার প্যারিসের রাজপথে নেমেছিল প্রায় ৫৬ হাজার মানুষ। শিক্ষক সংকট, দীর্ঘ ক্লাস রুটিন, সুযোগ-সুবিধার অভাব, ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রার বিপরীতে জরাজীর্ণ স্কুল ভবন এবং সংকট নিরসনে ব্যবস্থা না নেওয়ার প্রতিবাদে মঙ্গলবার ফ্রান্সজুড়ে হাইস্কুল অবরোধ পালন করা হয়। বেশ কয়েকটি শহরে ১৫ থেকে ১৭ বছর বয়সীরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করে।

বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড হাতে প্যারিসের ঐতিহাসিক প্লাস দো লা রিপাবলিক চত্বরে জড়ো হয়েছিলেন কয়েক হাজার বিক্ষোভকারী। একটি প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল- ‘২০২৬ হলো নতুন ১৭৮৯।’ যার মাধ্যমে ঐতিহাসিক ফরাসি বিপ্লবের দিকে ইঙ্গিত করা হয়। আগামী বছর দেশটিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হওয়ার কথা। এর আগে এমানুয়েল মার্খাঁর পদত্যাগ দাবি ও কট্টর ডানপন্থিদের নিন্দা জানিয়ে স্লোগানে স্লোগানে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে রাজপথ। ড্রামের তালের সঙ্গে নেচে-গেয়ে ও হাততালি দিয়ে নিজেদের দাবি তুলে ধরেন বিক্ষোভকারীরা।

‘এই দেশে আমার ভবিষ্যৎ নেই’

বিক্ষোভে আংশিক ওই উৎসবমুখর পরিবেশের আড়ালে অনেক শিক্ষার্থীর কণ্ঠে ছিল চরম হতাশার সুর। ইয়ানিসের সঙ্গেই বিক্ষোভে যোগ দিয়েছিল ১৫ বছর বয়সী ফিদেল। তার স্বপ্ন একজন আইনজীবী হওয়া। কিন্তু স্কুলের বেহাল দশা তার স্বপ্ন পূরণের ক্ষেত্রে হতাশা তৈরি করেছে।

ফিদেল বলে, ‘আমি যখন এই পুরো ব্যবস্থারটির (সিস্টেম) দিকে তাকাই, তখন নিজেকেই বলি, এই দেশে আমার কোনো ভবিষ্যৎ নেই।’

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল ১৬ বছর বয়সী নোহাম। তার লক্ষ্য কম্পিউটার প্রকৌশলী হওয়া। কিন্তু সে জানায়, শ্রেণিকক্ষে অতিরিক্ত শিক্ষার্থীর চাপ আর শিক্ষক সংকটের কারণে লক্ষ্য এখন ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে। নোহাম আরও বলে, ‘যথায়থ শিক্ষার সুযোগ না পেলে আমি আমার স্বপ্নের চাকরি কখনোই পাব না। এটি আমার ওপর প্রচণ্ড মানসিক চাপ তৈরি করছে।’

দীর্ঘ ২০ বছর ধরে শিক্ষকতা পেশায় যুক্ত আছেন নাদিন জিলিয়াকাস। তিনি জানান, আরও কম বয়সী শিক্ষার্থীদের মধ্যে তিনি একই ধরনের হতাশা লক্ষ্য করেছেন। সামনের দিনগুলো নিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রায়ই এক অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের কথা বলে। এই শিক্ষিকা বলেন, ‘আমরা তাদের বোঝানোর চেষ্টা করি। ভবিষ্যতে নিজের ভালোলাগার বিষয়ের ওপর চাকরির জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার পরামর্শ দেই। কিন্তু জবাবে মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরাও এখন বলে, ‘এসবের কোনো মানে হয় না। আমরা এমনতিতেও চাকরি পাব না।’

সৌদির দুই বিমানবন্দরে হুতির অতর্কিত

বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, হামলাগুলো ৬ ও ৭ অক্টোবর চালানো হয়েছে। তবে কোন বিমানবন্দরে কোনদিন হামলা হয়েছে তা নির্দিষ্ট করে বিবৃতিতে বলা হয়নি। আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হামলার ঘটনায় হতাহতদের জাতীয়তা ও পরিচয় সম্পর্কে সৌদি কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক তথ্য জানিয়েছে। এছাড়া হামলার ধরন বা এতে ব্যবহৃত অস্ত্র সম্পর্কে বিবৃতিতে বিস্তারিত কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

মালয়েশিয়ায় বিনা খরচে ১০ হাজার কর্মী

মাধ্যমেও কর্মী পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে এবার সরকারের অন্যতম লক্ষ্য কর্মীদের অভিবাসন ব্যয় কমানো এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা। এ কারণে জিরো কস্টে কর্মী পাঠানোর উদ্যোগকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

ইতোমধ্যে প্রায় ৩৫০ জন মালয়েশীয় নিয়োগকর্তা বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগের জন্য কোটা বরাদ্দের আবেদন করেছেন। তাদের মধ্যে ৬ হাজারের বেশি কর্মীর কোটা বরাদ্দ হয়েছে। নিয়োগকর্তারা প্রয়োজনীয় সরকারি ফি ও লেভি পরিশোধ করে নিয়ম অনুযায়ী কোটা পেয়েছেন। এরপর ডিমান্ড লেটার সত্যায়নের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বরাদ্দ পাওয়া কোটার কর্মীদের পাশাপাশি জিরো কস্টে ১০ হাজার কর্মী পাঠানোর উদ্যোগটি সমান্তরালভাবে এগিয়ে নেওয়া গেলে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে বাংলাদেশি কর্মী পাঠানোর সুযোগ আরও বাড়বে। এতে একদিকে কর্মীদের অভিবাসন ব্যয় কমানোর সুযোগ তৈরি হবে, অন্যদিকে বেসরকারি খাতের মাধ্যমে কর্মী প্রেরণও চালু রাখা সম্ভব হবে।মালয়েশিয়ায় কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতেও সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে। দেশটিতে বিপুলসংখ্যক অনির্বন্ধিত বিদেশি কর্মী থাকায় নতুন করে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা ও ডিমান্ড লেটার যথাযথভাবে যাচাইয়ের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বায়রার নেতারা বলছেন, মালয়েশিয়ার বাজারে বাংলাদেশি কর্মী পাঠানোর সুযোগ ধরে রাখতে দ্রুত প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। একই সঙ্গে কর্মীদের অভিবাসন ব্যয় কমানো এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করাও গুরুত্বপূর্ণ।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক বলেন, ‘আমরা আগে চাই রপ্তায় সংস্থা বোয়েসেলের মাধ্যমে প্রথমে জিরো কস্টে ১০ হাজার শ্রমিক যাবে। তারপর বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সির মালিকরা শ্রমিক পাঠাবেন।’

সরকারের সংশ্লিষ্টরা বলছেন, জিরো কস্টে কর্মী পাঠানোর উদ্যোগ সফল হলে মালয়েশিয়াগামী কর্মীদের আর্থিক চাপ কমবে। পাশাপাশি বেসরকারি খাতের মাধ্যমে নিয়মিত কর্মী প্রেরণ চালু রাখার মাধ্যমে দেশটির শ্রমবাজারে বাংলাদেশের অবস্থান

আরও শক্তিশালী করার সুযোগ তৈরি হবে।

লন্ডনে কারি লাইফ অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬

কে (Jon Kay) এবং লাক্সমি গোপাল (Luxmy Gopal)-এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত বর্ণাঢ্য এই আয়োজনে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাঁচ শতাধিক অতিথি অংশ নেন।

এবার মোট ৪১টি পুরস্কার প্রদান করা হয় চারটি প্রধান বিভাগে- সেরা রেস্টোরাঁ, সেরা শেফ, সম্পাদকীয় বিশেষ সম্মাননা (Editor’s Choice) এবং সেরা টেকঅ্যাওয়ে। হাজারো গ্রাহক তাঁদের প্রিয় রেস্টোরাঁ, টেকঅ্যাওয়ে ও শেফের পক্ষে ভোট দেন। এরপর বিচারকদের কঠোর মূল্যায়নের মধ্যদিয়ে চূড়ান্ত সংক্ষিপ্ত তালিকা ও বিজয়ীদের নির্বাচন করা হয়।

এ বছরের সম্মাননার তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে ব্রাইটন থেকে বোল্টন, টনটন থেকে টিসসাইড-অর্থাৎ যুক্তরাজ্যের নানা শহরের সেরা কারি রেস্টোরাঁ ও শেফরা। যুক্তরাজ্যের কারি শিল্পের অন্যতম কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজ করছে ‘কারি লাইফ ম্যাগাজিন’। এটি কারি লাইফ মিডিয়া গ্রুপের একটি প্রকাশনা। ১৭ বছর ধরে এই এওয়ার্ড অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি ব্রিটেনের কারি শিল্পে অসামান্য অবদান রাখা পেশাজীবী, শেফ, রেস্টোরাঁ মালিক ও ব্যবসায়িক নেতাদের সম্মান জানিয়ে আসছে।

গত এক দশকেরও বেশি সময়ে কারি লাইফ এওয়ার্ডস ব্রিটিশ কারি শিল্পের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতিতে পরিণত হয়েছে। প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সেরা রেস্টোরাঁগুলো এই পুরস্কারের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং নতুন প্রজন্মের উদ্যোক্তাদের জন্য এটি হয়ে উঠেছে অনুপ্রেরণার মঞ্চ।

ব্যয় বৃদ্ধি ও দক্ষ জনবলের সংকটের শঙ্কা

‘কারি লাইফ’ ম্যাগাজিনের প্রধান সম্পাদক সৈয়দ নাহাস পাশা সূচনা বক্তব্যে বিজয়ীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, “কারি লাইফ অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬-এর বিজয়ীদের অভিনন্দন। এ বছর আমাদের পুরস্কারের ১৭তম আয়োজন-কারি শিল্পে উৎকর্ষ উদ্যাপন এবং এই খাতের কঠোর পরিশ্রম, স্থিতিশীলতা ও সৃজনশীলতাকে তুলে ধরার প্রতি আমাদের অঙ্গীকারের একটি প্রমাণ।”

তিনি আরও বলেন, “দেশজুড়ে রেস্টোরাঁগুলো মজুরি থেকে শুরু করে উপকরণের দাম-সব ক্ষেত্রেই ব্যয় বৃদ্ধির মুখোমুখি হচ্ছে। পাশাপাশি অভিবাসন নীতির পরিবর্তনের কারণে দক্ষ কর্মীর সংকটেরও বাস্তব ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। এই পুরস্কারগুলো দেখিয়ে দেয় কেন এই শিল্পের আরও উল্লেখযোগ্য সহায়তা প্রয়োজন, যাতে এটি যুক্তরাজ্যের অর্থনীতিতে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান অব্যাহত রাখতে পারে।”

‘কারি শিল্প ব্রিটেনের অনুপ্রেরণার গল্প’

অনুষ্ঠানে কারি লাইফ ম্যাগাজিনের সম্পাদক সৈয়দ বেলাল আহমেদ বলেন, “যুক্তরাজ্যের কারি শিল্পে দেশের সবচেয়ে অনুপ্রেরণাদায়ী ব্যবসায়ী ও রেস্টোরাঁ উদ্যোক্তাদের অনেকেই কাজ করছেন। আমরা আনন্দিত যে তাঁদের কঠোর পরিশ্রমে অর্জিত সাফল্যকে জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরার একটি প্ল্যাটফর্ম দিতে পারছি, যাতে তাঁরা আরও এগিয়ে যেতে পারেন। ব্রিটিশ কারি শিল্প আবারও নিজেদের গৌরবময় অবস্থান প্রমাণ করেছে।”

‘ব্রিটেনের অর্থনীতি ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ’

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লর্ড করণ বিলিমোরিয়া সিবিই, সাবেক সিবিআই সভাপতি, কোবরা বিয়ার-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং কারি লাইফ অ্যাওয়ার্ডসের দীর্ঘদিনের সমর্থক।

তিনি বলেন, “কারি শিল্প ব্রিটেনের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রন্ধনশৈলীর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের জীবিকা সমর্থন করে এবং অসাধারণ খাবারের প্রতি মানুষের ভালোবাসার মাধ্যমে সবাইকে একত্রিত করে।”

তিনি আরও বলেন, “কারি লাইফ অ্যাওয়ার্ডস সেই সব রেস্টোরাঁ উদ্যোক্তা, শেফ এবং দলের অসাধারণ প্রতিভা, নিষ্ঠা ও উদ্যোক্তা-স্পৃহাকে স্বীকৃতি দেয়, যাদের কঠোর পরিশ্রম এই শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।”

লর্ড বিলিমোরিয়ার ভাষায়, “তাঁদের অর্জনকে উদ্যাপন করা এবং নতুন প্রজন্মকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে এই পুরস্কার ব্রিটেনের কারি শিল্পের শক্তিশালী ও উচ্চাভিলাষী ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে সহায়তা করছে-যা তার গর্বিত ঐতিহ্যের ওপর দাঁড়িয়ে নতুন প্রবৃদ্ধি ও উদ্ভাবনের সুযোগকে গ্রহণ করবে।”

সংসদ সদস্যদের উপস্থিতি

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্রেন্ট ইস্ট আসনের এমপি ডন বাটলার। এছাড়া যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন আসনের একাধিক সংসদ সদস্য অংশ নেন এবং নিজ নিজ এলাকার পুরস্কারপ্রাপ্ত রেস্টোরাঁগুলোর প্রতি সমর্থন জানান।

উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্টাউথের এমপি লয়েড হ্যাটিন, টনটনের এমপি গিডিওন অ্যামোস ওবিই, লেস্টারের এমপি শওকত আদম এবং রুশনারা আলী এমপি। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে বলেন, পুরস্কারপ্রাপ্ত রেস্টোরাঁগুলো শুধু ব্যবসা নয়, স্থানীয় কমিউনিটির গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং বৃহত্তর কারি শিল্পের অবদান ব্রিটেনজুড়ে উল্লেখযোগ্য।

চার বিলিয়ন পাউন্ডের শিল্পের উৎসব

ব্রিটেনের কারি শিল্পের বাজারমূল্য প্রায় ৪ বিলিয়ন পাউন্ড। হাজার হাজার রেস্টোরাঁ, টেকঅ্যাওয়ে ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসার মাধ্যমে এই শিল্প লাখে মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি করেছে। বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত উদ্যোক্তাদের অবদান এই শিল্পে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে তাঁরা ব্রিটিশ কারি সংস্কৃতির ভিত্তি নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন।

কারি লাইফ অ্যাওয়ার্ডস সেই ঐতিহ্যেরই এক বার্ষিক উদ্যাপন-যেখানে রান্নাঘরের নীরব শ্রম, অভিবাসী জীবনের সংগ্রাম এবং উদ্যোক্তার সাফল্য একই মঞ্চে সম্মানিত হয়।

আয়োজক ও পৃষ্ঠপোষক

কারি লাইফ অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬ আয়োজন করেছে কারি লাইফ মিডিয়া গ্রুপ। এবারের আয়োজনের পৃষ্ঠপোষক ছিল কোবরা বিয়ার, ওয়ার্ক পারমিট ক্লাউড, মিলগো (Mealgo) এবং হিলসাইড ট্রাভেলস।

কারি লাইফ অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬: পুরস্কৃত রেস্টোরাঁ ও শেফ

এবারের কারি লাইফ অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬-এ যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের রেস্টোরাঁ, টেকঅ্যাওয়ে ও শেফরা সম্মাননা পেয়েছেন। EditorOs Choice of the Year, Best Restaurant of the Year, Best Chef of the Year এবং Best Takeaway of the Year-এই চার বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হয়।

এডিটর’স চয়েস অব দ্য ইয়ার- ২০২৬

সারে প্যালেস- ইওয়েল, সারে

লালা’স রেস্টুরেন্ট- লিডস/ব্র্যাডফোর্ড, ওয়েস্ট ইয়র্কশায়ার

মনসুন ম্যাজেস্টিক ইন্ডিয়ান ডাইনিং- নিউক্যাসল-আন্ডার-লাইম, নিউক্যাসল

রিভারসাইড স্পাইস -কোললচেস্টার, এসেক্স

ডাউনহ্যাম তান্দুরি - ডাউনহ্যাম মার্কেট, নরফোক

চেন্নাই ইন্ডিয়ান কুইজিন - লিক, স্ট্যাফোর্ডশায়ার

সেলিব্রিটিজ ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট- কার্ডিফ

দ্য এবারডেইল পাব অ্যান্ড গ্রিল- উইগস্টন, লেস্টার

আমনি চেস্টার- চেস্টার

আই-নাগা রেস্টুরেন্ট- ওয়েস্ট উইকহ্যাম

বেস্ট রেস্টুরেন্ট অব দ্য ইয়ার-২০২৬

দিলরাজ রেস্টুরেন্ট- ব্রিজনর্থ, শ্রুপশায়ার

রয়্যাল মাসালা- কিংসউইনফোর্ড, ডাডলি

দ্য বোম্বে সোয়ানলি- সোয়ানলি, কেন্ট

ইভসহাম বালতি- উর্সেস্টারশায়ার

দ্য ভাইসরয়- নিউহ্যাভেন, ইস্ট সাসেক্স

জালাপারি অব উডলি- উডলি, রিডিং

চৌরঙ্গী ইন্ডিয়ান কুইজিন- প্যাচাম, ব্রাইটন

কিংস লিন তান্দুরি- কিংস লিন, নরফোক

কাভালি- স্টোন, স্ট্যাফোর্ডশায়ার

লাসানি সাউথওয়েল- সাউথওয়েল, নটিংহ্যামশায়ার

চিলি’স রেসুটুরেন্ট- ওয়েমাউথ, উরসেট

স্পাইস হেভেন - হুইচার্চ, শ্রুপশায়ার

সীটন তান্দুরি- সীটন কেয়ার্ক, হার্টলপুল

ডা মাউন্ট গুর্থী - ওয়াটারলু, লিভারপুল

মালিহা অ্যান্ড তাজ বাঙালি অ্যান্ড ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট- টনটন, সমারসেট

স্পাইস ভিলেজ- নিউ অ্যাশ গ্রিন, কেন্ট

আরিয়া ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট - ওয়াটফোর্ড, হার্টফোর্ডশায়ার

মনসুন রেস্টুরেন্ট - হলিউড, বার্মিংহাম

স্পাইস মাস্টার- টাইলহার্‌স্ট, রিডিং

বেস্ট শেফ অব দ্য ইয়ার- ২০২৬

শেফ গয়াস উল্লাহ- কুইন্স হেড রেস্টুরেন্ট,ব্রেটফোর্ড, রাগবি

শেফ আবদুল মালিক- সাফরন, লিক, স্ট্যাফোর্ডশায়ার

শেফ শামসুল মিয়া- সিনামন লাউঞ্জ, হরবেরি, ওয়েকফিল্ড

শেফ মোশহিদ আলী (রাজ) - নাজ ইন্ডিয়ান কুইজিন, হেক্‌স্‌থ ব্যাংক, প্রেস্টন

শেফ সৈয়দ উসমানি - ইন্ডিয়ান কুইন টেকঅ্যাওয়ে, রাগবি, স্ট্যাফোর্ডশায়ার

শেফ আবদুল মিয়া- প্রিন্স অব ইন্ডিয়া, ফাভারশাম, কেন্ট

শেফ সামির দেশাই লেস্টার- দ্য ব্রডওয়ে বার অ্যান্ড গ্রিল, লেস্টার

বেস্ট টেকঅ্যাওয়ে অব দ্য ইয়ার- ২০২৬

তাজ মহল নাইট- চেমসফোর্ড, এসেক্স

ক্লে ওভেন টেকঅ্যাওয়ে- সাউথ ড্যাগেনহ্যাম, এসেক্স

হেনলো তান্দুরি - হেনলো, বেডফোর্ডশায়ার

লিটল ইন্ডিয়া- বোল্টন, গ্রেটার ম্যানচেস্টার

বে-লিফ টেকঅ্যাওয়ে- হুইটস্টোন, লন্ডন

পূর্ব জেরুজালেমে যুক্তরাজ্যের কনস্যুলেট

হামের প্রাদুর্ভাবে নিউ ইয়র্কে জরুরি অবস্থা জারিহামের প্রাদুর্ভাবে নিউ ইয়র্কে জরুরি অবস্থা জারি

তেল আবিবে যুক্তরাজ্যের মূল দূতাবাস খোলা থাকলেও পূর্ব জেরুজালেমের এই কনস্যুলেটটি আলাদাভাবে পূর্ব জেরুজালেম, পশ্চিম তীর ও গাজার ফিলিস্তিনিদের বিভিন্ন সেবা প্রদান করত। বন্ধ হয়ে গেলে এসব সেবা হারাতে হবে ফিলিস্তিনিদের। ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনবিষয়ক জ্যেষ্ঠ বিশ্লেষক আমজাদ ইরাকি সতর্ক করে বলেন, এই কনস্যুলেট বন্ধের আসল খেসারত ফিলিস্তিনিদেরই দিতে হবে। এটি অত্যন্ত স্পষ্ট যে ইসরায়েলি সরকারের প্রতিক্রিয়া ছিল মূলত ফিলিস্তিনিদের সহায়তায় যুক্তরাজ্যের সক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করা, যুক্তরাজ্য-ইসরায়েল সম্পর্কের মূল জায়গায় আঘাত করা নয়। কারণ এর মাশুল কেবল ফিলিস্তিনিদেরই দিতে হচ্ছে।

উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে নেদারল্যান্ডস, স্পেন ও নরওয়ের কূটনৈতিক কর্মকাণ্ডও একইভাবে সীমিত করেছিল ইসরায়েল।

যম্বুর মন্তরে রাহুলকে টেনেহিঁচড়ে বাসে তুললো পুলিশ, রাস্তায় শুয়ে প্রিয়াঙ্কার প্রতিবাদযম্বুর মন্তরে রাহুলকে টেনেহিঁচড়ে বাসে তুললো পুলিশ, রাস্তায় শুয়ে প্রিয়াঙ্কার প্রতিবাদ

১৯৬৩ সালে জর্ডানের নিয়ন্ত্রণে থাকা অবস্থায় যুক্তরাজ্যের সরকার এই জমিটি কেনে এবং ১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধের পর ইসরায়েল এলাকাটির দখল নেওয়ার সময়ে এটি চালু হয়। জেরুজালেমকে একক কোনও দেশের নিয়ন্ত্রণাধীন মনে না করায় তৎকালীন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে জানিয়েছিলেন, এই কনস্যুলেট তেল আবিব বা আন্মানের দূতাবাসের অধীন নয়, বরং সরাসরি ব্রিটিশ ফরেন অফিসের অধীনে পরিচালিত হবে।

ইতিহাস জুড়ে বেশ রাজনৈতিক উত্তেজনার মুখোমুখি হয়েছে শেখ জাররা এলাকার এই ব্রিটিশ মিশনটি। ১৯৬৯ সালে এখানে বোমা হামলা এবং ২০১৭ সালে বেলফোর ঘোষণার শতবর্ষে ফিলিস্তিনিরা সেখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে যুক্তরাজ্যকে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানিয়েছিল।

কনস্যুলেটটি বন্ধের খবরে শেখ জাররা এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে হতাশা দেখা গেছে। ৭৯ বছর বয়সী সাবেক কারিগর ও স্থানীয় বাসিন্দা আবু আবদো আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন, সমস্যার মূল তো ছিল এই ব্রিটিশরাই, তাই নয় কি? ১৯১৭ সালে বেলফোর ঘোষণায় স্বাক্ষর তো তারাই করেছিল।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভূমিকার সমালোচনা করে তিনি আরও বলেন, আমরা কেবল গবেষণা আর মুখের কথাই দেখেছি, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে কোনও কাজের কাজ দেখিনি।

সুনামগঞ্জে চার গ্রামের বাসিন্দাদের

ধাওয়া ও সংঘর্ষে পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দুপুর ১২টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে ইটপাটকেলের আঘাতে অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে তিনজনকে সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মধ্য তাহিরপুর গ্রামের বাসিন্দা বিল্লাল হোসেন জানান, তুচ্ছ একটা বিষয় নিয়ে এত বড় ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা মীমাংসা করতে পারতেন। সময়মতো উদ্যোগ না নেওয়ায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।

এ ব্যাপারে তাহিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফারুক আহমদ বলেন, তারা খবর পেয়ে গতকাল রাতেই ঘটনাস্থলে অবস্থান নেন এবং দুই পক্ষকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। আজ সকালে দুই পক্ষ ঘটনাস্থলে জড়ো হন। এর এক পর্যায়ে দুই পক্ষের লোকজন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এতে ইটপাটকেলের আঘাতে ৩০-৪০ জন আহত হয়েছেন।

চোখের জলে বিদায় লিওনেল মেসির

আজ পৃথিবীর মন খারাপ। আকাশে-বাতাসে যেন সেই মন খারাপেরই কলরব। মানুষে, মানুষে কত ভেদাভেদ; ভাষা, কাঁটাতার, মানচিত্র কিন্তু মন খারাপের কারণটা এক। মেসি বিদায় নিলেন। একজন ফুটবলারের বিদায়ে পৃথিবীর এত মানুষের মন খারাপ হওয়ার ঘটনা বোধ হয় খুব বেশি নেই।

এই অসম্ভব কীভাবে সম্ভব করলেন মেসি? কারণ আর কিছু নয়, মেসি আমাদের জীবনের সঙ্গে মিশে গেছেন। তাঁর পায়ে জাদুতে কারও কৈশোর জড়িয়ে আছে, কারও তারুণ্য, কারও বন্ধুত্ব, কারও রাত জাগা। আবার কারও জীবনের সবচেয়ে আনন্দের রাত হয়তো তাঁর কোনো একটি ম্যাচের রাত। একইভাবে তাঁর কোনো হারের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে মন খারাপ, হইচই, তর্কবিতর্ক।

কত রাত যে কেটেছে মেসির সঙ্গে, দুই পায়ে জাদুতে হাততালি আর চিৎকার দিয়ে-ইয়ত্তা নেই। পরদিন পরীক্ষা থাকলেও খেলা দেখেছি। সকালে ক্লাস থাকলেও রাত জেগেছি। ঘুম চোখে সকালে উঠে বন্ধুর সঙ্গে আগের রাতের ম্যাচ নিয়ে আলোচনা করেছি। মনেই হয়নি তখন,

একদিন এগুলো স্মৃতি হয়ে যাবে। এমন একটা সকাল আসবে, যেদিন মেসির বিদায়ের কথা লিখতে বসে পুরোনো দিনগুলোর কথা মনে পড়বে। বলতে ইচ্ছে করবে, ‘যেতে আমি দিব না তোমায়।’

বার্সেলোনার মেসিকে দেখার মধ্যে একটা বিস্ময় ছিল। বল পায়ে গেলেই মনে হতো, কিছু একটা হবে। একজন খেলোয়াড়ের কাছে দর্শকের এ উৎকর্ষার চেয়ে পূর্ণতার বোধ হয় আর কিছু হতে পারে না।

মেসি অসাধারণ, আমার কাছে তিনি ফুটবলের কবি। কী অসম্ভব, ভয়ংকর সুন্দর তাঁর খেলার কৌশল। বাঁ পায়ে বল থাকলে তিনজন ডিফেন্ডারও যথেষ্ট মনে হতো না। তাঁর গোলের সৌন্দর্য তো আছেই, কিন্তু কখনো কখনো তাঁর একটা পাসও গোলের চেয়ে সুন্দর মনে হতো। তাঁর খেলা দেখলে মনেই হতো না, ফুটবল কঠিন কোনো খেলা।

আর্জেন্টিনার মেসির সঙ্গে আবার সম্পর্কটা একটু অন্য রকম। এখানে মুগ্ধতার সঙ্গে মায়াও জড়িয়ে আছে। কারণ, তাঁর এই জানিটা সুখকর ছিল না। তাঁকে যেমন ফাইনালে হেরে মাঠ

ছাড়তে হয়েছে, তেমনি সমালোচনাও সহ্য করতে হয়েছে। এমনকি একসময় জাতীয় দল থেকে অবসর নেওয়ার কথাও বলতে শুনেছি। ২০২১ সালের কোপা আমেরিকার কথা মনে পড়ে। ব্রাজিলের বিপক্ষে ফাইনালে আর্জেন্টিনা জিতল। মেসির মুখের সেই হাসিটা মনে আছে। তখন মনে হয়েছিল, বহু বছরের একটা অপেক্ষা শেষ হলো। কিন্তু সবচেয়ে বড় অপেক্ষাটা এখনো বাকি, হাতে বিশ্বকাপ উঠলেই পূর্ণতার বাঁশি বাজবে।

২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপের কথা মনে করলে বুকের ভেতর অন্য রকম একটা অনুভূতি হয়। সৌদি আরবের কাছে প্রথম ম্যাচে হার। চারদিকে হতাশা। মনে হচ্ছিল, আবার কি সেই পুরোনো গল্প হবে? কাছে গিয়েও কি আবার ফিরে আসতে হবে? প্রতিটি ম্যাচের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়, মেসি শুধু একটা টুর্নামেন্ট খেলছেন না। নিজের জীবনের অসমাপ্ত গল্পের শেষ অধ্যায়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

ফাইনালের আর্জেন্টিনা বনাম ফ্রান্স ম্যাচ। সেই রাতের কথা কি ভোলা যায়? নানা নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত পেনাল্টি শুটআউটের মধ্য

দিয়ে মেসির হাতে উঠল স্বপ্নের বিশ্বকাপ। দৃশ্যটি দেখে মনে হয়েছিল মেসির গল্পের সবচেয়ে বড় অপূর্ণতাটা পূর্ণ হলো। আজ এই রূপকথার গল্পের নায়কই, ফুটবলকে ‘বিদায়’ বললেন। আর তাঁকে বিশ্বকাপের রাতে আর্জেন্টিনার জার্সিতে দেখব না। ম্যাচ শুরুর আগে আর মনে হবে না, মেসি কী করবেন? বলটা তাঁর পায়ে গেলে যে অদ্ভুত প্রত্যাশা তৈরি হতো, সেটাও আর হবে না। কিন্তু মেসি কি সত্যিই চলে যাচ্ছেন?

কোনো এক রাতে ইউটিউবে পুরোনো ম্যাচ চালিয়ে, কিংবা সামাজিক মাধ্যমে রিলসে কোনো গোলের দৃশ্য দেখে কি থমকে যাব না! মেসির অর্জন কী, কেবল ট্রফিগুলো? মনে হয় না। তাঁর সবচেয়ে বড় অর্জন ‘সবার’ হতে পারা। তর্কবিতর্কের স্বার্থে কেউ কেউ নানা কথা বললেও মেসির প্রশংসা না করে পারা যায় না। হ্যাঁ, মেসি আজ সত্যিই বিদায় নিলেন। বিদায়ী বক্তব্যে বলেছেন, ‘মন চায় আজীবন এখানেই থেকে যাই, তবে আমার মনে হচ্ছে এটাই সেরে দাঁড়ানোর সঠিক সময়।’ কিন্তু কেন জানি না, এই বাস্তব সত্য মেনে নিতে মন মানছে না।

মনে হচ্ছে, ডেকে বলি, আরেকটু থাকুন। আরেকটা ম্যাচ খেলুন। আরেকবার আর্জেন্টিনার জার্সি গায়ে মাঠে নামুন, বাঁ পায়ে বল নিন। তারপর কয়েকজনকে কাটিয়ে গিয়ে, গোল করুন। আমরা আরও অনেক রাত জাগতে চাই, আপনাকে নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে চাই। চিৎকার দিয়ে বলতে চাই, মেসি, মেসি, মেসি। অপেক্ষা করতে চাই ম্যাচের একেবারে লাস্ট মিনিট পর্যন্ত। বলতে চাই, মেসি আছেন, কিছু না কিছু একটা হবে।

সময় বড় কঠিন বিচারক, তাকে ম্যানুপুলেট করা যায় না, ধরে রাখা যায় না, শুধু বয়ে যেতে দিতে হয়। তাই ইচ্ছা থাকলেও কাউকে ধরে রাখা যায় না। একদিন কবির কলম, শিল্পীর সুর, খেলোয়াড়কে জার্সি খুলে রাখতে হয়। মেসিও রাখলেন। কিন্তু তাঁর প্রতি ভালোবাসা কি ফুরিয়ে যাবে? যাবে না, তিনি থাকবেন, হৃদয়ে, নিভৃতে, নীরবে।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ‘যেতে নাহি দিব। যত বার পরাজয় / তত বার কহে, আমি ভালোবাসি যারে / সে কি কভু আমা হতে দূরে যেতে পারে।’

রোনালদো প্রসঙ্গে যা বললেন পর্তুগালের কোচ

পোস্ট ডেস্ক : সময়টা দুর্দান্ত কাটছে পর্তুগালের। নেশনস লিগের চার ম্যাচের প্রতিটিতেই জয় পেয়েছে তারা। তবে মাঠের বাইরের সময়টা ভালো যাচ্ছে না। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো অভিমানে

বছর বয়সী কোচ উল্টো প্রশ্ন ছুঁড়েছেন, কার কাছে ক্ষমা চাইব? রোনালদোর কাছে ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্ন উঠলে জেসুস বলেন, ‘কিসের জন্য ক্ষমা চাইব? কী কারণে আমাকে ক্ষমা চাইতে



পর্তুগাল ক্যাম্প ছাড়াই ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে কোচ জর্জ জেসুসের। রোনালদোকে নিয়ে তাই নানান প্রশ্নের জবাব দিতে হচ্ছে জেসুসকে। এমনকি ঘটনাটির জন্য ক্ষমা চাইবেন কিনা পর্তুগাল কোচ সে প্রশ্নও করা হচ্ছে। তবে সে সব কান দিচ্ছেন না তিনি। ৭২

হবে? এই সবকিছুর জন্য মূল কারণ খেলোয়াড়ের ওয়ার্ম-আপ। এই সিদ্ধান্তের জন্য যা ঘটেছে, তার দায় নিচ্ছি। কিন্তু কিসের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে? কার কাছে? অদ্ভুত তো। দলে কাকে ডাকবেন সেটা একান্তই নিজস্ব সিদ্ধান্ত বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন

জেসুস। তিনি বলেছেন, ‘আমি ম্যানেজার, যাকে চাইব তাকে ডাকব। কাকে বাছাই করব কিংবা কাকে খেলাব, সেই ব্যাপারে আমি কারও সঙ্গে আলোচনা করি না। কোচ হিসেবে এমন কিছু বিষয় থাকে, যেগুলো নিয়ে আপস করা যায় না।’ তবে রোনালদোর জন্য জাতীয় দলের পথ সব সময় খোলা বলে জানান জেসুস। সেই সিদ্ধান্ত রোনালদোকেই নিতে হবে এমনটা বলে পর্তুগাল কিংবদন্তির কোর্টে বল দিয়েছেন তিনি। জেসুস বলেছেন, ‘জানি না সামনে কী হবে। আমার দিক থেকে সব পথই খোলা রয়েছে। নিজের ভবিষ্যৎ কী হবে, সে সিদ্ধান্ত রোনালদোকেই নিতে হবে। আগামী নভেম্বরের দলে রোনালদো যদি খেলতে চায় এবং ক্লাবের হয়ে নিয়মিত খেলে, তবে বাধা কোথায়? কোনো স্কোভ রয়েছে কি? একদমই না। এটি সাধারণ একটি ভুল বোঝাবুঝি ছিল, যা আমার মতে খুব সহজেই সমাধানযোগ্য। কখন এর সমাধান হবে? তা আমি জানি না।’

২২ বছরের রেকর্ড ভাঙলেন রোহিত

পোস্ট ডেস্ক : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তৃতীয় ওয়ানডেতে দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের পরও আক্ষেপ নিয়ে মাঠ ছাড়েন রোহিত শর্মা। ভারতীয় সাবেক এই অধিনায়ক গতকাল গুণিগড়ে ৮৫ বলে ১০টি চার আর ৩টি ছক্কার সাহায্যে ৯২ রানের ইনিংস খেলেন। মাত্র ৮ রানের জন্য সেঞ্চুরির দেখা পাননি। এদিন ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে ৯২ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলার পথেই ওয়ানডে ইতিহাসের দ্রুততম ওপেনার হিসেবে ১০ হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করেন রোহিত শর্মা। আর তাতেই ভেঙে যায় ‘লিটল মাস্টার’ শচীন টেডুলকারের দীর্ঘ দুই দশকের পুরোনো এক কীর্তি।

এই মাইলফলকে পৌঁছাতে রোহিতের লেগেছে ২০২ ম্যাচ। শচীনের লেগেছিল ২১৪, শচীনের চেয়ে ১২ ম্যাচ কম খেলে এই রেকর্ড গড়লেন রোহিত। এর সঙ্গে এক দিনের ক্রিকেটে ওপেনার হিসেবে ১০ হাজার রান করা মাত্র চতুর্থ ব্যাটসম্যান হলেন রোহিত। এই তালিকায় রোহিতের আগে ছিলেন শচীন টেডুলকার, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিস গেইল এবং শ্রীলংকার সনথ জয়সুরিয়া। ওপেনার হিসেবে সবচেয়ে বেশি রান এখনো ভারতীয় ব্যাটিং মাস্টার শচীনের। ৩৪০ ইনিংসে তার রান ১৫ হাজার ৩১০। জয়সুর্যের ৩৮৩ ইনিংসে ১২হাজার ৭৪০ রান এবং গেইলের ২৭৪ ইনিংসে ১০ হাজার ১৭৯ রান। শনিবার রোহিতের ৯২ আর লোকেশ রাহুলের ৮৭ বলের অপরাধিত ১২৯ রানের অনবদ্য ইনিংসের সুবাদে ৭ উইকেটে



৩৫১ রান করে ভারত।

টার্গেট তাড়া করতে নেমে শাই হোপের ব্যাটিং তাগুবে ১০ বল হাতে রেখেই ৫ উইকেটের জয়ের রেকর্ড গড়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দলের জয়ে ১৪৩ বলে ১৭টি চার আর ৩টি ছক্কার সাহায্যে ১৬২ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন অধিনায়ক শাই হোপ। ওয়ানডেতে সাড়ে তিন শতাধিক রান তাড়া করে এটাই ক্যারিবীয়দের জয়ের রেকর্ড। এর আগে তারা ২০১৯ সালে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ৩২৭ রান তাড়া করে জয় পেয়েছিল।

বাংলাদেশের এআই উপস্থিতি

সোহিনী মন্ডল

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহজলভ্যতা অর্থনীতি ও উদ্ভাবনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলছে বাংলা দেশ অর্থনীতির বাজারে। তবে শক্তিশালী নীতিমালা ও সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া এই প্রযুক্তি ভুল তথ্য, সাইবার অপরাধ ও পরিবেশগত চাপও বাড়িয়ে তুলতে পারে।

বাংলাদেশে নীরবে শুরু হয়ে গেছে এক নতুন প্রযুক্তিগত বিপ্লব। আর সেই বিপ্লবে অংশ নিতে এখন খরচ হচ্ছে দিনে এক কাপ চায়ের দামেরও কম। দেশের টেলিযোগাযোগ কোম্পানিগুলো যখন চ্যাটজিপিটি, জেমিনি, ক্লড, গ্রোক ও ডিপসিকের মতো শক্তিশালী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রস্তুতকারক কোম্পানির প্রবেশাধিকার দিচ্ছে, তখন কোটি কোটি বাংলাদেশি বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রযুক্তিগুলোর একটি হাতের নাগালে পেয়ে যাচ্ছেন। সরকারও এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে, কারণ ২০৩৪ সালের মধ্যে এক ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি গড়ার স্বপ্নে এআইকে গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই আশাবাদ অমূলক নয়। বিশ্বজুড়ে এআই শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি, ব্যবসা ও গবেষণার ধরন বদলে দিচ্ছে। শিক্ষার্থী জ্ঞানভিত্তিক সহায়তা পাচ্ছে, চিকিৎসক দ্রুত তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারছেন, কৃষক বাস্তবসম্মত পরামর্শ পাচ্ছেন, আর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো উৎপাদনশীলতা বাড়াচ্ছে। উন্নয়নশীল অর্থনীতি হিসেবে বাংলাদেশের জন্যও এআই নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিতে পারে। তবে প্রশ্ন হলো, আমরা কি এই প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট প্রস্তুত?

এখন আর বিতর্কের বিষয় নয় যে বাংলাদেশ এআই গ্রহণ করবে কি করবে না। প্রযুক্তিগত বিপ্লব থেকে দূরে থাকলে অর্থনৈতিক ও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকি রয়েছে।

প্রকৃত চ্যালেঞ্জ হলো, প্রযুক্তির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা, সচেতনতা ও নীতিকাঠামো গড়ে তোলা। সবচেয়ে বড় উদ্বেগের একটি হলো বিভ্রান্তিকর তথ্য বা মিথ্যাচার। আধুনিক এআই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ, ছবি, অডিও ও

আরও দ্রুত এবং আরও বিশ্বাসযোগ্যভাবে ছড়িয়ে দিতে পারে। বাংলাদেশের মতো দেশে, যেখানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, এই চ্যালেঞ্জকে হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই।

অপরাধীদেরও আরও দক্ষ ও সংগঠিতভাবে অপরাধ সংঘটনের সুযোগ করে দিতে পারে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই অনলাইন প্রতারণা, সাইবার হয়রানি এবং ডিজিটাল অপরাধের মতো সমস্যার মুখোমুখি। এআই সহজলভ্য হলে এই ঝুঁকির মাত্রা ও জটিলতা আরও বাড়তে পারে।

এআইয়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠছে। ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, জবাবদিহিতা এবং ব্যবহারকারীর সুরক্ষার মতো বিষয়গুলো ভবিষ্যতে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

এদিকে এআইয়ের পরিবেশগত প্রভাব নিয়েও বৈশ্বিক উদ্বেগ বাড়ছে। বিশাল ডেটা সেন্টার পরিচালনার জন্য প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ ও পানি। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা বাংলাদেশের জন্য তাই প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও পরিবেশগত স্থায়িত্বকে একসঙ্গেই বিবেচনায় নিতে হবে। তবে এসব উদ্বেগ এআইকে প্রত্যাখ্যান করার যুক্তি নয়। বরং এগুলো দেখিয়ে দেয় কেন একটি সুস্পষ্ট এবং দূরদর্শী জাতীয় কৌশল প্রয়োজন। বাংলাদেশের সামনে সুযোগ রয়েছে এআইকে উৎপাদনশীলতা, উদ্ভাবন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার। কিন্তু প্রযুক্তি নিজে কখনো উন্নয়নের নিশ্চয়তা দেয় না। উন্নয়নের প্রকৃত ভিত্তি হলো সুশাসন, দক্ষ মানবসম্পদ এবং কার্যকর নীতিমালা। সেই কারণে বাংলাদেশের প্রয়োজন শুধু এআইয়ের সহজ প্রবেশাধিকার নয়; প্রয়োজন ডিজিটাল সাক্ষরতা বৃদ্ধি, শক্তিশালী সাইবার আইন, ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা এবং এআই ব্যবহারের জন্য স্পষ্ট নীতিমালা।

বাংলাদেশ এখন এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে দাঁড়িয়ে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দেশের ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু সেই সম্ভাবনা বাস্তব হবে কি না, তা নির্ভর করবে প্রযুক্তি কত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে তার ওপর নয়, বরং দেশ কতটা বিচক্ষণতার সঙ্গে এর ঝুঁকি মোকাবিলা করতে পারে তার ওপর। এআই বিপ্লব ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। এখন প্রশ্ন একটাই বাংলাদেশ কি এর জন্য সতীতি প্রস্তুত? দেখা যাক কি হয়।



ভিডিও তৈরি করতে পারে। ডিপফেক প্রযুক্তি এতটাই উন্নত হয়ে উঠছে যে সত্য ও প্রহসনের পার্থক্য করা সাধারণ মানুষের জন্য ক্রমেই কঠিন হয়ে যাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমনির্ভর বর্তমান বিশ্বে এ ধরনের প্রযুক্তি ভুল তথ্যকে

সাইবার অপরাধ আরেকটি বড় উদ্বেগ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতারণা, পরিচয় জালিয়াতি এবং অনলাইন কলেঙ্কারিতে এআই ব্যবহার বাড়ছে। একই প্রযুক্তি যেমন একজন শিক্ষার্থীকে পড়াশোনা সহায়তা করতে পারে, তেমনি

ফলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও আইনি সক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। এআই ব্যবহারের সামাজিক ও নৈতিক প্রশ্নও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। মানুষ ক্রমেই তথ্য, পরামর্শ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে



Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS

**ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে
যে কোন আইনগত পরামর্শের
জন্য যোগাযোগ করুন**

Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970

**102 Cranbrook Road, Wellesley House,
2nd Floor, Ilford, IG1 4NH**
www.kingdomsolicitors.com

Three arrested for helping false asylum claim

Post report: Immigration enforcement has made arrests in connection with a suspected criminal network believed to be behind dozens of fake asylum claims from people pretending to be gay.

Those targeted by Home Office immigration enforcement officers on Tuesday morning are accused of charging migrants up to £4,500 for fabricated evidence, including staged photographs and fake documents.

They are thought to have aided dozens of asylum claims from Bangladeshi men, claiming they would be in fear for their lives if they returned home.

Two people were arrested at addresses in London on Tuesday on suspicion of fraud and immigration offences, with Home Office officers also seizing phones, jewellery and thousands of pounds in cash.

A third person was arrested on suspicion of being in the country illegally.

It follows a BBC investigation earlier this year, which revealed that law firms and advisers were helping migrants pose as gay in an effort to get asylum.

Chris Foster, a regional lead for criminal investigations at the Home Office, said Tuesday's arrests were over separate fake claims connected to a Bangladeshi community LGBT organisation called Apanjon, which is based in Whitechapel, east London.

He said asylum caseworkers had



initially spotted patterns in suspicious claims, which raised concerns about the group, and that immigration officers had been investigating for several months.

"We've got some intelligence that they can provide fake letters and documents, and they could charge anywhere between £1,000 and £4,500," Foster said.

"It could be letters of support from Apanjon, it could be staged photographs, suggesting that these people are gay, it could be letters from people claiming to be in a friendship or a sexual relationship - [a] same-sex relationship - as the claimants."

More than 100 asylum claims

linked to the criminal network are being reviewed by the Home Office. Foster said some of the fake asylum applications would have "undoubtedly" been granted.

Immigration judges have previously criticised evidence from Apanjon as unreliable or not credible and found that an applicant who claimed to have attended the group's events had submitted staged photographs.

The Home Office said the group would often vouch for men who claimed asylum on the basis they were gay only after having initially been refused on political grounds. In one case, a man didn't raise his sexuality until nine years after his

original claim.

The group is accused of using the same tactics as those pushed by advisers exposed in the BBC's investigation earlier this year.

A Home Office spokesperson said it was continuing to review asylum claims linked to that reporting, which led to two arrests in May.

In the BBC report, published in April, an adviser called Tanisa Khan told an undercover reporter she could provide a "comprehensive package", including photographs at gay clubs and other supporting evidence.

She was linked to a community group called Worcester LGBT, which she told the reporter they

should attend in order to add to evidence for his fake claim.

Men attending one of the group's events at a community centre in Beckton, east London, claimed they were not really gay. One said: "Nobody is a gay here. Not even 1% are gay. Not even 0.01% are gay."

The investigation also revealed how bogus medical conditions and fake news websites were being used to bolster fraudulent asylum claims.

Worcester LGBT has since closed. Its founder previously said the group did not create or support fabricated evidence in asylum claims and it was not up to the organisation to determine whether any individual was actually gay.

Khan blamed communication difficulties for a "misunderstanding" and denied advising the reporter to make a false claim or offering to create fabricated evidence.

Home Secretary Shabana Mahmood said "those faking persecution are beneath contempt and mock real victims who need protection".

"To the gangs profiting from this disgraceful fraud: you will be prosecuted, stripped of your dirty money and shut down," she said.

"And to those cheating the system, your claim will be thrown out, and you will be removed from this country."

A conviction for asylum fraud carries a maximum sentence of up to 10 years in prison.

Israelis demand accountability over 7 October failures

Staff reporter : As the sky began to lighten over Israel's border with Gaza on Wednesday, the people of Kfar Aza moved silently towards the armoury at the centre of the kibbutz.

It was there, shortly after 07:00 on 7 October 2023, that Hamas-led attackers killed half the community's 14-member civil defence squad. They were among 64 killed and 19 kidnapped from the community that day.

The pain of those attacks is still fresh here. But three years on, there are questions about who else

should pay the price for Israel's security failure.

"I need my country to take responsibility," said Inbar Goldstein, whose brother and niece were killed, and four other relatives kidnapped from Kfar Aza.

The 7 October attack was the deadliest Israel had suffered since its creation in 1948. About 1,200 people were killed across southern Israel by gunmen who broke through the border fence and attacked communities there. Another 251 people were taken back to Gaza as hostages.

Three years on from Israel's biggest security failure, there is still no independent state inquiry into how it was allowed to happen.

And the man in charge at the time of that failure - Prime Minister Benjamin Netanyahu - is running for election again, with the same campaign promise: to be stronger and tougher than anyone else in protecting Israel from its enemies.

"Nobody investigated the roots [of the attack]. It didn't start or end on October 7th - it's a long process of abandonment," Goldstein said.

Aside from Hamas's responsibility

for the attack itself, there are growing questions in Israel around what caused the country's intelligence failure, what information was passed to military and political leaders in the run-up to the attacks, and what Netanyahu himself knew.

For months beforehand, young female soldiers posted at bases along the Gaza border to watch for suspicious activity had warned their superiors about possible preparations for an attack.

Among them was Roni Eshel. She was killed with 14 other members

of her unit when gunmen overran their base at Nahal Oz, just next to Kfar Aza.

"There are so many questions," her uncle Elad Levy told me. "Were the Egyptians warning the prime minister? The Emiratis? Were there no other warnings Netanyahu ignored? We need to find out what happened - not just on the day, but the year before, and five years before that."

"The truth should be clear," he continued. "If we don't inquire into this, it will happen again and again." BBC reports

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM

UK Charity No. 1126168
NGO Affairs Bureau Bangladesh
Registration No- 3052

MADRASHA & ORPHANAGE

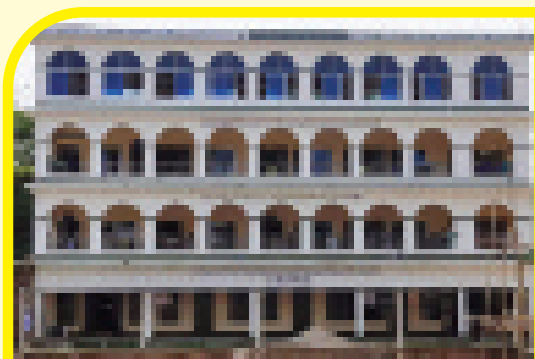
UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ

Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.

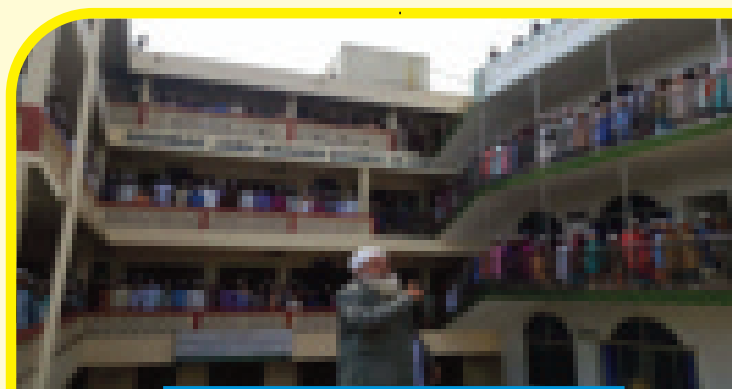
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357



Welfare



Orphanage



Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:

Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :

Paypal: shahbagjamia@yahoo.com

Online: www.shahbagjamia.com

Telephone: 0798 335 7324

UK Bank Details:

Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank

Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608

B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U

IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS

Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00

Shops (permanent income for Orphanage)
Per Shop £2500.00

Class/Living Room for Orphanage
Per Room £3000.00

Support Needed FISHERY Project to
Generate Permanent Income for
Madrasah & Orphanage

33 Decimal Land £1000, One Cow £400
Minnow (Fishery), Tree plant £100

Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:

Maulana Abdul Hafiz, Principal

Mobile: 0798 335 7324

e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com



By
Taz Choudhury

23 Years of Bangla Post: A Journey of Belief, Responsibility and Vision

3 October 2003. That was the beginning of a journey that has now entered its 24th year. Today, as I look back on the journey of Bangla Post, I feel an emotion that is difficult to put into words. There is pride, certainly. There is gratitude. There are memories of difficult moments, unexpected challenges and countless long days and nights. But above all, there is a deep sense of responsibility. When Bangla Post began in 2003, I had a simple but powerful belief: our community deserved a new voice of its own - one that would bring Bengali journalism into the mainstream and make our newspaper available through mainstream newsagents across the UK on the same day.

A voice that would tell our stories. A voice that would recognise our achievements. A voice that would report on the issues affecting our community. And, importantly, a voice that could build a bridge between Britain and Bangladesh and connect generations of British Bangladeshis. That belief became Bangla Post.

More Than a Newspaper

Over the past 23 years, the world has changed dramatically. The way people communicate has changed. The way people consume news has changed. Technology has transformed the media industry. Newspapers that once depended almost entirely on printed pages now have to think digitally, instantly and globally. But one thing has not changed: the

importance of trusted journalism. For me, Bangla Post has never simply been about producing a newspaper. It has been about people. It has been about giving a platform to those whose stories deserve to be heard. It has been about celebrating the achievements of British Bangladeshis who have contributed enormously to British society. It has been about highlighting businesses, community organisations, professionals, entrepreneurs, young people and leaders who are helping shape our future. And it has been about maintaining our connection with Bangladesh while proudly recognising our place in Britain.

The Challenges Behind the Journey

Every successful journey has its challenges, and Bangla Post is no different. There have been difficult times. There have been moments when continuing would have been easier than pushing forward. The media industry itself has undergone enormous disruption. Yet, every time I reflected on how far we had come, I remembered why we started. You do not build something meaningful because it is easy. You build it because you believe it matters. That belief has kept me moving forward. I have always believed that media is not simply a business. It is a responsibility. When people trust you with their

stories, you have an obligation to treat those stories with respect. When readers trust you for information, you have an obligation to pursue accuracy and fairness. And when a community gives you its support, you have an obligation to give something back.

I have always believed that media is not simply a business. It is a responsibility

A New Generation

Perhaps one of the things that makes me most proud today is seeing how much our community has changed since 2003. The young British Bangladeshis of today are ambitious, confident and globally connected. They are entrepreneurs, doctors, lawyers, journalists, academics, politicians, technology professionals, artists and community leaders. They are not simply participating in British society - they are helping shape it. Bangla Post must evolve with them. Our next chapter cannot simply be about preserving what we have built. It must be about building something bigger, more modern and more relevant for the next generation.

That means stronger digital journalism. It means embracing new technology. It means developing new voices. It means reaching younger audiences. And it means ensuring that Bangla Post remains relevant in a media landscape that looks completely different from the one in which we began.

Looking Towards the Future

After 23 years, I do not see Bangla Post as a finished project. Quite the opposite. I see this anniversary as the beginning of another chapter. My ambition is for Bangla Post to continue growing as a respected British Bangladeshi media platform - with a strong presence in print, digital and emerging forms of media. I want us to tell more stories from our community. I want us to discover and encourage new talent. I want us to give a stronger voice to our younger generation. And I want Bangla Post to continue building bridges - not divisions - between people, communities and countries. Our identity gives us a unique position. We are British. We are connected to Bangladesh. And we are part of an increasingly global Bangladeshi community. That is something to be proud of.

Thank You

On this 23rd anniversary, I want to say a heartfelt thank you to everyone who has been part of the

Bangla Post journey.

To our readers who have supported us. To our journalists, writers, photographers and contributors. To our advertisers and business partners. To community leaders and organisations who have worked with us. And to everyone who has ever picked up a copy of Bangla Post, visited our platform, shared one of our stories or simply encouraged us to continue.

You are part of this story.

As Founder, I may have had the original vision for Bangla Post, but a newspaper does not belong to one person alone. It belongs to its readers. It belongs to the community it serves. And ultimately, it belongs to the future we are trying to build together. Twenty-three years ago, we started with an idea. Today, that idea has a history. Tomorrow, it must have an even greater future. So, on this occasion, I celebrate not only how far we have come, but also how far we can still go. Bangla Post has now entered its 24th year of publishing - but I believe its best years are still ahead. Happy 23rd Anniversary to Bangla Post. And from the bottom of my heart, thank you for being part of our journey.

**Taz Choudhury - Columnist,
Chief Editor, Bangla Post**

24 Years of
KEEPING YOU POSTED!
www.banglapost.co.uk

ব্যাংলা পোস্ট
আহলান সাহলান মাহে
দীর্ঘ নিবাসন
অতঃপর দেশের
১১তম প্রধানমন্ত্রী
তারেক রহমান

ব্যাংলা পোস্ট
অভিযাসন আইনে ব্যাপক পরিবর্তন
খুলছে ভাগ্যের দুরার

ব্যাংলা পোস্ট
নেপালে বনায় দেও শাখিক নিহত

ব্যাংলা পোস্ট
বিশ্বজুড়ে মার্কিন ভিসা
আপডেটমেন্ট স্থগিত

ব্যাংলা পোস্ট
সিলেটের টি পাব্লিক
সফল হয়েছে

ব্যাংলা পোস্ট
সশে আইনকল্যাণ
পরিষ্কার অবনতি

ব্যাংলা পোস্ট
এসাইলাম পলিসির বিরুদ্ধে
আইনী চ্যালেঞ্জ

ব্যাংলা পোস্ট
ভাঙ্গনের পথে ৩১৯ বছরের
ব্রিটিশ সম্রাজ্য

ব্যাংলা পোস্ট
কল্লুর জল্যু বনাম
খুলি মল্লিক

To advertise in Bangla Post
Please call 020 3633 2545
advertising@banglapost.co.uk
www.banglapost.co.uk

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

১০ উড়োজাহাজ কিনছে সরকার

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের বহরে যুক্ত হচ্ছে ইউরোপীয় উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এয়ারবাসের ১০টি উড়োজাহাজ। বুধবার রাতে রাজধানীর র্যাডিসন ব্লু ঢাকা ওয়াটার গার্ডেন হোটেলে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস ও এয়ারবাসের মধ্যে চুক্তি সই হয়। চুক্তির আওতায় চারটি এয়ারবাস এ৩৫০-৯০০ এবং ছয়টি এ৩২১নিও উড়োজাহাজ কিনবে বিমান। এ৩৫০-৯০০ উড়োজাহাজগুলো দূরপাল্লার আন্তর্জাতিক রুটে এবং এ৩২১নিও উড়োজাহাজগুলো আঞ্চলিক ও মাঝারি দূরত্বের রুটে ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে। বাংলাদেশ সংবাদ



রশিদুজ্জামান মিল্লাত, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির, ইনভেস্ট বাংলাদেশের নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী এবং এয়ারবাস ইন্ডিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার

প্রেসিডেন্ট ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জর্গেন ওয়েস্টারমায়ার উপস্থিত ছিলেন। নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন এয়ারবাসের জর্গেন ওয়েস্টারমায়ার এবং বিমান বাংলাদেশ

এয়ারলাইনসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) কাইজার সোহেল আহমেদ।

এয়ারবাসের সঙ্গে চুক্তির মধ্য দিয়ে বিমানের বহরে বোয়িংয়ের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের এয়ারবাস উড়োজাহাজ যুক্ত হওয়ার পথ তৈরি হলো। বর্তমানে বিমানের জেট উড়োজাহাজের বড় অংশই বোয়িংয়ের তৈরি। নতুন ১০টি এয়ারবাস যুক্ত হলে যুক্তরাষ্ট্রের বোয়িং ও ইউরোপের এয়ারবাস দুই নির্মাতার উড়োজাহাজ নিয়ে বহর পরিচালনা করবে বিমান। আগে চলতি বছর দুই দফায় মার্কিন উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িংয়ের কাছ থেকে মোট ২৫টি উড়োজাহাজ কেনার চুক্তি করেছে বিমান। গত ৩০শে এপ্রিল প্রথম দফায় প্রায় ৩ দশমিক ৭ বিলিয়ন --১৭ পৃষ্ঠায়



ডা: জাকি রিজওয়ানা আনোয়ার সমসাময়িক বিষয় নিয়ে বাংলা পোস্ট-এ নিয়মিত লিখছেন।

এ সাপ্তাহের কলাম পড়ুন ১৩ এর পাতায়।

সৌদির দুই বিমানবন্দরে হুতির অতর্কিত হামলায় নিহত ৩

পোস্ট ডেস্ক : সৌদি আরবের আবহা ও কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ইরান সমর্থিত ইয়েমেনের বিদ্রোহী গোষ্ঠী হুতির মুহূর্তে হামলা চালিয়েছে। এতে এখন পর্যন্ত অন্তত তিনজন বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং ৩৬ জন আহত হয়েছেন। সৌদি জেনারেল অথরিটি অব সিভিল এভিয়েশন বুধবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর আবহার আবহা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হামলায় দুই নারী নিহত

হয়েছেন। তাদের একজন মরক্কোর এবং অন্যজন আলজেরিয়ার নাগরিক। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ২৮ জন। অন্যদিকে দেশটির রাজধানী রিযাদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হামলায় সূদানের এক নাগরিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আটজন আহত হয়েছেন।

আহতদের মধ্যে সৌদি, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশের নাগরিক রয়েছেন।

সৌদি বেসামরিক --১৭ পৃষ্ঠায়

বিক্ষোভে উত্তাল ফ্রান্স

পোস্ট ডেস্ক : চারদিকে ড্রামের শব্দ আর শ্লোগানের তুল্ম আওয়াজ। এর মাঝেই বন্ধুদের নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ১৬ বছর বয়সী কিশোর ইয়ানিস। শিক্ষার উন্নত



পরিবেশের দাবিতে প্যারিসের রাজপথে নেমে আসা কয়েক হাজার মানুষের

বিক্ষোভে কেন সে যোগ দিয়েছে, তা এক নিঃশ্বাসে বলছিল এই কিশোর। মঙ্গলবার ইয়ানিস বলে, স্কুলে কোনো শৌচাগার বা টয়লেট নেই। টয়লেটে পেপারও নেই। সবকিছু ভাঙচোরা। সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ক্লাস করতে হয়। এর মাঝে মাত্র এক ঘণ্টার বিরতি থাকে।

ইয়ানিস কথা বলার সময় পাশে থাকা অন্য কিশোররা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ছিল। সার্সেলস নামের শহরতলি থেকে প্যারিসে বিক্ষোভে যোগ দেওয়া ইয়ানিস বলে, 'এক ক্লাসে ৩৬ জন শিক্ষার্থী গাদাগাদি করে বসে। --১৭ পৃষ্ঠায়

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :

মালয়েশিয়ার শ্রমবাজারে বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি হলেও কর্মী পাঠানোর প্রক্রিয়া নিয়ে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। ইতোমধ্যে দেশটিতে বাংলাদেশি কর্মী নিয়োগে ৬ হাজারের বেশি কোটা বরাদ্দ হয়েছে। বরাদ্দ পাওয়া কোটার বিপরীতে নিয়োগকর্তাদের ডিম্যান্ড লেটার সত্যায়নের জন্য বাংলাদেশ হাইকমিশনে আবেদনও জমা পড়েছে। কিছু ডিম্যান্ড লেটার ইতোমধ্যে সত্যায়ন করা হয়েছে। তবে শেষ মুহূর্তের কিছু প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এখনো বাকি রয়েছে।



এদিকে সরকার প্রথম ধাপে রাষ্ট্রীয় সংস্থা বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেডের (বোয়েসেল) মাধ্যমে জিরো মাইগ্রেশন কস্টে ১০ হাজার কর্মী মালয়েশিয়ায় পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছে। এরপর বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর --১৭ পৃষ্ঠায়

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের মিডিয়া ট্রেনিং সমাপ্ত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপর গুরুত্বারোপ



লন্ডন, ৬ অক্টোবর ২০২৬: লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের (এলবিপি) উদ্যোগে দিনব্যাপী মিডিয়া ট্রেনিং ২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার ৪ অক্টোবর লন্ডনের ইকরা বাংলা টিভির আল-খায়ের হলে আয়োজিত এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ক্লাবের প্রায় ৮০ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের প্রশিক্ষণ সম্পাদক আলাউর রহমান শাহীন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমন্বয় করেন। প্রশিক্ষণে সাংবাদিকতার পরিবর্তনশীল ধারা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রভাব এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল ডিজিটাল গণমাধ্যম পরিবেশে বিদ্যমান --১৭ পৃষ্ঠায়

পূর্ব জেরুজালেমে যুক্তরাজ্যের কনস্যুলেট বন্ধের নির্দেশ

পোস্ট ডেস্ক : অধিকৃত পশ্চিম তীরে অবৈধ বসতি স্থাপনে অর্থায়ন বা সহায়তা প্রদানকারীদের ওপর নিষেধাজ্ঞা ও বাণিজ্য নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তের জেরে পূর্ব জেরুজালেমে যুক্তরাজ্যের কনস্যুলেট বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে ইসরায়েল। ফলে আগামী বৃহস্পতিবার এই ব্রিটিশ কূটনৈতিক মিশনের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। একে কেন্দ্র করে যুক্তরাজ্য ও ইসরায়েলের সম্পর্কের টানাপোড়েন গত কয়েক দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে। গুঞ্জন রয়েছে, এর জবাবে লন্ডন থেকে ২৭ জন ইসরায়েলি কূটনীতিককে বহিষ্কারের কথা ভাবছে যুক্তরাজ্য। --১৭ পৃষ্ঠায়

লন্ডনে কারি লাইফ অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬

ব্রিটেনের কারিশিল্পের উজ্জ্বল নক্ষত্রদের সম্মাননা

লন্ডন, ০৫ অক্টোবর: ব্রিটেনের বহুসাংস্কৃতিক পরিচয়ের অন্যতম সুগন্ধি অধ্যায়ের নাম 'কারি'। দক্ষিণ এশীয় রান্নার সেই ঐতিহ্য আজ কেবল একটি খাবারের নাম নয়; এটি ব্রিটিশ অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও অভিবাসী উদ্যোক্তাদের সাফল্যের এক অনন্য প্রতীক। সেই সাফল্য, শ্রম, সৃজনশীলতা ও উদ্যোক্তা-স্পৃহাকে সম্মান জানাতেই লন্ডনে অনুষ্ঠিত হলো ১৭তম কারি লাইফ অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬। রোববার (৪ অক্টোবর) সন্ধ্যায় লন্ডনের অভিজাত ম্যাফেয়ার এলাকার পাঁচ তারকা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অনুষ্ঠিত আয়োজনটি ছিলো বরাবরের মতই অভিজাত, ঝাঁকালো ও উৎসবমুখর। ছিলো যুক্তরাজ্যের রেস্টুরেন্ট খাতের সফল উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি ব্রিটিশ মূলধারার রাজনীতিক,



মন্ত্রী, এমপি, লর্ড সভার সদস্যসহ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আনন্দঘন উপস্থিতিতে মুখরিত। উদ্দেশ্য একটাই- যুক্তরাজ্যের বিশাল রেস্টুরাঁ

খাতে বাংলাদেশিদের সাফল্যকে তুলে ধরা, উদযাপন করা এবং অনুপ্রেরণা দেয়া। বিবিসি'র জনপ্রিয় উপস্থাপক ও সাংবাদিক জন --১৭ পৃষ্ঠায়



BANGLA POST - 24 YEARS OF KEEPING YOU POSTED! | বাংলা পোস্ট - ২৪ বছর আপনাদের সাথে!

To advertise in Bangla Post
Please call 020 3633 2545 or advertising@banglapost.co.uk
www.banglapost.co.uk